আত্মনিবেদন

সে আজ আট বছর আগেকার কথা। আমার রচিত "পেলারামের স্বদেশিতা" নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে যখন সমগ্র বাংলাদেশকে মাতাইয়া অভিনীত হইতেছিল,—অভিনয়ের পঞ্চম কি ষষ্ঠ রজনীতে সুপ্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের উদ্যোগে এবং কৃপায় দেশবাসীর পরমারাধ্য স্বর্গীয় **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস** মহাশয়কে দর্শকরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম, মিনার্ভা থিয়েটারবাটী পবিত্র হইয়াছিল, মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং সমগ্র অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ কৃতার্থ হইয়াছিল।

"পেলারামের স্বদেশিতা" নাটকের শেষ দৃশ্যের শেষ গানটী পর্য্যন্ত **দেশবন্ধু** মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে নাটক ও অভিনয়সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এ ক্ষেত্রে প্রকাশ করিলে আত্মশ্লাঘারূপ মহাপাপে আমায় পাপী হইতে হইবে। স্বদেশী নাটকরচনাসম্বন্ধে অনেক উপদেশ সেই রাত্রে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে তাঁহার বিশেষ আদেশ,—পুনরায় স্বদেশী নাটক রচনাকালে যেন 'গুণধরের' মত একটী প্রধান চরিত্রের অবতারণা করি। মহাপুরুষের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দুই চারিদিনের মধ্যেই "দেশের ডাক" নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। তখন ইহার নামকরণ হইয়াছিল "গুণ্‌দা কি গুণ্ডা ?"

"গুণ্‌দা কি গুণ্ডা ?" নাটকের সঙ্গে অন্যান্য থিয়েটারের বেশ একটী ইতিহাস জড়িত আছে। তাহার বিবৃতির কোন কারণ নাই বুঝিয়া এস্থলে তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

তাহার পর সুদীর্ঘ আট বৎসর কাটিয়া গেছে। ইহার মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে এবং অন্যান্য রঙ্গালয়ে আমার রচিত অনেক নাটকের অভিনয় হইলেও আমি এই "দেশের ডাক-"এর মোহ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। 'গুণ্‌দা কি গুণ্ডার' পাণ্ডুলিপিখানি রচনার পরেই বৎসরখানেক আমার হস্তান্তর হইয়াছিল। পুনরায় হস্তগত হইলে উহার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া নাটকের নামকরণ করিলাম "লক্ষ্মীলাভ"। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিবার পর 'লক্ষ্মীলাভ' উপেন্দ্র বাবুর হইলেও,—সময়-সুযোগ অভাবে এতদিন তিনি 'লক্ষ্মীলাভ' নিজের ঘরেই রাখিয়াছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী আসিতেই উপেন্দ্র বাবু মিনার্ভা থিয়েটারে 'লক্ষ্মীলাভের' উদ্যোগ-আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন। "লক্ষ্মীলাভ" নামটী লোকের মুখে মুখে এবং কোন কোন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বাজারে প্রচারিত হইলে,—পরম স্নেহাস্পদ "ভগ্নদূত-"সম্পাদক শ্রীমান শিশিরকুমার বসু "লক্ষ্মীলাভ"—নামে অত্যন্ত আপত্তি করিলেন। শুধু আপত্তি নয়,—একরকম "জোর-জবরদস্তি" করাতে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরামর্শে 'লক্ষ্মীলাভ' পরিণত হইল "দেশের ডাকে"।

উপেন্দ্র বাবুর ভাগিনেয় সুহৃদ্বর সুপরিচিত নাট্যকলাবিৎ শ্রীমান্ কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস, সি, 'লক্ষ্মীলাভ' নাটকের অভিনয় যাহাতে অবিলম্বে হয় তাহার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সময় না হইলে সহজে কোন কাজ হয়না,—সুতরাং কালীপ্রসাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও 'লক্ষ্মীলাভ' এতদিন অভিনীত হয় নাই।

প্রযোজক—**অহীন্দ্র চৌধুরী।**

নাট্য-জগতে প্রযোজক কথাটা আজকাল খুবই শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই আপনাকে প্রযোজক বলিয়া জনসমাজে গর্ব্বের সহিত প্রচারিত

করিয়া থাকেন বটে,—কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ আমি 'দেশের ডাক' নাটকের অভিনয়ের পূর্ব্বে কাহারও প্রযোজনাকার্য্যের কোনও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই—কিম্বা তারতম্য বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হই নাই।

তবে প্রযোজকের প্রযোজনার গুণে নাটক যোগ্যরূপ ধরিয়া অবিসংবাদে আবালবৃদ্ধবনিতার যদি নয়ন-মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে আধুনিক বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে শ্রীমান্ অহীন্দ্র চৌধুরীর সমকক্ষ দ্বিতীয় প্রযোজক কেহই নাই,—আমার এই 'দেশের ডাক' নাটকে তাঁহার প্রযোজনাকার্য্যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া আমি প্রাণে প্রাণে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। অহীন্দ্র আমার সোদরতুল্য। আমার নাটকের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আদৌ বিস্মিত হই নাই ; কারণ, কর্ত্তব্যপরায়ণ গুণবান ব্যক্তিরা কঠোর পরিশ্রম করিতে কখনই কাতর নহেন। সেই জন্য আবার বলি, 'অহীন্দ্র চৌধুরী' ফাঁকা নামধারী প্রযোজক নহেন,—অহীন্দ্র চৌধুরী যথার্থ প্রযোজক,—নাটক প্রযোজনাকার্য্যে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ও অসীম পাণ্ডিত্য।

আমার হৃদয়ের ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি মিনার্ভা থিয়েটারের সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাঁহার পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষকে। তাঁহারা পিতাপুত্রে শুধু উপেন্দ্র বাবুর মঙ্গলকামী নহেন,—কিসে মিনার্ভা থিয়েটারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়,—কিসে থিয়েটারের কল্যাণ সাধিত হয়, এই চিন্তায় বৃদ্ধ রমেন্দ্র (রাম) বাবুর দেহপাত হইতে বসিয়াছে। জগদীশ্বর তাঁহাদের পিতাপুত্রের মঙ্গল বিধান করুন, এই আমার প্রার্থনা। থিয়েটারে এমন বন্ধু যথার্থই বিরল।

স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ সোদর শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার মিত্র

শুধু নাট্য-জগতে নয়, বাস্তব-জগতে আমার চিরপ্রিয় সুহৃদ। এই "দেশের ডাক" নাটক (পূর্ব্বেকার সেই "গুণ্দা কি গুণ্ডা" নাটক) লইয়া একদিন তিনি সমারোহে অভিনয় করাইবার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মিনার্ভার সেই "দেশের ডাক" নাটক আজ সমারোহে অভিনীত হইতেছে,—ইঁহাতে তাঁহার সেই উৎসাহ, উদ্যোগ এবং যত্ন অক্ষুণ্ণ দেখিয়া—আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছি।

নাটকান্তর্গত অভিনয়-চিত্রের ফটোগ্রাট এবং ব্লক্গুলির জন্য শ্রীমান্ লালমোহন বসু এবং প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীমান্ সরোজেন্দ্র মিত্র ("নপ্তা" বাবু) যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও চেষ্টা না হইলে—"দেশের ডাক" নাটকে সম্ভবতঃ চিত্রগুলি সন্নিবেশিত হইত না। আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

সুপরিচিত শিল্পী শ্রীঅখিল নিয়োগীকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি; তিনি আমার পুস্তকের প্রচ্ছদপটের ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন এবং আমার পরম স্নেহভাজন জনপ্রিয় লেখক প্রণব রায়কে আমায় আন্তরিক ভাল-বাসা জানাইতেছি। প্রণব অনেক বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছে।

"দেশের ডাক" নাটক প্রকাশে আরও বিলম্ব হইত—যদি না আমার পরম হিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ এবং নাট্যামোদী শ্রীযুক্ত বাসন্তীবল্লভ সেন মহাশয় আমাকে উৎসাহ দিতেন। সুতরাং "দেশের ডাক" নাটক প্রকাশের জন্য ইঁহাদের নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"দেশের ডাক" নাটকের গানগুলিতে
সুর সংযোজন করিয়াছেন,—

প্রফেসার দেবকণ্ঠ বাক্‌চি

[ভিখারীর সমস্ত গানগুলি এবং লছমী বাঈয়ের "একি নবীন আলোক দেশময়" শীর্ষক গান খানি]

সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র দে

গ্রাম্য রমণীদের—"গাঁয়ের ছেলে, সবাই মিলে,"—শীর্ষক গানখানি।

ভণ্ডুলের—"আমরা তোমার ভাই," "ও আমার মা জননী"
শীর্ষক গান দুই খানি।

রঙ্গিনীদের—"সহরে গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায়"—
শীর্ষক গান খানি।

মহিলাদের—"ভারতমাতার ছেলে, তারা এই দেশেরি ছেলে"—
শীর্ষক কোরাস্ গান খানি।

কিন্নরকণ্ঠী দেশপ্রসিদ্ধা গায়িকা ও
অভিনেত্রী শ্রীমতী আঙ্গুরবালা

লছমী বাঈয়ের—"এজি! কাম করো এইসা" এবং
"শুখাবে না—শুখাবে না"—শীর্ষক গান দুইখানি।

"দেশের ডাক" নাটকের গানগুলির জনপ্রিয়তার জন্য ইঁহাদের নিকট এবং সুবিখ্যাত নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গাঙ্গুলী ("গুরুর") নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

নাটকোক্ত পাত্র-পাত্রীর পরিচয়

পুরুষ

গুণধর বন্দ্যোপাধ্যায়—নারাণপুরগ্রামবাসী নিরক্ষর সঙ্গতিপন্ন যুবক

নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায়— ঐ পিস্তুতো ভ্রাতা

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়—উক্ত গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবক

তরুণ চৌধুরী—শিবগড়নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কানাইলালের মাতুল (এটর্ণী)

অদ্ভুতকুমার রায়—নারাণপুরের জমীদার

পরেশ ঠাকুর—সর্ব্বমঙ্গলার সেবায়েত ব্রাহ্মণ

কেশব চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন কৃষ্ণ, হরি দত্ত — নারাণপুরগ্রামবাসী গৃহস্থ ভদ্রলোকগণ

খলিফা, রহমান ও কেরামত আলি — গুণ্ডাগণ

ভণ্ডুল—গুণধরকর্ত্তৃক পালিত অনাথ বালক

ভিখারী, যুবকগণ, বৃদ্ধগণ, গুণধরের সাক্রেদগণ, গুপী গয়লা, পাহারাওয়ালা, ইন্স্পেক্টার প্রভৃতি

———

স্ত্রী

সুনীতি—নারাণপুরগ্রামবাসিনী দরিদ্র বালবিধবা

কল্লোলিনী—অদ্ভুতকুমারের স্ত্রী

লীলা— ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রী

লছমী বাঈ—মহারাষ্ট্রদেশবাসিনী (কলিকাতা নারীশিল্পসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী)

মনসা—গুণ্ডাদের চর

গোপালের পিসী, সুনীতির দিদিমা, মহিলাগণ, গ্রাম্যনারীগণ, রঙ্গিনীগণ প্রভৃতি।

যাঁহাদের উদ্যোগে, উদ্যমে, কৃতিত্বে, পরিশ্রমে, কলাকৌশলে এবং শিল্পচাতুর্য্যে **মিনার্ভা থিয়েটারের** রঙ্গমঞ্চে শনিবার ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাল ইং ৬ই ডিসেম্বার **“দেশের ডাক”** দেশবাসী প্রথম শুনিয়াছিলেন—তাঁহাদের নাম—

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ
বিঃ ম্যানেজার	...	„ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ
অধ্যক্ষ ও প্রয়োজক	...	„ অহীন্দ্র চৌধুরী
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ	...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ
নৃত্যশিক্ষক	...	শ্রীসাতকড়ি গাঙ্গুলী
হার্ম্মোনিমবাদক	...	শ্রীশরচ্চন্দ্র পাল
ক্ল্যারিওনিষ্ট্	...	শ্রীলালবিহারী ঘোষ
সঙ্গতি	...	শ্রীন্টুবিহারী মিত্র
স্মারক	...	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বসু
রঙ্গমঞ্চশিল্পী	...	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস
সহঃ ঐ	...	শ্রীশ্যামাচরণ দে
গুণধর	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
নন্দকিশোর	...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
কানাইলাল	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তরুণ চৌধুরী	...	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
পরেশ ঠাকুর	...	শ্রীগণেশ গোস্বামী
অদ্ভুতকুমার	...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার

নিরঞ্জন	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
ভিখারী	...	শ্রীযুগলকৃষ্ণ পাল
১ম বৃদ্ধ ও গঙ্গারাম	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
গুপী গয়লা ও কেশব চট্টোপাধ্যায়	...	শ্রীরণজিৎকুমার রায়
২য় বৃদ্ধ	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
খলিফা	...	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র
রহমান	...	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কেরামত	...	শ্রীশশীভূষণ বিশ্বাস
ইন্‌স্পেক্টার	...	শ্রীযুগলকিশোর দত্ত
গুণধরের সাকরেদগণ	...	শ্রীযুগলকিশোর দে শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়
বোস মশাই	...	পান্নালাল বাবু
হরি ঠাকুদ্দা	...	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভণ্ডুল	...	শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)
সুনীতি	...	শ্রীমতী চারুশীলা
লছমী বাঈ	...	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
কল্লোলিনী	...	শ্রীমতী নবতারা
লীলা	...	শ্রীমতী আশ্‌মানতারা
গোপালের পিসি	...	শ্রীমতী রাণীবালা
দিদিমা	...	শ্রীমতী রাইমণি
গ্রাম্যস্ত্রীগণ	...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, শ্রীমতী রাণীসুন্দরী, শ্রীমতী ননীবালা, শ্রীমতী পটলসুন্দরী, শ্রীমতী তারকদাসী, শ্রীমতী শীতলা দাসী

উদার-হৃদয়, নিরক্ষর, সরল গ্রাম্যযুবক

"গুণধর"—(শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী)

দেশের ডাক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নারাণপুরের সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের সম্মুখের দৃশ্য]

[ছেলেরা খেলা করিতেছে, জনকয়েক যুবক কিছুদূরে পুকুরের পাড়ে ছিপ হাতে করিয়া বসিয়া নীরবে মাছ ধরিতেছে ; দু'একজন যাত্রী মন্দির-সোপানে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে, তাহাদের হস্তে পূজার সামগ্রী। মন্দির হইতে কয়েক পা দূরে একটী দোকান। দোকানী বিক্রয় করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী দু'একজন লোকের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা বলিতেছে। বালক-খরিদ্দার বেশি দিবার জন্য দোকানীকে পীড়াপীড়ি করিতেছে।]

[তরুণ চৌধুরী আসিয়া প্রথমে মন্দিরের সোপানে প্রণাম করিলেন ; সেই সময়ে মন্দিরের পুরোহিত পরেশ ঠাকুর 'নেদো ! ওরে অ নেদো' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁর হাতে ডাবা-হুঁকা। তরুণ চৌধুরীকে দেখিতে পাইয়া]

পরেশ। এই যে চৌধুরী মশায়, কতক্ষণ ? কবে বাড়ী এলেন—(সিঁড়ি হইতে নামিয়া কাছে আসিয়া) বড্ড গরম হোচ্ছে বুঝি ? দাঁড়ান— নেদো ! ওরে অ নেদো—

(নেদোর প্রবেশ)

পরেশ। এই যে নেদো ! যা—চট্ কোরে বাড়ী থেকে একখানা পাখা এনে চৌধুরী মশাইকে দে।

[নেদোর প্রস্থান।

[দোকানী তাড়াতাড়ি দোকান হইতে পাখা আনিয়া পরেশকে দিল ; পরেশ তরুণ চৌধুরীকে হাওয়া করিতে করিতে দোকানীকে]

পরেশ। তা এতক্ষণ কি পিনিক্ নিয়ে ঝিমোচ্ছিলে বাবা হরিচরণ ?

তরুণ। থাক্ থাক্।

[তরুণ চৌধুরী পরেশ ঠাকুরের হাত হইতে পাখা লইয়া নীরবে নিজে হাওয়া খাইতে লাগিলেন। পরেশ পিছন ফিরিয়া দেখিল নিরঞ্জন আসিতেছে]

নিরঞ্জন। (পরেশকে লক্ষ্য না করিয়া) নমস্কার চৌধুরী মশাই ! দয়া কোরে এখানে এসেছেন শুনেই ছুটতে ছুটতে আসচি।

তরুণ। এই যে চাটুয্যে মশাই ! এখানেই হাজির হোলেন যে ? আমি যেতুমই আপনার বাড়ীতে। আপনাদের গাঁয়ে যখন এসেছি, তখন সবার সঙ্গে একবার কোরে দেখা কোরব বৈকি ! যাক্, সব খবর ভালো ?

নির। ভাল সব বটে। কিন্তু ভাল কিছুই দেখছি না।

তরুণ। তার মানে ?

নির। আজ্ঞে—চাকরীটী খুইয়েচি—

তরুণ। এঁ্যা—সেকি ?

নির। আজ্ঞে হ্যাঁ—ঈশ্বরেচ্ছায় দাসত্ব কোরে একবেলা কোনো রকমে শাকচচ্চড়ি জোটাচ্ছিলেম,—এই মাস থেকে সে পথও বন্ধ।

তরুণ। চাকরীটা আপনার গেলো কিসে ?

নির। বরাৎ মন্দ না হোলে কি আর মুখের অন্ন উড়ে যায় ? চাকরী গেলো Reductionএ ! আজকালকার হাঙ্গামে—সত্যি বলছি—আপিসের কাজকর্ম্ম একেবারে নেই বল্লেই চলে। Piece goodsএর

কাজ নেই, Export Import এতো কমে গেছে—তা আর বলবার কথা নয়! তার ওপর আমার নিজেরও একটু দোষ ছিল—

তরুণ। কি দোষ?

নির। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে বছরের মধ্যে দেড়মাস দুমাস কামাই হোতো! অবশ্য একটানা নয়! গড়ে হিসেব কোরে বলচি।

তরুণ। কেন? ম্যালেরিয়া তো আপনাদের নারাণপুরে এখন সে রকম নেই।

নির। আজ্ঞে খুবই ছিল! এখন আপনার কৃপায় অনেকটা কম বটে। আপনি যদি উদ্যোগী হোয়ে Tube-wellটা না করিয়ে দিতেন, রাস্তা-ঘাটগুলো সাফ্ সুত্রো না করাবার ব্যবস্থা কোরতেন—

তরুণ। থাক্ থাক্—আমি আর কি করেছি বলুন? আমার কর্ত্তারই বা ক্ষমতা কি? আচ্ছা—আপনারা জমিদারকে এসব কথা বলেন না কেন?

নির। জমিদারকে পাবো কোথায় বলুন? তিনি ভগবানেরও ওপোর।

তরুণ। তার মানে?

নির। শুনিছি, আরাধনা কল্লে ভগবানের দর্শন মেলে, কিন্তু আমাদের জমিদার বাবুকে একবার চক্ষে দেখা, পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যফল চাই,—ধ্রুবের চেয়েও কঠোর সাধনার আবশ্যক।

তরুণ। কেন? এই তো শুনছি—তিনি এখন দেশে এসে রয়েছেন!

নির। হ্যাঁ—এখন দুচার দশ দিন এসে থাকবেন বোধ হয়। তিন বছর আগেও একবার এই রকম এসেছিলেন। উঃ—তখন গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে কি ভাব? সকলকে ডেকে ডেকে হাতে স্বর্গ দিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি—ভোট পাবার জন্যে দিব্যি দিলেশা পর্য্যন্ত

করেছিলেন যে একবার Councilএ যদি ঢুকতে পারেন তা হলে আমাদের এই পল্লীগ্রামগুলোকে একেবারে দ্বিতীয় কল্‌কেতা করে ছাড়বেন।

তরুণ। একেবারে কি তা হয় চাটুর্য্যে মশাই? ক্রমে হবে—ক্রমে হবে। তা যাক্—ও সব কথা ছেড়ে দিন। আপনাকে একটা কথা বলি—শুনুন। দেশের উন্নতি, গ্রামের উন্নতি—শুধু দু'চার জন লোক দিয়ে কখনো হয়নি, হবেও না। সমবেত শক্তি উদ্যম না হলে কখনো কোনো বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়না জানবেন। আপনার দ্বারা কতটা দেশের উন্নতি হবে, আপনি হয়তো ঠিক বুঝতে পারেন না,—কিন্তু সেইজন্যে কি আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে?

নির। আজ্ঞে, দেশের কোন উপকার হয় যদি—তা হলে এই আপনার মত লোকের দ্বারা হবে মশাই,—আমাদের জমীদারের দ্বারা কিছু হবে না—এ আমরা জানি।

[পরেশ ঠাকুর এক গ্লাস জল ও পাতায় করিয়া দুচার খান বাতাসা আনিয়া তরুণবাবুকে দিয়া]

পরেশ। এই নিন চৌধুরী মশাই—মার প্রসাদ নিন।

[তরুণবাবু পাতা হইতে বাতাসা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া খাইলেন, পরে গ্লাস হাতে করিয়া আলগোছা জল পান করিলেন। নিরঞ্জনও প্রসাদ পাইলেন। পরেশ মন্দিরে ঢুকিল]

[জল খাওয়া হইলে নেদো গ্লাস লইয়া পুকুরে গেল, এবং গ্লাস ধুইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল]

নির। তা চৌধুরী মশাই—আমায় কি কর্ত্তে হবে বলুন। আমার ক্ষুদ্র-শক্তিতে যা হয় আমি নিশ্চয়ই তাই কর্ব্ব।

তরুণ। এই তো আপনার অবসর। চাকরী গেছে, আর এ বাজারে আর একটা চাকরী জোগাড় করে নিতে পার্ব্বেন বলে কি আপনার মনে হয়? হয়না,—কেমন?

নির। আজ্ঞে না—চাকরী আর জুটবে না—এটা নিশ্চয়।

তরুণ। তাহ'লে একটা কিছু কাজ তো চাই?

নির। তা চাই বইকি? নইলে, চলবে কিসে?

তরুণ। কি কর্ব্বেন ঠাওরাচ্ছেন?

নির। চাষবাস করে দেখতে হবে! জমীজমাগুলো পড়ে আছে,—পরের পেট ভরছে—

তরুণ। অথচ আপনি সে সব ছেড়ে দিয়ে সওদাগরি অফিসে পঞ্চাশ টাকা রোজগারের জন্য কল্‌কেতায় বাসা ভাড়া করে পড়ে থাকতেন?

নির। দুর্গতির একশেষ মশাই—আর বলবেন না! সেই সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ কর্ত্তে এসেছি—

তরুণ। আপনাদের সে পরামর্শ আমি অনেকদিন ধরেই দিচ্ছি—কিন্তু আপনারা শোনেন কই?

(স্কুলের Secretary বোসমশাই প্রবেশ করিলেন)

তরুণ। কি খবর বোসজা? আপনি হঠাৎ এদিকে যে?

বোস। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে—আপনার বাড়ীতেই গিয়েছিলুম। শুনলুম আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন—

তরুণ। হ্যাঁ—এটা আমার একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। দেশে

এলেই একবার চার্দ্দিকে আশে পাশের গাঁয়ের খবর নিতে হয়। তা যাক্—খবর কি স্কুলের ?

বোস। খবর কিছু শোনেন নি ? নিরঞ্জন বাবু কিছু বলেন নি ?

নির। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভুলে গিয়েছিলুম। আরে ভাই,—আমার মাথার কি ঠিক আছে ? আমি একদমই ভুলে গেছি।

তরুণ। কি—খবর কি ?

নির। তা—তুমিই বলনা বোসজা। খোদ Secretary যখন নিজেই এসেছ—তখন আমাকে আর বকলম দেওয়া কেন ? সেদিন Laboratory কর্ব্বার জন্যে জমীদারের কাছে চাঁদা চাইতে কল্‌কেতায় গিছ্‌লে না বোসজা ? জমীদার কি বল্লেন—বলনা চৌধুরী মশাইকে !

তরুণ। পল্লীগ্রামের স্কুল, Matriculation Class পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজ নয় ! Laboratory কি হবে ?

বোস। আজ্ঞে—ছোট ছোট ছেলেদের এখন থেকে একটু একটু Science, Chemistry বোঝাতে—Practical experiment করাতে আরম্ভ কল্লে বড় হলে College Classএ তাদের খুব সুবিধে হবে,—সেই জন্যে University থেকে এই রকম ব্যবস্থা হচ্ছে। সুতরাং আমাদেরও তো একটা চাই। তা বাবুর কাছে এই জন্যে চাঁদা চাইতে গিয়ে যে রকম অপমানিত হয়েছি—তা আর বলবার কথা নয়।

তরুণ। কি রকম—কি রকম শুনি ?

বোস। বাবু বলেন—গাঁয়ে স্কুল আমি তুলে দেবার জন্যে চেষ্টা কচ্ছি—চাঁদা দোবো কি ? এই সূত্র ধরে—মাষ্টার পণ্ডিত সবাইকে চোর বদ্‌মায়েস ইত্যাদি যাচ্ছে-তাই বল্লেন।

তরুণ। হঠাৎ স্কুলের ওপোর তাঁর আক্রোশ হ'ল কেন?

বোস। বল্লেন—গেঁয়ো চাষাভূষো ছোটলোকদের লেখাপড়া শিখিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। ক্রমে তারা সব গুণ্ডো বদ্‌মায়েস হচ্ছে, জমিদারকে মান্‌তে চাইছে না, দুদিন পরে খাজনাপত্তর দেওয়া বন্ধ কর্ব্বে।

তরুণ। কত ভদ্রলোকের ছেলে তো ঐ স্কুলে পড়ে, তবে সবাইকে চাষাভূষো বল্লেন কেন?

নির। আজ্ঞে, তাঁর মুখের বুলিই তো ঐ। পাড়াগাঁয়ে যারা থাকে—তাদের তিনি বলেন "গেঁয়ো চাষাভূষো অসভ্য ছোটলোক"; তা সে বামুন কায়েতই হোক্—কিম্বা অন্য কোন জাতই হোক্!

তরুণ। আচ্ছা—এ সম্বন্ধে সুবিধে বুঝে আমি জমীদার মশাইয়ের সঙ্গে কথা কইব এক সময়। (উঠিয়া) Laboratoryর জন্যে কি রকম চাঁদা তুলছিলেন?

বোস। আজ্ঞে শুধু Laboratory নয়! আরও সব ব্যাপার আছে। তার ওপোর তিন ভাগ ছেলে তিন মাস চার মাস—কেউ কেউ ছ মাসের মাইনে বাকী রেখেছে।

(তরুণবাবু আটচালা হইতে বাহির হইয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন)

নির। সাধ করে কি আর বাকী রাখে বোসজা? গরীব গেরোস্তো বাপ মা যে পেরে ওঠেনা! এই যে আমি নিজে বাধ্য হয়ে ছমাসের মাইনে তিন ছেলের দিতে পারিনি।

তরুণ। তাই নাকি? আপনার ছেলেদেরও মাইনে বাকী?

নির। তা বাকী বই কি? বড়টীর তিন টাকা ক'রে—মেজটী ছোটটির

দুটাকা ক'রে। এইতো মাসে সাত টাকা শুধু মাইনে গেল। তার ওপোর—বিলখানা একবার খুলে দেখুন—যেন একটা পিতৃশ্রাদ্ধের ফর্দ্দ ছাপানো। School fee—Admission fee—Transfer fee—Sports fee—Examination fee—Library fee—Punkha fee—আরে বাপ্‌রে ফি হাতেই "ফি" (fee)!

তরুণ। তা—এসব তো চাই চাটুয্যে মশাই ?

নির। আমি বলি, এর সঙ্গে আর একটা "fee" যদি জোর করে ধরে নেওয়া হয়—তাহলে খুব ভাল হয়।

তরুণ; (হাসিয়া) কি বলুন দিকি ?

নির। এই "Fooding" বা "Tiffin fee"! সত্যি বলছি—দশের লাঠী একের বোঝাতে ছেলেগুলো প্রত্যহ ভাল করে Tiffinটা খেয়ে বাঁচে। শরীরও তাদের ভালো হয়—পরিশ্রমও কত্তে পারে—সকল দিকেই সুবিধে হয়।

তরুণ। দেখুন বোস্‌জা মশাই! আমার একটা বক্তব্য শুনুন! অবশ্য আমি যখন স্কুলের উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছি, তখন প্রাণপণে সে চেষ্টা কত্তেই হবে আমাকে। কিন্তু এই আপনাদের মত স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের প্রতি আমার এই বিশেষ অনুরোধ,—আপনারা গড্ডালিকাস্রোতে গা ঢেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন না! বাঙ্গালী জাতি কাজ কিছু হোক্ না হোক্—কেবল চায় ভড়ং—কেবল চায় নামডাক! শুধু সাজসরঞ্জাম নিয়ে স্কুল জাঁকিয়ে নিজেরা গদীয়ান হয়ে বসে থাকলে চলবে না! ভাল ক'রে চোখ চেয়ে দেখুন—যে কার্য্যে আপনারা ব্রতী হয়েছেন সে কার্য্যটা ঠিক হচ্ছে কিনা!

বোস। আজ্ঞে,—আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে কোন ত্রুটি হচ্ছে না! গত বৎসর 57% Matriculation পাশ হয়েছে,—

তরুণ। আর 43% ফেইল হয়েছে। যারা পাশ করে বেরিয়ে চলে গেছে,—বিশেষতঃ এই বাজারে,—তারা আপনাদের শিক্ষকতার গুণে নিজেরা কতটা লাভবান হয়েছে, আপনার গ্রামের কতখানি উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে—সেটুকু একবার ভাববার অবকাশ পেয়েছেন কি? এই যে প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি ছেলে পাশ কত্তে পার্ল্লে না,—তাদের সম্বন্ধে আপনার ভাবছেন কি?

বোস। আজ্ঞে তাদের প্রতি একবার বিশেষ রকম নজর রাখতে হবে বই কি!

তরুণ। ও সব মামুলী কথা ছেড়ে দিন। গ্রামের স্কুলে এই ভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হোক্—যাতে ভবিষ্যতে গ্রামের মঙ্গল হয়। শুধু Geography—Geometry মুখস্থ করালে আর কাজ হবে না বোস্‌জা মশাই। Laplandএ শ্বেত ভাল্লুকের চামড়া খুব সস্তা, আকবর বাদসা সকাল বিকেলে সাড়ে সাত সের পেস্তা এবং দশ সের বাদাম খেতেন, ইংলণ্ডের সম্রাট Charles I কি রকম গাড়ী চড়তেন,—শুধু এই সব মুখস্থ করিয়ে আর বাংলার ছেলেদের পরকাল খাবেন না। শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলুন! আজকাল স্কুলকলেজের শিক্ষায় শুধু ছাত্রদের প্রাণে vanity অর্থাৎ এমন একটা গর্ব্বের সঞ্চার হয়, যার জন্য বাস্তব জগতে সে সকল বিষয়েই নিজেকে অপদার্থ অকর্ম্মণ্য জীব বলে প্রমাণিত করে। তাই বলছিলুম —আপনাদের শিক্ষার প্রণালী সম্পূর্ণরূপে উল্‌টে দিন।

বোস। তাহলে কি করতে বলেন ?

তরুণ। এমন শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষিত করুন, যাতে বাংলাদেশের মঙ্গল হয়। এমন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করুন—যে শিক্ষান্তে দুমুঠো ভাতের জন্য বাঙ্গালীর ছেলেকে পরের কাছে ভিক্ষে কর্ত্তে হাত বাড়াতে না হয়,—বি, এ, এম্, এ পাশ করে ১৫।২০৲ টাকার কেরাণীগিরি কর্ত্তে ছুটতে না হয়।

বোস। আজ্ঞে—একবার দয়া করে স্কুলে পদার্পণ কর্ব্বেন কবে ?

তরুণ। সময়মত সকল শিক্ষকদের ডাকিয়ে এ সম্বন্ধে অনেক কথা কইবার আমার ইচ্ছা আছে। কবে তা বলতে পারি না। আজ তা হলে—

বোস। আজ্ঞে আমি আসি—

[বোস মশাইয়ের প্রণাম ও প্রস্থান।

তরুণ। চলুন চাটুর্য্যে মশাই—আমরা দক্ষিণপাড়ার দিকটা ঘুরে আসি।

[তরুণ চৌধুরীর নিরঞ্জনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে প্রস্থান।

(নেপথ্যে motor horn শব্দ)

নন্দ। (নেপথ্যে) এই—হট্ যাও—হট্ যাও—এই পরেশ ঠাকুর—পরেশ—

[জমিদার অদ্ভুতকুমারের নন্দকিশোর এতং তরুণ চৌধুরীর সহিত প্রবেশ। একজন জমিদারের মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। জমিদারের পশ্চাতে পশ্চাতে অনেকগুলি বালক—বৃদ্ধ-যুবক আসিল ; সকলেই জমিদারের মুখের পানে তাকাইয়া যেন কি দেখিতেছে ; দূরে দাঁড়াইয়া গ্রাম্যস্ত্রীলোকের দল অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া জমিদারকে দেখিতে লাগিল।]

তরুণ। কি সৌভাগ্য! রায় বাহাদুর! হঠাৎ আপনি এই সর্ব্বমঙ্গলার তলায় কষ্ট করে—

অদ্ভুত। মোটরে করে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলুম! ভাবলুম,—যাই একটা পেন্নাম ঠুকে—

নন্দ। বড়া আদ্‌মীকা এইসা দস্তুর হ্যায়—রাজা মহারাজা এই রকম "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্" হয়ে থাকে! This is no strange Mr. Choudhury! ও পরেশ—পরেশ ঠাকুর—আরে জলদী আও—

[পরেশ ঠাকুর শশব্যস্তে আসিয়া জমীদারকে যৎপরোনাস্তি খাতির করিয়া বসাইল এবং সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—]

পরেশ। কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য—আপনি স্বয়ং এসেছেন! ওরে নেদো, ওরে হরে— (সামনে একজনকে দেখিতে পাইয়া) ওরে যাতো কৃষ্ণধন—আমার বাড়ী থেকে একটা চেয়ার নিয়ে আয়! আরে বাপরে! দেশের মা বাপ এয়েছেন! আজ কি সৌভাগ্য! ওরে সব পেন্নাম কর্—পেন্নাম কর্।

[জোর করিয়া একজনের ঘাড় ধরিয়া জমিদারের পায়ে মাথা নোয়াইয়া দিল এবং দেখাদেখি অন্যান্য সকলে তৎক্ষণাৎ হুড়মুড় করিয়া জমিদারের পায়ে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। জমিদারের কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না।]

[কৃষ্ণধন চেয়ার আনিয়া দিল]

পরেশ। বসুন—বসুন রাজাবাবু—বসুন! হে—হে—কি ভাগ্যি—!

তরুণ। তারপর—ব্যাপার কি রায় বাহাদুর?

[অদ্ভুতকুমার চেয়ারে বসিল। দুইজন পাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল]

[পরেশ শশব্যস্তে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। কি রকমে জমিদারকে খাতির করিলে যে তিনি সুখী হইবেন তাহা যেন ভাবিয়া পাইতেছিল না। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অবশেষে প্রসাদ এবং জল আনিয়া পাশে দাঁড়াইল]

অদ্ভুত। শুনলুম—আপনি বাড়ী এসেছেন,—তাই তাড়াতাড়ি প্রাণের দায়ে ছুটে দেখা কর্ত্তে আপনার শিবগড়ের বাড়ীতে যাচ্ছিলুম! তা ভালই হ'ল,—রাস্তায় দেখা হল। একটা বিশেষ পরামর্শ আছে—

[পরেশের হাত হইতে প্রসাদ ও জল লইয়া খাইলেন]

[পিছনে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভীড়। সকলেই বিস্ময়ে আনন্দে নবাগত জমিদারকে দেখিতেছে এবং অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া পরস্পর নিম্নস্বরে কথা বলিতেছে। গ্রামের বউ ঝিরা পর্য্যন্ত উৎসুক নেত্রে জমিদারকে দেখিতেছে]

অদ্ভুত। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আমি এবারও Election এ দাঁড়িয়েছি! তা' এবার আপনাকে আমার হয়ে একটু ঘুরতে ফিরতে হবে। দেখবেন যেন "বন থেকে বেরুলো টিয়ে" হয়ে আর একজন আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে vote গুলো সব বাজেয়াপ্ত না করে ফেলে!

তরুণ। তা আপনি যখন বলছেন—তখন আমার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বইকি! অবশ্য, যে কদিন আমি এখানে থাক্‌বো! তাহলে রায়-বাহাদুর! আপনার বৈষয়িক কথাটা কি বলুন দিকি! আপনার ভাইঝি লীলার খবর কিছু পেলেন?

(দোকানী একখানা চৌকী আনিয়া তরুণবাবুকে বসিতে দিল)

অদ্ভুত। আর খবর কি? পাঁচজনের ভোজকানিতে ভুলে কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করে ঐ নন্দকিশোর আর জন চারেক এরই মত পাকা খেলোয়াড়কে বম্বে মাদ্রাজ পাঠালুম! লীলার কোনও খবর নেই!

আরে ছাই—খবর থাকবে কোথা থেকে ? লীলাময়ী কি ধরাধামে আছে যে তার খবর পাওয়া যাবে ?

নন্দ। I can swear—I can take oath—হাম খোদা কসম্ বোল্তা হ্যায়—লীলা বেঁচে নেই ! আপনি নির্ব্বিঘ্নে তার বিষয় দখল করুন।

তরুণ। বম্বে গিয়ে খবর কি শুনলেন ?

নন্দ। উহ্ মর্ গেয়ী ! উস্‌কো father—my lord's eldest brother অর্থাৎ রায়বাহাত্বরের দাদা ৺অঞ্চলকুমার রায় সিঙ্গে ফুঁকেছেন আগে, তার দিনকতক পরে লীলাময়ী is dead !

তরুণ। Excuse me রায়বাহাত্বর ! আপনি যদি নিজে এ সম্বন্ধে যা শুনেছেন আমাকে পরিষ্কার ভাবে বলতে পারেন—তাহলে বলুন ; নইলে,—মাপ কর্ব্বেন নন্দবাবু ! আপনার ঐ খিচুড়ীভাষায় বর্ণনা আমি শুনতে প্রস্তুত নই।

নন্দ। Why sir ? হাম্‌রা বহুৎ আচ্ছা ভাষা, রমণীমোহন ভাষা। আব জেরা attentively শুনিয়ে !

অদ্ভুত। তুমি চুপ কর নন্দকিশোর ! এঁদের কাছ থেকে শুনলুম, লীলাকে নিয়ে বড়দা প্রথমে Londonএ যান্। সেখানে বছর চার পাঁচ থেকে ডাক্তারি পাশ টাস্ করে মেয়েকেও নাকি কি পাশ টাস করিয়ে, বাপ বেটীতে মিলে বম্বে এসে Doctor Ray বলে দিনকতক ডাক্তারী ব্যবসা স্থুরু করেন। রোজগার-পাতি কিছুই হ'ত না ! এমন কি—না খেতে পেয়ে মেয়েটা প্রথম মারা পড়ে। তারপর মেয়ের শোকে আর অর্থাভাবে হুশ্চিন্তায় থাইসিস্ রোগে ভুগে বড়'দা নিজেও পটল উৎপাটন করেন !

তরুণ। তিনি যে বোম্বাই ছিলেন—এ খবর আপনাকে দিলে কে ?

নন্দ। Telegram—one telegram—তার একঠো আয়া—

তরুণ। আবার আপনি কথা কইছেন ?

অদ্ভুত। তুমি অতি বেহায়া—বুঝলে নন্দকিশোর! যাও—তুমি এখান থেকে যাও—

নন্দ। (পদপ্রান্তে বসিয়া) mercy,—mercy—মাপ্ মাপ্ খোদাবন্দ ! এইবারের জন্য ক্ষমা—ক্ষমা !

অদ্ভুত। Bombay থেকে আমি একখানা টেলিগ্রাম পাই,—গঙ্গাজী দামোদর বলে একজন মারাট্টির কাছ থেকে ! শুনলুম, বোম্বাইয়ের স্বদেশী পাণ্ডা ভিখনজী দামোদরের বাড়ীতে, বড়দা আর লীলা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে আশ্রয় নেয়। সেই খানেই দুজনেরই মৃত্যু হয়।

তরুণ। ভিখনজী দামোদর কি নিজে খবর দিয়েছেন ?

নন্দ। They are now in jail.

অদ্ভুত। আবার ? আবার কথা কইছ ? Get out—Get out! যাও—যাও—বাড়ী চলে যাও,—না হয় মোটরে বসে থাক—

তরুণ। তাই যান নন্দবাবু—দু পাঁচ মিনিট একটু মোটরে বসুন—আমি রায়বাহাদুরকে একটা private কথা বলব !

নন্দ। অ্যায় খোদা—Oh Lord—হে ভগবান !

[নন্দকিশোরের প্রস্থান।

অদ্ভুত। ভিখনজী দামোদরের জেল হয়েছে, কাজেই তাদের সঙ্গে ওদের কারুর দেখাশুনো হয়নি ! তার বাড়ীতে মেয়েছেলে বিশেষ কেউ নেই। দু একজন যদি কেউ থাকে—তারা বোম্বাইয়ের এই সব ব্যাপারে কোথায় সরে পড়েছে—কেউ কিছু বল্‌তে পার্ল্লে না।

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

"জমিদার অদ্ভুতকুমার রায়"—(শ্রীব্রজেন্দ্র সরকার)

এবং

"সর্ব্বমঙ্গলার সেবায়েৎ পরেশ ঠাকুর" (শ্রীগণেশ গোস্বামী)

"—এ এদেশের তামাক নয়। খাস বালাখানা—" [১৫ পৃষ্ঠা

তরুণ। তাহলে লীলাময়ী মরেছে—এ বিষয় আপনি স্থির বুঝেছেন ?

অদ্ভুত। নিশ্চয়ই।

[পরেশ গড়গড়া আনিয়া জমিদারের সম্মুখে রাখিল এবং কলিকায় ফুঁ দিয়া আগুন ঠিক করিয়া গড়গড়ায় বসাইয়া দিল]

অদ্ভুত। না না—আর তামাক নয় !

পরেশ। আজ্ঞে, রায় বাহাদুর ! এ এদেশের তামাক নয়। খাস বালাখানা —আমি খারাপ জিনিষ খেতে পারিনে। একবার দেখুন না।

(জমিদার নল হাতে করিয়া তরুণবাবুর পানে চাহিলেন)

তরুণ। আমার যদি পরামর্শ নেন্—তাহলে আমি বলতে চাই,—এ বিষয়ে একটা পাক্কা রকম খবর পাওয়া বিশেষ আবশ্যক ! অন্ততঃ আইন বাঁচিয়ে কাজ করা উচিত !

পরেশ। কেমন বলুন—(জমিদার ঘাড় নাড়িল)

অদ্ভুত। আইন বাঁচাবাঁচি এতে আর কি আছে তরুণবাবু ? বাবার উইলে স্পষ্ট করে লেখা আছে,—বড়দার মেয়ে লীলাময়ী যদি কর্ত্তার মৃত্যুর পর—ছয় বৎসরের মধ্যে দেশে ফিরে আসে এবং সেই পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে,—তাহলেই সে অর্দ্ধেক বিষয় পাবে। ছয় বৎসর পরে এলেতো পাবে না ! এই তো পাঁচ বৎসর সাড়ে দশ মাস কেটে গেল,—আর বাকী রইল মোটে দেড়টী মাস—

তরুণ। সেই জন্যে বল্‌ছি—এই সময়টার সদ্ব্যবহার করা আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

অদ্ভুত। কি কর্ব্বেন বলুন ?

তরুণ। আমি তো আবার বিজ্ঞাপন দিচ্ছি যে, ৺ভবশঙ্কর রায়ের পুত্র

৺অঞ্চলকুমার রায়ের কন্যা লীলাময়ী যদি জীবিতা থাকেন, তা'হলে 19th Aprilএর মধ্যে ষ্টেটের এটর্নি তরুণ চৌধুরীর আফিসে রাত্রি ১২টার মধ্যে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন। রাত্রি ১২টা উত্তীর্ণ হইলে উইলনির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য বিষয় লীলাময়ী অধিকারিণী হইবেন না।

অদ্ভুত। কোনও প্রয়োজন নেই তরুণ বাবু!

তরুণ। আপনার না থাকতে পারে,—আমার তাতে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ, এটা আমার কর্ত্তব্য। আইন বাঁচিয়ে কাজটা করাই তো ভাল।

অদ্ভুত। করেন করুন—আজই করুন। তাহ'লে আমি এখন চল্লুম। আমার electionএর কথাটা ভুলবেন না কিন্তু!

তরুণ। চলুন—আপনাকে মোটরে তুলে দিয়ে আসি।

[তরুণবাবু ও জমিদার প্রস্থান করিলেন। পরেশও পিছনে পিছনে গেল। সকলে ভীড় করিয়া জমিদারকে দেখিবার জন্য আগাইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে সদর্পে পরেশ প্রবেশ করিল এবং গর্ব্বিত দৃষ্টিতে সকলের পানে তাকাইল]

গ্রাম্যলোক। ঐ—ঐ—যেটা বেশ হোমরা চোমরা—ঐ উনিই জমিদার—না?

পরেশ। হ্যাঁ—উনিই জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় অদ্ভুতকুমার রায় বাহাদুর! উঃ আজ সর্ব্বমঙ্গলাতলার কি সৌভাগ্য! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম!

২য় গ্রা-লো। শুধু সর্ব্বমঙ্গলাতলার সৌভাগ্য? মা সর্ব্বমঙ্গলার চোদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য!

পরেশ। কেরে ডেঁপো ছোকরা?

২য় গ্রা-লো। ও বোসেদের বাড়ীর ভুলো—

পরেশ। যা না, যা না ডেঁপো ছোক্‌রারা—এখানে আড্ডা না দিয়ে বারোয়ারীর চাঁদা আদায় কর্ত্তে বেরোনা—

গ্রাম্য বালক। গেছে সব,—শ্যামা, কেলো, সব বেরিয়েছে।

[প্রস্থান।

[ভীড় একে একে ফাঁক হইয়া গেল—মাতব্বররা দোকানের সামনে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। নেদো ঠাকুর মশায়ের চেয়ার লইয়া গেল, দোকানি চৌকি লইয়া দোকানের সামনে রাখিল।]

(তরুণ চৌধুরী ও কানাইলালের প্রবেশ)

তরুণ। কবে এলি? বিদেশ গিয়েছিলি না?

কানাই। হ্যাঁ মামা—তিন মাসের ছুটী নিয়ে এবার খুব ঘুরে এলুম।

তরুণ। খুব ঘুরে এলি? কেমন শরীরটা বেশ ভাল আছে তো বাবা? হ্যাঁরে—চেহারাটা তো তেমন ভাল বলে বোধ হচ্ছেনা! কোন্ কোন্ জায়গায় ঘুরলি?

কানাই। ঘুরেছি অনেক জায়গায়—তবে Bombayতে অনেক দিন ছিলুম।

তরুণ। Bombay গিছ্‌লি? এঃ—এমন জানলে তোকে একটা খবর নিতে বলতুম।

কানাই। কি খবর মামা?

তরুণ। তোদের গ্রামের জমিদার ভবশঙ্কর রায়ের নাত্‌নি লীলাময়ীর! অঞ্চলকুমার তো তোর বাপের খুব বন্ধু ছিলরে! সে তো—তুই জানিসই। ঐ লীলার সঙ্গে তোর বাবা তোর বিয়ের ঠিক করেছিল

কানাই। সে তো আর বেঁচে নেই মামা! সে যে মারা গেছে!

তরুণ। খবর নিয়েছিলি নাকি?

কানাই। (ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ ভাবে ও শুষ্ক কণ্ঠে) হ্যাঁ!

তরুণ। আহা! মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিল! রূপে ও গুণে যথার্থই লক্ষ্মী! তা যাক্—তোর ছুটী আর ক'দিন আছে? কবে Join কর্ব্বি?

কানাই। মামা! আমি চাক্‌রীতে Resign দিয়েছি।

তরুণ। সেকি? চাকরীতে Resign দিলি? অমন মাস্তের চাক্‌রী! Imperial service—ছ'শ টাকা মাইনে—ছেড়ে দিলি কি বল্?

কানাই। কি হবে মামা চাক্‌রী করে?

তরুণ। সেকি? তবে এত দিন কষ্ট করে Rurki Collegeএ Engineering পাশ করে কর্ব্বি কি?

কানাই। আমি এই পল্লীগ্রামেই থাকবো। নিজের জন্মভূমিতে বাস কর্ব্ব। নিজের যা কিছু আছে এই গ্রামের যৎসামান্য উপকার যাতে হয়, তাতে ব্যয় কর্ব্ব!

তরুণ। তুই—এত লোক দেশে থাকতে—তুই এম্‌নি করে—

কানাই। মামা! আমার মত লোক দেশের কাজ কর্ব্বে না তো কর্ব্বে কে? যা হোক্—তোমার আশীর্ব্বাদে লেখাপড়া শিখে কিছু জ্ঞানলাভ করেছি,—দু পাঁচ বছর খেটে খুটে দু চার হাজার সংস্থানও করিছি,—পৈতৃক খুদ কুঁড়োও যা হোক্ কিছু আছে,—তার ওপোর—আসল জিনিস হচ্ছে—পায়ে শেকল বাঁধা নেই! নিশ্চিন্ত হ'য়ে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ কর্ত্তে পার্ব্ব! পেছু ফিরে কাকেও চেয়ে দেখবার নেই! আমার মতন লোকের দ্বারা দেশের কাজ হবে না তো কি

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

"কানাইলাল"—(শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়) ও "তরুণ চৌধুরী" (শ্রীপ্রভাত সিংহ)

"মামা! আমার মত লোক দেশের কাজ কর্‌বে না তো কর্‌বে কে?—"

[১৮ পৃষ্ঠা

গৃহস্থ সংসারী লোক—এক ঘর ছেলেপুলে নিয়ে—সংসার নিয়ে যারা ব্যতিব্যস্ত,—তাদের দ্বারা সে কাজের সুবিধে হবে ?

তরুণ। কানাই ! সত্যিই যদি এই তোর আন্তরিক ইচ্ছা হয়, তাহ'লে আর বলবার কিছু নেই। তাই কর্, তুই দেশের কাজ কর্—দশের মুখ চা—গ্রামের উন্নতি কর্—এইতে ৺বিশ্বম্ভর মুখুয্যের বংশের নাম চিরোজ্জ্বল থাকবে।

(কানাই মাথা নত করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল)

তাহ'লে—তুই যখন গাঁয়ে এসে এসিছিস্ বাবা,—একটা কাজ তোকে কর্ত্তে হবে ! রায় বাহাদুর এবারও Council electionএ দাঁড়াচ্ছেন —আমাকে Canvass কর্ব্বার কথা বলছিলেন। তা—আমি তো থাক্‌তে পার্ব্ব না বরাবর,—তুই তাঁর হয়ে সাধ্যমত একটু খেটে খুটে দিস্ যাতে ভোটগুলো—

কানাই। তা হবে না মামা—মাপ্ কর্ত্তে হবে এ বিষয়ে আমাকে ! আমি Voteএর জন্যে Canvass কর্ব্ব বটে, কিন্তু ঐ নরাধম রায় বাহাদুরের জন্য নয়। আমি Canvass কর্ব্ব তোমার জন্যে।

তরুণ। সে কি ? কানাই—

কানাই। আমার অনুরোধ—তোমাকে এবার Council Electionএ দাঁড়াতে হবে ?

তরুণ। আমি ? আমি দাঁড়াব electionএ ?

কানাই। হ্যাঁ—তুমি—তুমি দাঁড়াবে ! মামা ! তুমি আদর্শচরিত্র বাঙ্গালী—যথার্থই দেশভক্ত—দেশসেবক ! তোমার মত লোক দাঁড়াবে না দেশের কাজে তো কি ঐ একজন স্বার্থপর অদ্ভুতকুমার—

তরুণ। চুপ্, চুপ্—কানাই—

কানাই। যে তুচ্ছ বিষয়ের লোভে আপনার কন্যাস্থানীয়া ভ্রাতুস্পুত্রীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে—সে দেশের লোকের কখনো কোনো ভাল কর্ত্তে পারে? না—তার দ্বারা দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব?

তরুণ। তা বলে—এই তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে তাঁকে আশা দিয়ে—তার ওপোর আমি তাঁর estateএর attorney হয়ে, তাঁরই বিরুদ্ধে দাঁড়াব? গাঁয়ের লোকেরাই বা কি বলবে?

কানাই। Vote Canvass কর্ব্ব আমি—সে ভার সম্পূর্ণ আমার।

তরুণ। এ তুই কি ছেলেমানুষি কচ্ছিস? রায় বাহাদুর কি মনে কর্ব্বেন?

কানাই। আমি কিছু শুনবো না মামা! এবার তোমাকে দাঁড়াতেই হবে! আমি চল্লুম এর ব্যবস্থা কর্ত্তে।

[প্রস্থানোদ্যত।

তরুণ। আচ্ছা—আচ্ছা—সে সব পরে হবে—এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে। চল্ আমাদের বাড়ী,—কতদিন পর এলি তোর মামীর সঙ্গে একবার দেখা কর্ব্বিনি?

কানাই। তুমি এগোও মামা—আমি পরে যাচ্ছি।

তরুণ। আসিস্ বাবা—ভুলিস্নি যেন?

[তরুণ চৌধুরীর প্রস্থান।

কানাই। মামাকে দাঁড় করাতেই হবে। যেমন করে হোক্! নিদেন হাতে পায়ে ধরে। ও কে? গুণদা? এস এস—ভাই এস—

(গুণধরের প্রবেশ)

গুণধর। ওঃ! তোমাকে সেই থেকে গরু খোঁজা কচ্ছি ম্যাষ্টার কানাই!

কানাই। গুণ্‌দা ! কি খবর তোমার ? তুমি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে আমার জন্যে ছুটোছুটী করে বেড়াচ্ছ কেন ?

গুণ। মন খারাপ হলে আমি কারুর নই ম্যাষ্টের কানাই ! তুমি ক[illegible] দিন পরে গাঁয়ে ফিরে এসে একবার বিজলী চম্‌কানোর মত দু এক-জনকে দেখা দিয়েই সকাল বেলাতেই বাড়ী থেকে সরে পড়লে— আমার শুনে মনটাতে কি হল বল দিকি ? আমি গাঁয়ের সবাইকে তাই বল্‌ছিলুম—

কানাই। কি বল্‌ছিলে ভাই ?

গুণ। বল্‌ছিলুম—পষ্টই বল্‌ছিলুম—কানাই ম্যাষ্টার লোক তেমন ভাল নয় !

কানাই। কেন—কেন ভাই গুণদা ?

গুণ। আরে—এত লেখাপড়া শিখেছ, কত মান্যি তোমার, কত বিদ্যে তোমার, কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা তোমার, কেমন পরিষ্কার চেহারা তোমার,—তুমি আমাদের—এই বিশেষ করে আমাকে কেমন মায়ায় ফেলেছ ! ফেলেছ তো ?

কানাই। তা ভালই তো ভাই !

গুণ। ভাল ? কি করে ভাল ? এই মায়াতে ফেলে সড়াক করে একদিন এমন সরে পড়বে হিল্লী, দিল্লী, বিল্লী,—কোথায় কে জানে— আর তোমায় দেখতে পাবনা। তখন আমার মনটা কেমন হবে তা বুঝতে পাচ্ছ কি ?

কানাই। তা খুব বুঝতে পাচ্ছি ভাই গুণদা ! যাকে ভালবাসি,—প্রাণ দিয়ে আজীবন ভালবেসেছি—সে যদি ফাঁকি দিয়ে চলে যায়,—তার জন্যে প্রাণ যে কি করে তা খুব প্রাণে প্রাণে বুঝছি !

গুণ। হেঁ হেঁ হেঁ—তুমি একটু একটু বুঝতে পার্ব্বে.—তা জানি—তা জানি ! এই মনে কর, রায়েদের বড় কর্ত্তার মেয়ে সেই লীলাকে তুমি খুব ভালবাস্‌তে—তার সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিক ঠাক্ হয়েছিল ;—সেটা কোথায় গিয়ে—বিলেত না লণ্ঠনে গিয়ে মরে গেছে,—তোমার প্রাণটাতে কি রকম আচড় পাঁচড় কচ্ছে ? হেঁ হেঁ—বুঝতে পাচ্ছ ?

কানাই। বুঝতে পাচ্ছি ভাই গুণ্‌দা—এত বুঝতে পাচ্ছি যে মনে হচ্ছে বুঝি আমার প্রাণটা একদিন ফেটে বেরিয়ে তার সন্ধানে ছুটে চলে যাবে।

গুণ। তা—সেতো মরে হেজে গেছে ;—এখন তাহলে কি আর একটা মেয়ে দেখে বৌ টৌ কর্ব্বার মতলবে আছ ?

কানাই। না—সে মতলব নেই। লীলার কাছে প্রতিজ্ঞা করিছি—সে ভিন্ন আর কাউকে বিয়ে কর্ব্বনা।

গুণ। কেন ?

কানাই। যে দিন, আমাদের শেষ দেখা হয়—শোনো গুণ্‌দা—সে দিন দুজনে এই বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম যে, জীবনে যদি আমাদের মিলন না হয় কিম্বা আর কখনো দেখাসাক্ষাৎ না ঘটে,—তাহলে আমাদের ভালবাসার স্মৃতি-চিহ্ন থাকবে—আমরা বিবাহ না কোরে দেশের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ কোরব।

গুণ। তার মানে ? দেশের জন্যে নিজেকে উচ্ছুগ্‌গু কোরবে কেমন করে ?

কানাই। (বাঁ হাতখানি গুণধরের কাঁধে রাখিয়া) এই তোমাদের সঙ্গে থেকে—তোমাদের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে মিশে দেশের কাজে জীবনটাকে বিলিয়ে দেব ! তোমাদের ছেড়ে আর কোথাও যাবনা ভাই !

গুণ। (কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া কানাইলালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, পরে হঠাৎ উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া) মা কালীর দিব্বি ?

কানাই। হ্যাঁ—তাই।

গুণ। উঃ—তাহলে—তাহলে আমার ভারী ফূর্ত্তি হবে কিন্তু! আমি তাহলে খুব নেচে গেয়ে ফুর্ত্তি করে বেড়াবো।

কানাই। কিন্তু আমি যে ভাই তোমাদের সঙ্গে থাকবো,—আমার সঙ্গে কাজ কোরতে হবে যে তোমাদের ?

গুণ। হাঁ—আলবৎ কর্ব্ব—কি কাজ বল ? গাছ কাটতে হবে ? কোদাল পাড়তে হবে ? মাছ ধরতে হবে ? গাছে উঠতে হবে ? কুস্তি করতে হবে ?

কানাই। আপাততঃ গাঁ থেকে ম্যালেরিয়াটাকে তাড়াবার ব্যবস্থা কোরতে হবে।

গুণ। [একমুহূর্ত্তেই গুণধরের সমস্ত উৎসাহ নিভিয়া গেলো] ম্যালোরা ? ও বাবা! সে বড় ভীষণ ব্যাপার ম্যাষ্টার কানাই! সে বেটা যদি মানুষ হোতো—কি জন্তু জানোয়ার হোতো—তাহ'লে লাঠির চোটে তাকে ভাগাতুম! ও বাবা—ম্যালোরা! সে বড় শক্ত পাল্লা! এইখানেই আমরা সব কাৎ ম্যাষ্টার!

কানাই। চালাকী কোরে নিজেদের নিজেদের গাঁ থেকে ম্যালেরিয়াকে তাড়াতে হবে!

গুণ। কি কর্ত্তে হবে বল দিকি ?

কানাই। গাঁয়ের ঐ পচা দিঘিটা—ঐ জঙ্গলটা—ঐ জলাটা সাফ্ সুত্‌রো করাই এসো দিকি।

গুণ। আরে —ট্যাকা তো আমি খরচা কর্ত্তে রাজী আছি! ও বেটা

জমিদারের টাকা আমি গ্রাহ্যই করিনা ! কিন্তু অত জোন্ মজুর পাওয়া যাচ্ছেনা যে !

কানাই। এতো জনমজুর যদি না পাওয়া যায়—তাহলে—চলনা—আমরাই কোমর বেঁধে লেগে যাই ! পার্ব্বে না ?

গুণ। (হাসিয়া) আমি খুব পারি,—কিন্তু তুমি ম্যাষ্টার লেখাপড়া শিখেচ,—তুমি পার্ব্বে কি ?

কানাই। তোমাদের চেয়ে বোধ হয় আমিই বেশী পার্ব্বো ! কারণ, আমি সত্যি কোরে লেখাপড়া শিখেছি।

গুণ। তুমি যদি পারো—তাহলে গাঁয়ের কোন্ বেটা না পারে আমি একবার দেখি দাঁড়াও।

(চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই)

কানাই। এ কি ? হঠাৎ চল্লে যে ?

গুণ। সবাইকে দিয়ে একাজ করাতেই হবে ! সবাইকে পাত্তেই হবে ! পাড়াগাঁয়ের ছেলে যদি গাঁয়ের ভালোর জন্যে কোমর বেঁধে খাট্তে না পারে,—তাহ'লে দেখি—সে কেমন কোরে পাড়াগাঁয়ে থাক্তে পায়, আর কে তাকে এখানে থাকতে দেয়।

[প্রস্থান।

কানাই। [তাহার পানে তাকাইয়া আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে] কাজ হয় তো এই রকম লোক নিয়েই যথার্থ দেশের কাজ হবে !

[মন্দিরে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

(জনৈক ভিখারীর প্রবেশ)

(ওরে) ও অভাগা দুঃখিনী সন্তান !
(তুই) ঘুম ভেঙ্গে ওঠ্ মাঠ পানে ছোট্
(নইলে) গেলো তোর সব ক্ষেতের ধান ;
(ঐ ওরা সব) লুটে নিলে তোর ক্ষেতের ধান ॥
কোন্ সে সাঁজে আরামসেজে পড়্‌লি তুই শুয়ে,
তোর, ফাঁকের ঘরে ঢুকলো চোরে আগড় খোলা পেয়ে ;
তোর, যা ছিল সব গেলো নিয়ে
(নেই) পরণেরও কাপড়খান।
(রাখেনি) পরণেরও কাপড়খান।
কত যুগ-যুগান্ত হোলো অন্ত তবু নেই তোর সাড়া,
(ওরে) ঘুমটা ছেড়ে তেড়ে ফু্ড়ে একবার হ'রে খাড়া ;
তোর তরে মা কেঁদে সারা
(ও তুই) মায়ের ডাকে দেরে কাণ ॥

[গ্রামের বৃদ্ধ মাতব্বররা দোকানের সাম্‌নে বসিয়া তামাক খাইতেছে ; দুই তিন জন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে মন্দিরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকেরা গলায় কাপড় দিয়া ষষ্ঠীতলায় প্রণাম করিল। কেহ কেহ চলিয়া গেল। অন্যান্য গ্রাম্য স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিল। যাহারা পূজা দিতে মন্দিরে আসিয়াছিল, তাহারা ভিখারীর গান শুনিতে লাগিল। মাতব্বররা ভিখারীর গান শুনিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

১ম পু। ওরে—সেই ভিখারীটা এসেছে রে ! কি ঠাকুর ? তুমি তো প্রত্যহ গান গেয়েই বেড়াও ! ভিক্ষে দিলে নাওনা,—রকমটা কি তোমার ?

১ম স্ত্রী। কি রকম ভিখিরি তুমি বাছা? ভিক্ষে দিলে ভিক্ষে নাওনা,—এমন কথাও তো কখনও শুনিনি।

২য় স্ত্রী। ওলো—এ বড়লোক ভিখিরি—

ভিখারী। না মা—সোণার পাথরবাটি হয়না! ভিখারী যখন, তখন ভিক্ষে নেওয়াই তো আমার পেশা। কিন্তু আমার ভিক্ষা অন্য রকমের। আমি গান গেয়ে যদি আপনাদের খুসী কোরে থাকি, সেই-টুকুই আমার ভিক্ষালাভ। আপনারা ভিক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত যদি,—তাহ'লে এইটুকু আমার কাছে সত্য করে বলুন,—আপনাদের প্রাণে আমার এ গান স্পর্শ কোরেছে কিনা!

২ স্ত্রী। কত হেঁয়ালীর কথাই কয়! এ ভিখিরীর মতলব খারাপ।

[ভিখারী নীরবে রহিল]

১ম পু। কল্‌কেতায় যাও বাপু—মনের বাসনা পূর্ণ হবে। একটা অপেরা পার্টিতে কিম্বা থ্যাটারে ম্যাটারে চাকরী পাবে,—আর ভিক্ষে কোরে বেড়াতে হবেনা।

ভিখারী। শুধু কল্‌কেতায় কি মশাই? যাব অনেক জায়গায়, দেখবো আমার গান বোঝবার মত লোক কোথায় আছে!

["ওরে ও অভাগা দুঃখিনী সন্তান"—গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

১ম পু। চোর,—গাঁটকাটা! কি জানি, কি ফিকিরে ঘুচ্ছে!

১ম স্ত্রী। কিন্তু গায় বেশ! একটা পয়সা দোবো বলে বা'র করেছিলুম—আবার আঁচলে কষ্ট করে বাঁধি!

(সকলের মন্দিরে প্রবেশ)

[স্ত্রী পুরুষ যাত্রীরা মন্দিরে চলিয়া গেল, মাতব্বররা তামাক টানিতে টানিতে গল্প করিতে লাগিল]

[সুনীতি তাহার আশী বছরের মাতামহীর ঝুঁকিয়া-পড়া রুগ্ন দেহটাকে কোন রকমে জড়াইয়া ধরিয়া অতি সাবধানে ধীরে ধীরে মন্দিরের নিকট যাইতেছে ; প্রতি পাদক্ষেপে বৃদ্ধার সমস্ত অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, পথশ্রমে দুইজনেই হাঁপাইতেছে]

সুনীতি। আমি চরণামৃত নিয়ে যেতুম দিদিমা ! তুমি ধুঁকতে ধুঁকতে কেন এতটা পথ এলে বল দিকি ?

দিদিমা। (অতি ক্ষীণকণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে) পরেশ ঠাকুর বলেছিল যে, চন্নামেত্তর পাঠিয়ে দেবে ! তা যখন দিলে না—তখন মন্দিরে এসে একটা পেন্নাম করে আজ পথ্যি করিগে ! উঃ—দিদি—এই এতটুকু পথ তোকে ধরে এসেছি—তবু যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবার মত হয়েছে।

সুনী। তোমার জ্বালায় আমি অস্থির হয়েছি দিদিমা ! ঠাকুরের চন্নামেত্তর যদি না পাওয়া যায়, তাহ'লে কি বলতে চাও যে, তোমার এই দেড় মাস রোগভোগের পর পথ্যি করা হবেনা ? তুমি এইখেনে বোসো —আর সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবেনা ! আমি দেখি—যদি পরেশ ঠাকুর থাকেন,—একটু চন্নামেত্তর নিয়ে এসে তোমাকে দিচ্ছি !

(মুমূর্ষা বৃদ্ধাকে অতি সাবধানে মন্দিরের সিঁড়ির এক পাশে শোয়াইয়া সুনীতি মন্দিরের দরজার সামনে গিয়া ডাকিল।)

সুনী। ঠাকুর মশাই !

পরেশ। (ভিতর হইতে) কে ?

সুনী। আমি সুনীতি !

(পরেশ ঠাকুর মন্দিরের বাহিরে আসিল)

পরেশ। কে—কে তুই? সুনী—তুই—তুই? আরে সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—করেছিস কি? তোর দিদিমা বুড়ীকে এখানে এনেছিস্ যে?

সুনীতি। আজ দিদিমা দেড় মাস পরে পথ্যি কর্ব্বে—

পরেশ। তা এখানে—এই ঠাকুরতলায় কি ওর জন্যে "পোরের" ভাত তৈরী হচ্ছে? বসন্তরুগী এখানে এনে হাজির কল্লি—তোর একটু বিবেচনা শরীরের মধ্যে নেই?

সুনীতি। মায়ের অনুগ্রহ সব শুকিয়ে গেছে—আজ দিদিমা পথ্যি কর্ব্বেন। কিন্তু উনি সর্ব্বমঙ্গলার চরণামৃত না খেয়ে পথ্যি কর্ত্তে চান্ না! আপনাকে অত করে আজ সকালে বল্লুম! আপনি বল্লেন, পাঠিয়ে দেবেন। বেলা বারোটা বাজে, নিতান্ত যখন গেলেন না,—তখন বুড়ী কিছুতেই মানা শুনলেন না, বল্লেন—"চল্—আমাকে ঠাকুরতলায় নিয়ে চল্।"

পরেশ। সর্ব্বনাশ কর্ল্লে—সর্ব্বনাশ কর্ল্লে—এ বেটী গাঁশুদ্ধু মজালে—গাঁশুদ্ধু মজালে।

(নিষ্ফল ক্রোধে পরেশ ঠাকুর হাত পা ছুড়িতে লাগিল,—বারংবার কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। মন্দিরাভ্যন্তর হইতে অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ আসিয়া জুটিল। মুমূর্ষু মাতামহীর পার্শ্বে সুনীতি লজ্জায় দুঃখে ক্রোধে অসহায়ার মত নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বিস্মিত ব্যগ্র হইয়া পরেশ ঠাকুরের দিকে চাহিয়া)

সকলে। কি—হোয়েছে কি।

পরেশ। আর কি হোয়েছে! ঐ বেটী সুনীর আক্কেলখানা দেখ সবাই! বেটী সদ্য বসন্তরুগীকে বিছানা থেকে তুলে এই ঠাকুরতলায় এনেছে!

(সকলে মুমূর্ষু বৃদ্ধার পানে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিল)

স্ত্রীগণ। ওমা—ওমা—কি হবে গো ! হ্যাঁলা সুনী ! কেমন বে-আক্কেলে তুই ? বামুনের ঘরে কড়ে রাঁড়ি হোলে তার অনেক ভিরকুটি হয়।

(সুনীতি বৃদ্ধার পানে তাকাইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল)

পুরুষগণ। দাওনা—দাওনা—এই দু বেটীকে এখান থেকে বের কোরে !

পরেশ। যাও—নিকালো—বেরোও ! সুনী ! শীগ্‌গির তোর দিদিমাকে এখান থেকে সরা—

[সুনীতি মুখ তুলিয়া পরেশ ঠাকুরের মুখের পানে কাতরভাবে তাকাইল ; তারপর অসহায় ভাবে হাতটা জোড় করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে]

সুনীতি। আপনার পায়ে পড়ি ঠাকুর মশাই—এক ফোঁটা চন্নামেত্তর ওর মুখে দিন ! আহা—দেখুন দেখুন—দিদিমা আমার—একটু চন্নামেত্তর খাবার জন্যে এতটা পথ হেঁটে এসে একেবারে সিঁড়িতে নেতিয়ে পড়েছে

(পরেশ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বৃদ্ধার পানে তাকাইয়া সভয়ে)

পরেশ। এঁ্যা—সেকি ? মোলো নাকি ? বসন্ত রুগী ঠাকুরতলায় এসে মরবে ? সর্ব্বনাশ কোরলে ! এখুনি বিষ ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে মায়ের অনুগ্রহ দিয়ে ফেলবে !

সকলে। দাও দাও—মুদ্দোফরাস ডেকে বেটিকে ভাগাড়ে ফেলে দাও !

পরেশ। (বৃদ্ধাকে) ওরে—অ মাগী—অ বুড়ী—

দিদিমা। (ক্ষীণকণ্ঠে মিনতি করিয়া) এঁ্যা—কে—ঠাকুর মশাই ? দাও বাবা—একটু চন্নামেত্তর !

পরেশ। (দাঁত মুখ খিঁচাইয়া) ইঃ—চন্নামেত্তর বড় সস্তা ! দূর হ—

দূর হ! ওরে নেদো! (নেদো আসিল) মুদ্দোফরাস ডেকে দেতো বেটীকে ভাগাড়ে ফেলে।

সুনীতি। না—না—ঠাকুর মশাই! রাগ করবেন না—আমি দিদিমাকে নিয়ে যাচ্ছি। (সুনীতি বৃদ্ধার কাছে বসিয়া ডাকিল) দিদিমা—দিদিমা—একি? দিদিমা—দিদিমা—বাড়ী চলো। এঁ্যা—একি—একি—দিদিমা কি ভির্স্মি গেলো?

সকলে। ভির্স্মি কি? বুড়ী বোধ হয় অক্কা পেয়েছে!

সুনীতি। (দিদিমার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া) দিদিমা—দিদিমা!

(গুণধরের প্রবেশ)

গুণ। কিসের গোলমাল হে পরেশ ঠাকুর? আবার কোনো যাত্রীর ওপোর জুলুম কচ্ছ নাকি?

পরেশ। হঁ্যা—যাত্রীর ওপোর জুলুম কর্ত্তেই তুমি চিরকাল আমায় দেখ্‌ছ! এদিকে কাণ্ডকারখানা কি একবার দেখেছ?

গুণ। একি? সুনী? তুই এখানে? এঁ্যা—সেকি? তোর দিদিমা এখানে পড়ে—

(বিস্মিত গুণধর চারিদিকে তাকাইয়া বৃদ্ধার পাশে বসিল)

সকলে। ছুঁওনা—ছুঁওনা ওকে গুণধর! ওর মার অনুগ্রহ হয়েছে—

গুণ। তোমরা অনুগ্রহ করে চুপ করো দিকি! কি হয়েছে রে সুনী? তোর দিদিমা কি অসুখের ধমকে এখানে এসে পড়েছে? এই তো সকালবেলা দেখে এলুম—ভাল আছে—আজ পথ্যি কর্ব্বে! টাকা দিয়ে এলুম পথ্যি করতে—

স্নীতি। দুঃখের কথা আর বলবো কি তোমায় গুণদা! দিদিমা পথ্যি কর্ব্বার আগে সর্ব্বমঙ্গলার চন্নামেত্তর খেতে চেয়েছিলেন—

গুণ। সে তো পরেশ ঠাকুর দিয়ে এসেছে! আমি তার জন্যে পাঁচসিকে ওকে দিয়ে গিছি তো?

স্নীতি। উনি দিয়ে আসা চুলোয় যাক্—আমি দিদিমাকে এখানে এনেছি বলে—আমার এই মুমূর্ষু দিদিমাকে মুদ্দোফরাস ডেকে ভাগাড়ে ফেলবার ব্যবস্থা কচ্ছেন! ভাগ্যে তুমি এসে পড়েছ!

(স্নীতি উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কোন রকমে রোধ করিল)

গুণ। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ) পরেশ ঠাকুর!

(ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

পরেশ। কি হে বাপু? পরেশ ঠাকুরকে চোখ রাঙ্গাচ্ছ কি?

গুণ। তোর পরেশ ঠাকুরের নিকুচি করেছে! আমার সঙ্গে বদমায়েসী? যাও—এখুনি চন্নামেত্তর এনে নিজের হাতে বুড়ীকে খাইয়ে দাও!

পরেশ। ঐ বসন্ত রুগীকে চন্নামেত্তর খাওয়াব আমি?

স্ত্রী-পুগণ। কক্ষনো ও কাজ করোনা ঠাকুর! বসন্ত বড় ছোঁয়াচে রোগ।

(গুণধর মন্দিরের সিঁড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইল)

গুণ। আচ্ছা—আমি তো বামুনের ছেলে,—আমি নিজের হাতে চন্নামেত্তর এনে খাওয়াচ্ছি!

(পরেশ ঠাকুরের বাধা দেওয়া সত্বেও গুণধর মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িল। পরে চরণামৃত আনিয়া স্নীতির হাতে দিল)।

গুণ। এই নে স্নী! খাওয়া চন্নামেত্তর যত পারিস্!

পরেশ। তুমি মন্দিরে ঢুকলে যে বড়?

গুণ। বেশ করেছি ঢুকেছি! তোর বাবার মন্দির ?

সকলে। এ তোমার কি অন্যায় অত্যাচার !

(সহচরগণের প্রবেশ)

সহচরগণ। তোমাদেরও অত্যাচারটা গাঁয়ে খুব বেশী বেড়েছে !

সকলে। ওরে—গুণ্ডোর দল এয়েছেরে—

[স্ত্রী পুরুষগণের প্রস্থান।

গুণ। ওরে সুনী! তোর দিদিমা বেঁচে আছে রে! এইবার একে বাড়ী নিয়ে যা! দিদিমা—দিদিমা! চন্নামেত্তর খেয়েছ ?

দিদিমা। হ্যাঁ খেয়েছি! কে? দাদা গুণী? তুই এয়েছিস্? তুই যখন এয়েছিস্ তখন চন্নামেত্তর পাব বই কি! তোর জন্যে আমি যে প্রাণ পেয়েছি! তোর সেবায় আমি যমের মুখ থেকে ফিরে এইছি! আমার নোটো গেছে—আমি তার বদলে তোকে পেয়েছি দাদা!

গুণ। কি বল্‌ছ দিদিমা? তোমার সেবা কর্ব্বনা? না করলে যে আমার পাপ হবে! সুনী একা ছেলেমানুষ! ওকি তোমার ঐ বসন্ত রোগে সামলাতে পার্ত্ত? বাপ্‌রে বাপ্! কি মায়ের অনুগ্রহ! এখনও মনে কল্লে শিউরে উঠি! যাও—বাড়ী যাও—পথ্যি করগে দিদিমা!

দিদিমা। যাই দাদা—চল্ সুনী—

সুনীতি। তুমি যে এখনও কাঁপছ দিদিমা—কি করে এতটা পথ হেঁটে যাবে?

গুণ। তার জন্যে ভাবনা কি তোর দিদিমাকে আমি কোলে করে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি—তোর ভয় কি সুনী?

১ম সহ। না না গুণ্‌দা—আমরা সকলে বুড়ীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি,—তোমাকে কষ্ট কর্ত্তে হবেনা।

দিদিমা। না বাবা—আমি বেশ যেতে পার্ব্ব! তুই আয় সুনী—

[সহচরগণের সহিত দিদিমার প্রস্থান।

পরেশ। এ সব কি কাণ্ডকারখানা! যাই দেখি জমিদার বাবুর কাছে—

[পরেশের প্রস্থান।

গুণ। আরে—যা বেটা মড়ীপোড়া! (সুনীতি চলিয়া যাইতেছিল) সুনী! শোন্!

সুনীতি। কি বল!

গুণ। তোর যখন যা দরকার হয়—আমাকে তো তুই বলিস্ না!

সুনীতি। বলিতো! তবে সব কথা বলিনা বটে।

গুণ। কেন? সব কথা বলিস্ না কেন? তোর যখন টাকার দরকার হবে—আমায় বলবি! তোর ওপর যখন কেউ কোনো অত্যাচার কর্ব্বে—আমায় বল্‌বি। তোকে যদি কেউ কোনো অপমান করে আমায় জানাবি, তার আমি মাথা গুঁড়িয়ে দোবো!

সুনীতি। তুমি—তুমি—তুমি এত কর কেন আমার জন্যে?

গুণ। বাঃ—কর্ত্তে হবেনা? আহা! তুই যে বড় দুঃখীরে! কুলীনের মেয়ে, সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের দু'মাস পরে বিধবা হলি! তোর মা নেই—বাপ নেই—ভাই নেই—মাসী নেই—পিসী নেই! থাকবার মধ্যে ঐ এক বুড়ী দিদিমা। তোকে আমি দেখবো না?

সুনীতি। চিরদিন আমায় দেখবে?

গুণ। দেখবো।

সুনীতি। দেখবে ?

গুণ। দেখবো।

সুনীতি। দেখবে ?

গুণ। হ্যাঁরে হ্যাঁ—দেখবো ! হ্যাঁ হ্যাঁ—চালাকী করে তিন সত্যি গালিয়ে নিলি—আর কি তোকে না দেখে থাক্‌তে পার্ব্ব ? এমন মেয়েটী তুই—আমার স্বজাতি,—আমরা এক গাঁয়ে থাকি ! তার ওপোর—তুই বড্ড গরীব ! তোকে আমি না দেখলে চলবে কেন ?

সুনীতি। আমিও—আমিও তোমায় না দেখে থাক্‌তে পার্ব্বনা। আমি—আমি তোমার জন্যেই পৃথিবীতে বেঁচে আছি।

গুণ। (হাসিয়া) পাগলি ! মানুষ বুঝি কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে ? বাঁচিয়ে রাখেন—প্রাণ দিয়েছেন যিনি ! তুই অতি মুখ্যু ! চল্ চল্ দিদি—চল্ !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ।

গ্রাম্যনারীগণের গীত।

গাঁয়ের ছেলে সবাই মিলে যদি গাঁয়ের পানে চায়।
তবেই "দেশের দশের" ভালো,—নইলে কিছু নেই উপায় ॥
ঐ পল্লীলক্ষ্মী সকাতরে,—ডাকছে তোদের ফিরতে ঘরে,—
সহরে সুখ কি আছে ভাই—অভাব যেথায় চারধারে ;
(এখন) শ্যাল্ কুকুরের লীলাভূমি,—পৈতৃক ভিটেগুলি হায় ॥

সুজলা সুফলা এমন সোনার পল্লীগ্রাম,
একটু তোদের শ্রম-উদ্যমে হয় যে স্বর্গধাম ;—
এসে,—কর হেথায় অন্ন-সংস্থান,—
কর,—গোলাভরা ধান,—(চরকায়) দাও সুতো জোগান্ ;—
যদি,—চাষীদের মুখ চাস্‌রে তোরা—
তবে,—দেশের দুঃখ রয় কোথায় ?

[গ্রাম্য নারীগণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নারাণপুর—সর্ব্বমঙ্গলা-তলা।

[কাল সায়াহ্ন ; গাছপালার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছিল সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। মন্দিরের চূড়ায় গাছপালার মাথায় বেলাশেষের নিস্প্রভ আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

গাঁয়ের ছেলেরা দল বাঁধিয়া পুকুরে কচুরি পানা সাফ্ করিতেছিল। কেহ বা ঝুড়ি করিয়া জঞ্জাল—কেহ বা ঝুড়ি করিয়া মাটী লইয়া মন্দিরের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বারোয়ারীর পাণ্ডা ছোকরারা—গাছের ডাল, নারিকেল পাতা প্রভৃতি দিয়া বারোয়ারীতলা সাজাইতেছে। ছোট ছেলেরা লাল নীল হলদে কাগজ দিয়া নিশান তৈয়ারী করিতেছে। আবার কেহ বা পট, ছবি ইত্যাদি খাটাইতেছে।

অদূরে দোকানে বসিয়া দোকানী নিঃশব্দে ইহাদের কাজ দেখিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে দোকানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া ধুনা দিয়াছে। বাতাসে সন্ধ্যাদীপ শিখাটী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে]

(বৃদ্ধগণের প্রবেশ)

১ম বৃদ্ধ। গেল—গেল—গাঁয়ের সব গেল। ধর্ম্ম গেল—কর্ম্ম গেল—হিঁদুয়ানী গেল—এইবার আমরা কজন গাঁয়ের মাতব্বর গেলেই হয়—

২য় বৃদ্ধ। এঁ্যা—এযে আমার বিশ্বাসই হয়না। সর্ব্বমঙ্গলার বাৎসরিক বারোয়ারী বন্ধ? খ্যাম্‌টা নাচ,—যাত্রা পাঁচদিন ধরে,—তরজা, পাঁচালী, পুতুলনাচ সব বন্ধ? তার বদলে কি হবে তবে?

(৩য় একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল)

৩য় বৃদ্ধ। তার বদলে হবে কিনা—কে কত সের সুতো কেটেছে, কে ক'খানা কাপড় বুনেছে,—কোন্ ডোমে কত চুবড়ী তৈরী করেছে,—কে কেমন মাটীর খেলনা তৈরী করেছে,—সেই সব এনে জড় করে গাঁয়ের লোকদের দেখানো হবে। ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—

১ম বৃদ্ধ। নাও—ছেড়ে খাও রাজীবলোচন। (একটা নল বাহির করিয়া তামাক কাড়িয়া খাইতে লাগিল) আরে বুঝতে পাচ্ছনা? কল্‌কেতার দেখাদেখি এংরাজী পড়া ছোঁড়ারা গাঁয়ের ভেতোর এক্‌জিবিসন্ কর্ত্তে চায়? হাসবো কত? কলকেতার এক্‌জিবিসন,—সে সব হল বিরোদ ব্যাপার! দশলাখ, বিশলাখ টাকা তার খরচ। পৃথিবীর তাবৎ জায়গা থেকে নানা রকমের জিনিস এনে জড়ো করে। সেই এক্‌জিবিসনের নকল হবে কিনা—দুটো দশটা ডোমের চুবড়ী নিয়ে—আর এলোকেশীর হাতের দুখানা আল্‌পোনা দেওয়া পিঁড়ি দেখিয়ে! হেঁসে বাঁচিনে—হেঁসে বাঁচিনে!

২য় বৃদ্ধ। আবার বলেছে কি শুনেছ? ছেলেবুড়ো সবাইকে লাঠি খেলতে হবে—তরোয়াল খেলার কসরৎ দেখাতে হবে! এ পূরোদস্তুর ডাকাতি কাণ্ডকারখানা।

১ম বৃদ্ধ। যা ভেবেছি তাই! ঐ দেখ—ঐ দেখ—দেখ—দেখ—ছেলেটার রকম। আমার ঐ গুণ্ডটা বেন্দার কাণ্ডটা দেখ! বেলা পাঁচটার

প্রথমঅঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

নারাণপুরবাসী "বৃদ্ধ"—(শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়)

"—দেশোদ্ধার তো ছাই। কেবল পরের পুকুরের পাঁকোদ্ধার কচ্ছে—"

[৩৭ পৃষ্ঠা

সময় জলে নেবে—ঐ পানা নিয়ে খেলা কচ্ছে। আরে ও বেন্‌দা—ও হারামজাদা !

(পুষ্করিণী হইতে বেন্‌দা কথা কহিল)

বেন্‌দা। কি ?

১ম বৃদ্ধ। উঠে আয় গোরবেটা ! বিকেল বেলা ঐ পচাপুকুরে নেবে কি তোমার গুষ্ঠীর শ্রাদ্ধ ক'চ্ছ ?

বেন্‌দা। কচুরী পানা সাফ্‌ কচ্ছি !

২য় বৃদ্ধ। পরের পুকুরে তুমি পানা সাফ্‌ কচ্ছ কেন ?

৩য় বৃদ্ধ। আরে চক্কোর্ত্তি—তা বুঝি জাননা ? বিশ্বম্ভর মুখুয্যের ব্যাটা,—ঐ বাঁড়ুয্যেদের গুণ্ডোটা—আর সব হতচ্ছাড়ারা মিলে দেশোদ্ধার কচ্ছে।

২য় বৃদ্ধ। দেশোদ্ধার কচ্ছে না আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার কচ্ছে !

১ম বৃদ্ধ। দেশোদ্ধার তো ছাই। কেবল পরের পুকুরে পাঁকোদ্ধার কচ্ছে ! মর্ব্বে—মর্ব্বে ব্যাটারা—ম্যালেরিয়াতে ভুগে মর্ব্বে ! উঠে আয় বেন্‌দা —উঠে বাড়ী যা—

বেন্‌দা। যাব এখন—আর একটু বাকী আছে। (পুনরায় পুষ্করিণীতে পড়িল)

১ম বৃদ্ধ। মেরে ফেলবো—মেরে ফেলবো বেটা বেন্‌দা—

(১ম বৃদ্ধ পুষ্করিণীর দিকে সরোষে অগ্রসর হইতেছিল।
অন্য দুইজন বৃদ্ধ তাহাকে বাধা দিল)

২য়-বৃদ্ধ। থাক্—ও এখন গোঁ ধরেছে—কিছুতেই শুন্‌বে না ! তোমার তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর ছেলে—ও তো তোমার কথা শুনবেই না !

গুণ। আরে ও ভণ্ডুলে—তুই ও কোদাল নিয়ে কাজ কর্ব্বি কি করে?

২য় বৃদ্ধ। ঐ না—ঐ না—নেলো—ভুলো—ঐ না আমার নাতি দু'শালা? ওরে নেলো—ওরে ভুলো—

বালকদ্বয়। ওরে—দাদামশাই! পালাই চল্!

[বালকগণের প্রস্থান।

গুণ। ওরা এক্ষুণি আস্ছে কাকা—

২য় বৃ। তুইতো আচ্ছা মজা পেয়েছিস্ রে গুণো? ছেলেদের নিয়ে এ সব হচ্ছে কি?

গুণ। হবে আবার কি? দেখতে পাচ্ছনা? একশো বছরের বুড়ো তোমরা,—গাঁময় সব জঞ্জাল জড়ো করে রেখেছ;—তাইতেই তো গাঁয়ে এত ম্যালোরা, কলেরা, বসন্ত! যাওনা—তোমরাও সব সাফ্-সুত্রো করনা!

১ম বৃ। কি বেটা গুণ্‌ণা! আমাদের ছেলেদের দিয়ে উঞ্ছবৃত্তি করিয়ে আশ মিটলো না—আবার তাদের বাপ ঠাকুদ্দাদের,—এই সব গাঁয়ের মুরুব্বিদের দিয়ে ধাঙ্গড়ের কাজ করাতে চাও? চল্লুম একবার জমিদার মশায়ের কাছে—

গুণ। আরে রেখে দাও তোমার জমিদার। কানাই ম্যাষ্টার বলেছে, ভদ্রলোকেরা যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগে—তাহলে ছোটলোকেরা তাই দেখে দুশোগুণ কাজে জোর লাগাবে। ঐ জমিদারটাকে দিয়ে দেখবে এখন—ডোমপাড়ার ডোবাটার মাটী কাটাবো!

[গুণধরের প্রস্থান।

১ম বৃ। কি অপমান? ছোঁড়াদের কি মরণবাড় বেড়েছে? মরবে

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

পল্লীসংস্কারে "গুণধর"—(শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী)

"—ভদ্রলোকেরা যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগে—"

[৪০ পৃষ্ঠা

বেটারা ওলাউঠা হয়ে! গাঁয়ে ওলাউঠা হয়ে এত লোক মর্চ্ছে—আর ষণ্ডা গুণ্ডোদের মরণ হয়না গা?

৩য় বৃ। খুড়ো! ওরা যে যমের অরুচি—তাই যম ওদের দিকে ফিরেও চায়না!

১ম বৃ। উচ্ছন্ন যাক্ সব—উচ্ছন্ন যাক্! দাও হে কলকেটা এদিকে।

(তামাক খাইতে লাগিল)

(এক হাতে কতকগুলি থালা, বাসন, বাল্তি ও কক্ষে পিতলের কলসী লইয়া সুনীতির প্রবেশ।)

সুনী। দুপুর বেলা জল অভাবে বাসনগুলো মাজা হয়নি। ষষ্ঠীতলার পুকুরেও আজ নাবা হবেনা। ওতেও সবাই কাজ কচ্ছে! আহা! দুদিনে গাঁয়ে যেন লক্ষ্মীশ্রী হয়েছে! ভদ্রলোকের ছেলেরা যে সব কাণ্ডকারখানা কচ্ছে—এমনটা কখ্খনো দেখিনি—শুনিনি—

১ম বৃ। কি গো নাৎনী! আজ কি তোর কেশব মামার বাড়ীতে এখন খাওয়া-দাওয়া হল নাকি?

সুনী। না দাদামশাই! এই মুখুয্যেদের পুকুরে আমরা বাসন মাজি, জল নিই—

২য় বৃ। আজ ত দেখছ—সে পথ বন্ধ! এখন যাও—কুলের কুলবধূরা, ভদ্রলোকের মেয়েরা তিন ক্রোশ পথ হেঁটে জল আনোগে যাও! যত সব হতচ্ছাড়া কাণ্ডকারখানা বইতো নয়!

সুনীতি। কাণ্ডকারখানাটা কি মন্দ হ'চ্ছে রাজু মামা? আহা—দেখুন দিকি—গাঁয়ের উন্নতি কর্ব্বার জন্যে কেমন সব ভদ্রলোকের ছেলেরা

মিলে কাজকর্ম্ম কর্চ্ছে। আমারও ইচ্ছে হয়—আমরা সব ভদ্রলোকের মেয়েরা এই রকম গাঁয়ের ভালোর জন্যে পরিশ্রম করি—

১ম বৃ। হ্যাঁ—তা—তা—তোমার কথা স্বতন্ত্র! তোমার ইচ্ছেটা একটু বেশী রকম হবে বইকি? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

সুনী। কি বলছেন দাদামশাই?

২য় বৃ। বলছেন ভাল! যাক্—যাক্—তা হ্যাঁরে সুনী! ঐ গুণো—ঐ হোঁৎকাটা,—ওর সঙ্গে তোর কি এত কাজ রে?

সুনী। কাজ আবার কি?

(লজ্জায় মাথা নত করিল)

১ম বৃ। কেশব বাবাজী খেতে দিচ্ছে একবেলা, মেয়ের মত যত্ন আয়িত্তি কচ্ছে,—এরকম ঢলাঢলিটা শুনলে—সে তো মহা খাপ্পা হয়ে উঠ্বে! হয়তো তোকে আর রাঁধতেই দেবেনা!

সুনী। তা হ'লেতো আমি বাঁচি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার নামে এ রকম অপবাদ দিয়ে আপনাদের লাভ কি? আমি আপনাদের কাছে কি অপরাধ করিছি ?

(সুনীতি তাহাদের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল)

(কেশব চাটুয্যের প্রবেশ)

কেশব। তাইতো বলি,—আঁটকুড়ীর বেটী এখনও ফেরেনা কেন? এখানে দাঁড়িয়ে দিব্যি খোসগল্প করা হচ্ছে। গুণো বেটা এই আশে পাশে কোথাও ঘুরছে ফিরছে বোধ হয়?

সুনী। এই যে মামা—আমি রায়দিঘীতে জল আনতে যাচ্ছি! বাসনগুলো মাজা হয়নি—এ পুকুরে তো আজ হবার যো নেই—

কেশব। দুপুর বেলার এঁটো বাসন এখনও মাজা হয়নি কেন রে বেটী? বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস্ তো দেড় ঘণ্টা আগে!

সুনী। এঁদের সঙ্গে কথা কইছিলুম! এই এখুনি যাচ্ছি—

কেশব। যাবি আর আস্‌বি! এখুনি বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে রান্না চড়াতে হবে তা জানিস্?

[সুনীতি বাসন, বাল্‌তি ও কলসী লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

১ম বৃ। বলি কেশব বাবাজি—ভাগ্নীটিকে তোমার নিজের বাড়ীতে রেখে দাওনা?

কেশব। হ্যাঁ খুড়ো—রাখলে বাড়ীর কাজকর্ম্মের সুবিধে হয় বটে! তবে কিনা—গিন্নী—এই তোমাদের বৌমার মহা আপত্তি! সে সব হবার যো নেই খুড়ো! আর তা ছাড়া—দুবেলা অন্ন জোগান এ বাজারে বড় চাট্টিখানি কথা নয়! যাক্—ও কথা ছাড়ান্ দাও।

২য় বৃ। ওকে মাইনেপত্তর কিছু দিতে হয় নাকি?

কেশব। একবেলা দেড়েমুসে খেয়ে যাচ্ছে—আবার তার ওপোর মাইনে? নগদ পয়সা? বড় সস্তা দেখেছ আমার পয়সা—না?

১ম বৃ। যাক্ যাক্—আমাদের ওসব কথায় দরকার কি? তবে কথা হচ্ছে কি, ওর হাতের রান্না খাওয়া বোধ হয় তোমাদের উচিত নয়!

কেশব। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ রকম একটা গুজব শুন্‌ছি বটে! তা—তা—এটা কি সত্যি নাকি?

২য় বৃ। সবাই জানে, কেবল তোমার কাণে পৌছয়নি—এইটী আশ্চর্য্য!

কেশব। আচ্ছা—দেখিনা! দু'একদিন নিজে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখি শুনি! তেমন তেমন বুঝ্‌লে—বেটীকে ঝ্যাঁটা মার্ত্তে মার্ত্তে গাঁ থেকে বিদেয় কর্ব্ব।

[অতিকষ্টে একহাতে বাসনগুলি, অন্যহাতে জলপূর্ণ বাল্‌তি এবং কক্ষে কলসী লইয়া সুনীতির প্রবেশ। দাঁতমুখ খিঁচাইয়া কেশব তাহার নিকট অগ্রসর হইল।]

কেশব। যাওনা,—একটু চরণ চালিয়ে যাওনা। সব মাটী মাড়িয়ে গজেন্দ্রগমনে চল্‌ছো যে?

সুনী। এতগুলো বাসন, এতবড় একটা বাল্‌তি, একঘড়া জল নিয়ে কি দৌড়োনো যায় মামা? উঃ—ঘড়াটা একটু রাখি—

[জলপূর্ণ বাল্‌তি ও কলসী এবং বাসনগুলি মাটিতে নামাইয়া হাঁপাইতে লাগিল।]

কেশব। কল্লি কি? কল্লি কিরে সর্ব্বনাশী? এই মাজা ঘড়া—এই মাজা কলসী বাসনকোসন, এক বাল্‌তি জল—সব রাস্তায় রাখলি?

সুনী। ভুল করেছিলুম মামা! বাসনগুলো মেজে বাড়ীতে রেখে এসে তবে জল নিয়ে গেলে হ'ত!

কেশব। নিয়ে গেলে হ'ত? তাই কল্লে না কেন? আবার ছুতো করে রান্নাবান্না কামাই করে রাস্তায় বেরিয়ে একবার পাক্ মেরে যাবার মতলব? হারামজাদী!

সুনী। শুধু শুধু গাল দিচ্ছ কেন মামা? মামী বল্লেন—দুবার ক'রে যেতে হবেনা,—একেবারেই সেরে এসে উনুন ধরাতে!

কেশব। মামী যে তোমায় চেনে গো রাক্ষুসী। যা! বাসন মেজে আগে বাড়ীতে রেখে আয়,—তারপর আবার বাল্‌তি কলসী মেজে জল নিয়ে যাবি!

(সুনীতির বাসন, বাল্‌তি ও কলসী লইবার উদ্যোগ)

(গুণধরের প্রবেশ)

গুণ। একি? সুনী? এত বেলায় ওসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?

কেশব। কোথায় যাচ্ছে জাননা ?

গুণ। কি করে জানবো ? তাইতো জিগ্যেস্ কচ্ছি।

সুনী। রায়দিঘীতে আবার যাচ্ছি বাসনগুলো মাজ্‌তে।

গুণ। কার বাসন ?

কেশব। বাসন আবার কার ? ন্যাকা হলি যে রে গুণো ? কার বাসন মাজে, কার চাকরী করে ও জানিস্‌না ? এতকাল—জন্মে অবধি গাঁয়ে বাস কচ্ছিস্ ?

গুণ। সুনী ! তুই কি কেশব খুড়োর বাড়ীর চাকরাণী ? তুই বাসন মাজিস্—জল তুলিস্ ?

সুনী। আবার রাঁধি। সব কাজ করি—তবে তো উনি খেতে দেন,—তাও একবেলা।

কেশব। নইলে—মিনি মাগ্‌না খেতে চাস্ নাকি ? ভারি আমার সাত পুরুষের কুটুম ! যা—যা—কাজ কর্‌গে যা।

গুণ। সুনী ! ফেলে দে ওর বাসন কলসী দূর করে ঐ নর্দ্দমায় !

কেশব। বটে ! বড় যে আস্পর্দ্ধা তোর ?

গুণ। আস্পর্দ্ধা আমার না তোমার ? তুমি ভাগ্নী বলে লোকের কাছে পরিচয় দাও,—তাকে দিয়ে ঝিএর কাজ করিয়ে নাও ? তুমি কি মানুষ ?

কেশব। মুখ সাম্‌লে কথা কোস্ গুণো ! তোর ও গুণ্ডোমী আমার কাছে খাট্‌বে না।

গুণ। খাটে কি না খাটে দেখাচ্ছি। সুনী ! খবরদার বল্‌ছি ওদের বাড়ীতে আর ঢুকিস্ নি !

সুনীতি। না না গুণ্‌দা—তুমি এদিকে নজর দিওনা। হাজার হোক্

সম্পর্কে মামাতো বটে ! এতদিন ধরে এক বেলা খেতে দিচ্ছেন,—ওঁর সংসারে দুটো কাজ না হয় কল্লুম !

কেশব উঃ—মায়ের চেয়ে দরদী তারে বলে ডান। যা সুনী—বাসন মেজে, জল তুলে, রান্নাবান্নার উদ্যোগ কর্‌গে যা !

গুণ। খবরদার বলছি সুনী—এ ঝিএর কাজ যদি তুই কর্ব্বি তো দেখতে পাবি মজা ! দে আমাকে বাসনগুলো—দে কলসীটা বাল্‌তিটা,—আমি মেজে ধুয়ে ওর বাড়ীতে দিয়ে আস্‌ছি।

কেশব। তাহলে—রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি ভাতও জুগিও তুমি !

গুণ। তা তো জোগাবই কাকা ! তোমার মতন লোকের ভাত—সেতো নরককুণ্ড। যা সুনী—যা—বাড়ী যা। আর তোর দাসীবৃত্তি করবার দরকার নেই। যে মেহন্নৎ এক মুঠো ভাতের পিত্যেশে অনর্থক এই পাপিষ্ঠিটার জন্যে করিস্‌,—সেই মেহন্নৎ আজ থেকে আমাদের সঙ্গে গাঁয়ের জন্যে করিস্‌,—ভগবান তোর ননীছানার বন্দোবস্ত করে দেবেন। চল্‌ আমার সঙ্গে।

সুনীতি। গুণ্‌দা—

গুণ। বেশী কথা কসনি—নইলে আমি মেয়েমানুষ বলে মানবো না—মার্ব্বো এই কলসী—তোর মাথায় ! চলে আয়।

[সুনীতি ও গুণধরের প্রস্থান।

১ম। বৃদ্ধ। কেমন বাবাজী ! ব্যাপার বুঝছো ?

কেশব। এঁ্যা—এযে তাজ্জব ব্যাপার ! এ রকম ব্যভিচার—ভদ্রলোকের গাঁয়ে ? না—এতো ভাল কথা নয়। ও সুনীতিকে বাগিয়ে নেবে

আমার চোখের সামনে? আমি কিন্তু ছাড়বো না—কিছুতেই ছাড়বো না।

[কেশবের প্রস্থান]

(পরেশ ঠাকুর ও কানাইলালের প্রবেশ)

কানাই। আচ্ছা ঠাকুর—অত চট্‌ছো কেন? আগে কথাটা বোঝো—

পরেশ। বুঝবো কি? আমার ডোবা বোঁজাবার তোমরা কে? ঐতে আবার বাসন মাজা হয়,—লোকজনের মুখ হাত পা ধোয়া হয়, হঠাৎ রাতবিরেতে কলসীর জল ফুরুলে বোশেখ জোষ্ঠি মাসে তেষ্টায় যখন প্রাণটা টা টা করে, তখন ঐ ডোবার জল ওপোর ওপোর থেকে তুলে নিয়ে এসে পেট পুরে খেয়ে জীবন রক্ষা করি,—তা জান বাপু?

কানাই। বলেন কি? ঐ জল খেতেন?

পরেশ। খাবো না তো কি—তেষ্টার ধমকে রাত দুটোর সময় তোমার পুকুরে মাগছেলেদের নিয়ে ছুটবো নাকি?

কানাই। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই ছুটবেন। ঐ এতটুকু পচা দুর্গন্ধময় ডোবা! চারিধারে আঁস্তাকুড়, এক হাঁটুও জল নয়। ঐ জলে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, মাছ ধোয়া, ছেলেদের শোবার কাঁতা থেকে মায় ওলাউঠো, বসন্ত রুগীর কাপড়, বিছানার চাদর পর্য্যন্ত সাফ করা,—আবার দরকার পড়লে সেই জল খাওয়া হয়? বলেন কি?

পরেশ। তা তোমার মতন তো আমরা বড়লোক নই। আমরা গরীব, গরীবের মতই আমাদের থাকতে হয়। তুমি মাঝখান থেকে মুড়ুলি করে, আমার বাড়ীর চারধারের আঁস্তাকুড়ই বা সাফ কর্ত্তে গেলে কেন? আর আমার ঐ ডোবাটুকুই বা বুঁজুতে গেলে কেন?

কানাই। আপনার ভালোর জন্যে, গ্রামের ভালোর জন্যে করিছি। আপনার বাড়ীর সামনেই আমার অত বড় পুকুর রয়েছে! আমি অনেক টাকা খরচ করে আপনাদের জল খাবার জন্যে সেই পুকুর পরিষ্কার করাচ্ছি। দেখলেন না,—শুধু জনমজুর নয়,—গ্রামের ভদ্র-লোকের ছেলেরা পর্য্যন্ত পুকুরে নেবে কচুরীপানা তুলছে—ঘাট পরিষ্কার কচ্ছে, পুকুরপাড়ের জঙ্গল সাফ কচ্ছে—

১ম বৃ। তা এইটে কি কালের ধর্ম্ম বাবা কানাইলাল? নিজের পুকুরটা মিনি পয়সায় সাফ্ করাবার জন্যেই এই সব ভদ্রলোকের ছেলেদের দিয়ে—জনমজুরের কাজ করাচ্ছ।

কানাই। ভুল বলছেন জ্যাঠামশাই! আপনার খিড়কীর পুকুর, আপনার বাড়ীর আঁস্তাকুড়—আপনার বাড়ীর পাশের নালা নর্দ্দমার পাঁক,—সে তো আমি নিজেই সাফ্ করেছি,—তাতো দেখেছেন?

পরেশ। তা করেছ করেছ। কিন্তু আমার ডোবা যে বোঁজালে তার খেসারৎ দেবে কে? আর আমার জল সরবার উপায় কি?

কানাই। খেসারৎ যদি চান—অবশ্য আমি দিতে বাধ্য।

১ম বৃ। শুধু খেসরাৎ কি? তোমাকে টিরেস্পাশের চার্জ্জে ফেলা যায় তা জান?

কানাই। আজকালের বাজারে মনে কল্লেই নির্দ্দোষী ভদ্রলোকের ছেলেদের অনেক কিছু চার্জ্জে ফেলা যায়,—শুধু Trespass চার্জ্জে কি জ্যাঠামশাই? তা যাক্ পরেশ ঠাকুর! ডোবার অভাবে যদি আপনার নিতান্তই কষ্ট হয়,—তাহলে দিনকতক অপেক্ষা করুন, আমরা আপনার বাড়ীর সামনে আর একটা টিউব্ওয়েল বসাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

পরেশ। ও সব চালাকীর কথা আমি শুনতে চাইনা,—আমার ডোবা চাই—

২য় বৃ। হ্যা—মুরোদ কত!

৩য় বৃ। দুদিন চাকরী করে—হাতুড়ী পিটে—এন্‌জেনারী করে কত টাকা করেছ হে বাপু?

১ম বৃ। চাকরীটিও তো গেছে শুনছি!

কানাই। দেখুন—আপনারা আমার পিতৃতুল্য—কেউ কেউ আমার স্বর্গীয় পিতারও বয়োজ্যেষ্ঠ। আপনারা যদি দলবদ্ধ হয়ে আমাদের সদুদ্দেশ্য বুঝেও আমার সঙ্গে এই রকম বিবাদ কর্ত্তে বদ্ধপরিকর হন,—তাহলে আমি নাচার। আমি গ্রামের উন্নতির জন্য যা কচ্ছি তা কর্ব্বই; আপনারা যা কর্ত্তে পারেন কর্ব্বেন।

পরেশ। তাহলে গরীব ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই রকম করে লাগাটা কি তোমার ধর্ম্ম হচ্ছে?

কানাই। অধর্ম্ম কিছুই হচ্ছেনা। যত দিন না আপনার বাড়ীর কাছে কিম্বা আশে পাশে একটা ডোবা কাটিয়ে দিতে পারি, ততদিন আমার চাকর বাকরে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা দু'চার ঘড়া জল আপনার জন্যে তুলে দিয়ে আসবে।

পরেশ। অত ঘড়া আমি পাব কোথায়?

কানাই। চুলো থেকে পাবেন। যান্—আপনি যা পারেন করুন গে। আমি কিছু জানিনে। আমি দেখিগে—ছোকরারা সব গেল কোথায়!

[কানাইলালের প্রস্থান

পরেশ। চল্লুম আমি জমিদার রায় বাহাদুরের কাছে—

[পরেশ ঠাকুরের প্রস্থান।

১ম বৃ। হ্যাঁ—চল পরেশ ঠাকুর—আমরাও যাই। এসো চক্কোত্তি—এস রাজীবলোচন !

*শ্যা-কানী। গাঁয়ে তো দেখছি অরাজকতা ! কতকগুলো ছোঁড়ার এত প্রতিপত্তি ? এতো ভাল কথা নয় !

৩য়-বৃ। নয়ই তো ! নিজেরা বয়ে গেছে—আমাদের ছেলেপুলেদের বইয়ে দিচ্ছে ! সবাইকে জনমজুর করে তুলেছে। কুস্তী লাঠিখেলা শিখিয়ে ডাকাতের দল তৈরী কচ্ছে ! চল, এখুনি এর একটা বিহিত করা দরকার হয়ে পড়েছে !

(গোপালের পিসি ও হেরো কৈবর্তের প্রবেশ)

গো-পি। হ্যাঁরে হেরো—অনামুখো ! তুই এমন ষণ্ডা ! দুবেলা এক কাঁড়ী করে ভাত আর কড়ায়ের ডালের ছ্যাদ্দ করিস আমার বাড়ীতে, তোর এমন বুনো ষাঁড়ের মত চেহারা ! তোর সামনে আমার অতগুলো কাপড় বিছানা কাঁথা সব পুড়িয়ে দিলে ?

হেরো। আরে—আমার অপরাধটা কি তা বল ! আমি রায়দিঘীতে লিঃঝক্কাটে ওগুলো কাচবার জন্যে সব লিয়ে গেছনু,—ঐ গুণ্ডোবাবু আর তার কুস্তীর লেঠেল বাবুরো হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লো ! বল্লে "বেটা—ঐ দিঘীর জলে সবাই ছ্যান্ করে—ঐ জল সব খায়,—বেটা এখানে ওলাউটোর বিছেনা কাপড় কাচতে এয়েছিস্ ?" এই বলে দিশ্‌লাই না জ্বেলে—সব কাপড় বিছেনা দাউ দাউ করে জ্বাইলে দিলেক !

১ম বৃ। কি—কি হয়েছে পিসি ? কাপড় বিছানা তোমার পোড়ালে কে ?

গো-পি। কে আবার? ঐ বিশ্বম্ভরের ছেলের দল, ঐ বড় বাড়ীর গুণ্ডো,—এরা সবাই মিলে আমার অতগুলো ভাল কাপড়—অমন সুন্দর সুন্দর কাঁথা,—বৌমা চার পাঁচ বছর আগে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় জড়ো করে তৈরী করেছিল —

২য় বৃ। সে গুলো পোড়ালে কেন?

(গুণধর ও সহচরগণের প্রবেশ)

গুণ। পোড়ালে কেন? ন্যাকা হচ্ছেন কেন আপনারা? পোড়াবো না? গোপলার ছেলেটা ওলাউঠো হয়ে মারা গেছে! কানাই ম্যাষ্টার বল্লে—ওলাউঠোর নোংরা বিছানা কাপড় সব পুড়িয়ে ফেলতে হয়! নইলে, গাঁয়ে আরও পাঁচজনের হবে যে!

গো-পি। হবে না? ওলাউঠো হবে না তোদের? তোদের বাড়ীতে ওলাউঠোয় রুগী মর্ব্বে না কেউ?

গুণ। মরে—তখন মড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বিছানাপত্তর কাপড়চোপড় পুড়িয়ে ফেলবো!

১ম-বৃ। দেখেছো—অত্যাচার সবদিকে কি রকম বাড়ছে?

২য়-বৃ। তা বাবা গুণধর! ও গরীব,—ওর ও সব জিনিষ পুড়িয়ে দিলে কেন? সেগুলো তো ভাল করে কাচিয়ে তুলে রাখলে চলতো! গরীব গেরোস্তো ঘর—

গুণ। বাঃ—তা কি হয়? ও গুলো এই বেটা হেরো রায়দিঘীতে কাচতে যাচ্ছিল! সেই জল গাঁয়ের লোক খায়—কত লোক সেই দিঘিতে চান করে—

২য়-বৃ। কল্লেই বা! এতো আবহমানকাল ধরে এই রকম হয়ে আসছে—

(কানাইলালের পুনঃপ্রবেশ)

কানাই। আবহমানকাল ধরে যে সব দোষগুলো হয়ে আস্ছে জ্যাঠামশাই, সেটা আর আমরা এ গাঁয়ে কিম্বা আশপাশের কোন গাঁয়ে হতে দোবোনা!

গো-পি। তোদের বড় দর্প হয়েছে রে কেনো—বড় দর্প হয়েছে! গোপালের আমার ১০টা ছেলেমেয়ের পর ঐ ছেলেটা হয়েছিল! সেই ছেলে,—এই এত বড় ছেলে,—তিন বছর এখনও পেরোয় নি,—সে আমার সংসার শূন্য করে গেছে! ঐ নাতিটার জন্যে শোকে তাপে মরে যাচ্ছি, এই মড়ার ওপোর তোরা খাঁড়ার ঘা দিলি? (বুক চাপড়াইয়া) তোদের বিচার ভগবান কর্ব্বেন! এই ওলাউঠো তোদের ঘরে ঘরে হবে,—দেখ্‌বি—দেখ্‌বি—দেখ্‌বি!

কানাই। হতে পারে ঠান্‌দি—আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু নিশ্চয়ই হতো,—যদি ঐ সব নোংরা কাপড় বিছানা রায়দিঘীতে কাচা হোতো! ঠান্‌দি! গোপালকাকার একরত্তি একটা ছেলে মরেছে,—অবশ্য খুব দুঃখের বিষয় বটে! কিন্তু এই গুণদা,—এই আমি,—এই গাঁয়ের ছেলেরা ঐটুকু ছেলের রোগের কি রকম সেবা করেছি,—সেটা ভেবে একবার গালমন্দ করো! শুধু গতর দিয়ে নয়,—টাকা খরচ করে যেভাবে তোমার নাতির চিকিৎসা করানো হয়েছে,—অনেক বড়লোকের তা হয়না!

গো-পি। আমার সোণার নাতিও গেল,—আমার অমন বিছানা কাপড় পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিলে! ভারি আমার উপকার কল্লে সব—

গুণ। কানাই ম্যাষ্টার—ঠান্‌দির কান্না কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না! ও নাতি মরে গেছে বলে তো একদমই কাঁদছে না! ও কাঁদছে, ঐ

ছেঁড়া কতকগুলো কাপড় আর ক্যাঁতার জন্যে! আচ্ছা ঠান্‌দি—চুপ্ করো,—আমি তোমায় এর জন্যে পঞ্চাশ টাকা গুণোগার্ দোবো,—আর কেঁদোনা বাছা—

গো-পি। এ্যাঁ—ঐ অতগুলো কাপড় বিছানা,—মোটে পঞ্চাশ টাকা?

গুণ। তা কত চাই বলনা—

কানাই। গুণদা! এত—

গুণ। আঃ—চুপ কর না কানাই ম্যাষ্টার! একে ওর বাড়ীতে একজন মরেছে,—তার ওপোর ও আমাদের ঠান্‌দি—আপনার লোক,—ও বুক চাপড়ে কাঁদছে,—ও বাবা—এ আমি সইতে পার্ব্বনা! কত টাকা চাই ঠান্‌দি?

গো-পি। হেঁ—হেঁ—তা—৮।৯ গণ্ডা টাকার কম ত নয়। বরং দেড় কুড়ী টাকা হিসেব করে হলেও দাঁড়াতে পারে!

সহচরগণ। আরে দূর হেব্‌লো মাগী—

কানাই। ঠান্‌দি! পঞ্চাশ টাকা ৮।৯ গণ্ডা টাকার চেয়ে ঢের বেশী টাকা! ডকুড়ি দশ টাকা—

গুণ। চল ঠান্‌দি—বাড়ীতে চল—টাকা দিচ্ছি!

গো-পি। তাই নাকি—তাই নাকি? দে বাবা দে! চল্ হেরো! তা হ্যাঁ বাবা! আর কিছু বিছানা কাপড় পোড়াতে যদি হয়—

সহচরগণ। যাও যাও—আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে—যাও—আর বেশী কথা কোয়োনা—বাড়ী যাও ঠান্‌দি!

গো-পি। হ্যাঁ—এই যাই! ডকুড়ি দশ টাকা! ছেলেরা সব বড় ভাল! —আয় রে হেরো—

[গোপালের পিসি ও হেরোর প্রস্থান।

কানাই। গুণদা! হাতটা অত দরাজ করোনা ভাই! টাকার অনেক দরকার হবে!

গুণ। কি করি বল দিকি ম্যাষ্টার কানাইলাল? লোকের কান্না দেখলে,—লোকে বড় মুখ করে কিছু চাইলে,—দোবোনা দোবোনা মনে করেও হঠাৎ কেমন হাত থেকে টাকাগুলো পিছলে বেরিয়ে পড়ে! যাক্—আর কা'কেও এক টাকাও দিচ্ছিনা!

কানাই। যখন কা'কেও কিছু দেবে—আমাকে একবার জিজ্ঞাসা কোরো!

গুণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই কর্ব্ব! এবার থেকে কাণে আঙ্গুল দিয়ে রাস্তায় চল্‌বো—মাঝে মাঝে চোখ দুটোও বুঁজ্‌বো—

কানাই। কেন?

গুণ। আরে—তা নইলে যে লোকের কান্না-দুঃখু শুন্‌তে হবে—চোখে দেখতে হবে!

কানাই। তুমি দেবতা! যাক্ ও কথা! এখন ছেলেদের দিয়ে ঐ যে সব কাজ করানো হল, ওদের বাপ মা তো শুন্‌ছি আমাদের ওপোর ভারী চটেছে!

গুণ। চটলেই বা! আমাদের কি কর্ব্বে?

কানাই। যাক্—সে সব আর ভাববার দরকার নেই! সে সব ভাবতে গেলে কোনো কাজই হবেনা! কিন্তু এক গাদা চরকা তো কেনা হলো—কাজ হবে কোথায়?

গুণ। কেন? আমার বাড়ীতে? অত বড় বাড়ী আমার—এক রকম খালি পড়েই তো আছে!

কানাই। কিন্তু—নন্দকিশোরদা যে ভয়ঙ্কর আপত্তি কচ্ছেন!

গুণ। সে কি তার বাড়ী?

কানাই। শুনলুম—তুমি তোমার জ্যায়গাজমী বাড়ীঘরদোর বাঁধা রেখে জমিদারের কাছে বিস্তর টাকা ধার করেছ! কত টাকা নিয়েছ শুনি?

গুণ। কে জানে? সে ঐ নন্দদা বল্‌তে পারে! সে সব নন্দদাকে জিজ্ঞাসা করো! আমার টাকার দরকার হয়েছে—নন্দদাকে বলেছি,—সে একখানা ষ্ট্যাম্প মারা কাগজে আমার হাতের বুড়ো আঙ্গুলের একটা টিপ নিয়েছে—টাকা দিয়েছে! ব্যস্!

কানাই। বেশ করেছ! এই করে বিষয়গুলি মিছি মিছি নষ্ট করেছ আর কি! থাক্—সে সব ব্যবস্থা পরে হবে! এখন আর এক কাজ বাকী! মামার হয়ে এইবার একবার ভোট্ ক্যান্‌ভাস্ করতে বেরুলে হয়না?

সহ-গণ। সে তো আমরা কচ্ছি!

কানাই। সবাই কি বলে?

১ম-স। অধিকাংশ লোকই তোমার মামাকে ভোট দিতে চায়—

২য়-স। তবে এ গাঁয়ের বেশীর ভাগ্ জমিদারের দিকে—

গুণ। মেরে সব গুঁড়ো করে দোবো—যদি তরুণ চৌধুরী মশাইকে কেউ ভোট্ না দেবে! তুমি ভাবছ কেন কানাই ম্যাষ্টার?

কানাই। না না—মারামারি ধরাধরি কোরোনা! কেবল মিষ্টি কথায় কাজ করতে হবে?

গুণ। আরে ছাই—মিষ্টি কথা যে আমি কইতে জানিনা! যা কথা কই—তাই যেন কড়া হয়ে যায়! আমায় এক সময় বাড়ীতে বসে কতকগুলো মিষ্টি মিষ্টি কথা শিখিয়ে দিও দিকি—কানাই ম্যাষ্টার!

কানাই। তোমার মত মিষ্টি কথা কে জানে গুণদা? যার এমন মিষ্টি প্রাণ—তার যে সবই মিষ্টি!

(বালকগণ, যুবকগণ, স্ব স্ব কার্য্যান্তে প্রবেশ করিল)

সকলে। যাক্—গাঁ এক রকম সাফ্ করে ফেলেছি—

কানাই। আজ থাক্ ভাই! যথেষ্ট পরিশ্রম হচ্ছে তোমাদের! আজকের মত থাক্! যে যার বাড়ী যাও—জিরোওগে—পড়াশুনো করগে—

গুণ। আরে—কিসের পরিশ্রম? এই সব পাট্টা পাট্টা ছেলেরা,—এরা যদি সমস্ত দিনরাত খাটতে না পারে, তাহলে আর ব্যাটাছেলে হয়েছে কিসের জন্যে?

কানাই। ভাই সব! আমরা এই নারাণপুর গ্রামে আজ একসঙ্গে মিলেছি, শুধু গাঁয়ের উন্নতি কর্ব্বার জন্যে! আমরা গাঁয়ের উন্নতি কর্ব্ব—গাঁয়ে নিজেদের ভাতকাপড়ের সংস্থান কর্ব্ব, গাঁয়ের লোকদের প্রতি যদি কোন অত্যাচার হয়, প্রাণপণে তার প্রতিকার কর্ব্ব! এতে যদি কেউ বাধা দেয়,—সে বাধা মানবো না—শুনবো না—দৃক্‌পাত কর্ব্বনা!

সকলে। কিছুতেই না।

কানাই। তারপর আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে—গ্রামের দরিদ্র চাষাদের প্রতি! কিসে তাদের অভাব দুঃখ কষ্ট দূর হয়,—কিসে তারা ঋণমুক্ত হয়ে মনের সুখে মনের আনন্দে গাঁয়ে থেকে চাষবাস কর্ত্তে পারে,—স্ত্রীপুত্রদের অনাহার থেকে রক্ষা কর্ত্তে পারে, সেই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। চাষাদের না বাঁচালে আমাদের বাঁচবার কোন উপায়ই থাকবেনা। অতএব চাষাদের বাঁচাতেই হবে!

সকলে। চাষাদের বাঁচাতেই হবে,—নিশ্চয়ই হবে।

কানাই। চাষীরা দেহের রক্ত দিয়ে শস্য তৈরী করে! বিক্রয়ের বা বিনি-

ময়ের জন্য তাদের সহরবাসীর দারস্থ হতে হয়! সহর হ'ল মানুষের রক্ত শুষে খাবার জ্যায়গা! সহরে আইন আদালত ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ করে যত চতুর লোক, শিক্ষিত লোক জমায়েৎ বসে আছে। পাড়াগাঁয়ের লোকদের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অসহায়তার দরুণই এই সমস্ত লোক রোজগার কচ্ছে—বাবুগিরির চূড়ান্ত কচ্ছে! পল্লীগ্রামের চাষীদের নিজের কোন আয়োজন বা প্রতিষ্ঠান নেই বলেই,—তারা অসহায় অবস্থায় সহরবাসীর দারস্থ হয়। তাদের মুখ চাইবার ব্যবস্থা আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তেই হবে!

সকলে। কর্ত্তেই হবে!

কানাই। অতএব ভাই সব! এই সকল চাষীদের সমস্ত বিষয় ভাল করে বোঝাতে হবে। তাদের জমীর জন্য—তাদের তৈরী ফসলের জন্য—তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের জন্য মধ্যস্থানীয় ব্যক্তির হাত থেকে তাদের উদ্ধার কর্ত্তেই হবে। তাদের ছোটবড় সমস্ত স্বার্থ রক্ষা কর্ব্বার জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষকসমিতি স্থাপিত কর্ত্তে হবে। এই সমিতির পরামর্শমত চাষের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হবে,—দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কৃষিব্যাঙ্ক থেকে অগ্রিম টাকা দিয়ে তাদের ঋণদায় থেকে উদ্ধার কর্ত্তে হবে। অভাবের দিনে তাদের সংসার চালিয়ে নিতে হবে। তাহলেই তারা আর গাঁ ছেড়ে—চাষবাস ছেড়ে দেশবিদেশে কুলিগিরি কর্ত্তে ছুটবে না! বোঝ ভাই সব! এই বঙ্গদেশে চাষীরাই হল বাঙ্গলার প্রাণ!

সকলে। চাষীরাই বাঙ্গলার প্রাণ!

কানাই। সেই চাষীদের রক্ষা কল্লেই আবার বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লক্ষীশ্রী ফিরে আসবে,—সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতি মা কমলা আবার

প্রসন্ন নয়নে চাইবেন! আজ এই পুণ্যমিলনের দিনে,—এস ভাই,—আমরা সবাই প্রাণভরে মা বঙ্গলক্ষ্মীর জয়গান করি।

[কানাইলাল নীরব হইল। সকলে হাত জোড় করিয়া পরম ভক্তিভরে গান ধরিল। ক্রমশঃ সেই সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠস্বরে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল।

সকলের গীত।

"ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবাসিনী।
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং!
নমামি কমলাং, অমলাং, অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং ॥

[সকলেই জোড় হস্তে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এক সঙ্গে প্রণাম করিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নারাণপুর—অদ্ভুতকুমারের বাটীর দালান।

অদ্ভুতকুমার।

অদ্ভুত। হল কি? কালে কালে এ সব হল কি? তরুণ চৌধুরী আমীর ষ্টেটের এটর্ণি!—এঁ্যা—এ যে চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস হয় না! কলাবৌ—বলি অ কলাবৌ—

(কল্লোলিনীর প্রবেশ)

কল্লো। একি? সেজে গুজে বেরুচ্ছো যে? এই সকালবেলা চান্ টান্ না করে—

অদ্ভুত। বেরুতেই হবে! না বেরিয়ে উপায় কি কলাবৌ?

কল্লো। বলি খবরটা কি পাকা নাকি? সত্যিই তরুণবাবু তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন?

অদ্ভুত। এখনও তুমি অবিশ্বাস কচ্ছ? তা কর্ব্বে বই কি—এ যে অবিশ্বাস কর্ব্বারই কথা! আমিই কি প্রথমে বিশ্বাস করেছিলুম দেখ,—নন্দা আমায় বলে গেছে, আর আমিও বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এ সব ঐ বিশ্বম্ভর মুখুয্যের ছেলের কাজ। ঐ বেটাই যত অনিষ্টের মূল! ঐ ব্যাটা গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার কুচ্ছো করে বেড়াচ্ছে! আড়ে হাতে চেষ্টা কচ্ছে—যাতে আমি একটাও ভোট না পাই।

কল্লো। তাতো কর্ব্বেই! তোমার ওপর ওর যে বিষম আক্রোশ?—তাকি জাননা?

অদ্ভুত। কেন? আমার ওপোর এত আক্রোশ কেন? ও ব্যাটার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আমি ওর গুষ্টির কি পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছি? ব্যাটা—পাজী, বদমায়েস্, নচ্ছার!

কল্লো। বুঝতে পাল্লে না? তুমি দিন দিন আরো ন্যাকা হ'চ্ছ যে। বট্‌-ঠাকুরের সঙ্গে ওর বাপ বিশ্বম্ভর বাবুর কি রকম গলায় গলায় ভাব ছিল—তাতো দেখেছ? লীলার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা সব তো জান?

অদ্ভুত। মর্ আঁটকুড়ীর ব্যাটা কেনো! ও ব্যাটা বুঝি সেই টাঁক করে বসেছিল যে, দাদা আমার বিলাত থেকে মেয়ে সঙ্গে করে দেশে ফিরে এসে—ওকে জামাই কর্ব্বে?

কল্লো। ছিল কি? এখনও টাঁক করে বসে আছে।

অদ্ভুত। এ সব ঐ ব্যাটা তরুণ চৌধুরীর মতলব। বুঝ্‌লে কলাবৌ? আমাদের ষ্টেটের এটর্ণি ঐ ব্যাটা! আমাদের ভেতরকার কথা তরুণ চৌধুরিই সব জানে! সেই ব্যাটাই ভেতরে ভেতরে ভাগ্নের সঙ্গে এই সম্বন্ধে নানারকম ফন্দী আঁট্‌ছে বুঝতে পেরেছি। যাক্—কোন মতে এই চৈত্রমাসটা কেটে গেলেই সেই দু'বৎসর উত্তীর্ণ হবে—তাহলেই ডুবেটা মামা ভাগ্নের মতলব করা বেরিয়ে যাবে।

কল্লো। তুমি বুঝি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ যে, লীলা এর মধ্যে ফিরতে পারেনা?

অদ্ভুত। আরে—কোথায় তোমার লীলা? সে কি আর বেঁচে আছে? যাক্ সে সব কথা! এখন তোমাকে একটী কাজ কর্ত্তে হবে!
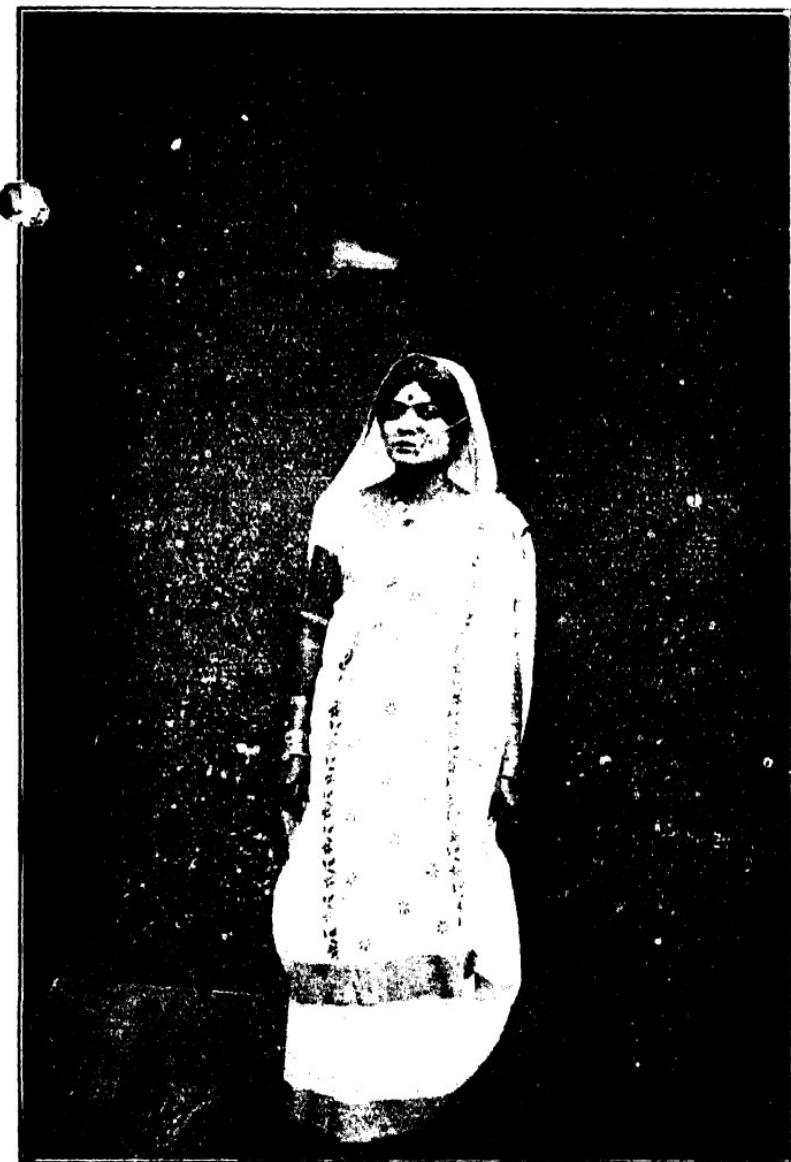
দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

জমিদার-গৃহিণী "কল্লোলিনী"—(শ্রীমতী নবতারা)

"—এবার চাকা উল্টো দিকে ঘোরবার উপক্রম হয়েছে।"

[৬১ পৃষ্ঠা

কল্লো। শুনিনা—কাজটা কি ?

অদ্ভুত। দেখ কলাবৌ ! কাল সন্ধ্যার সময় একবার ধূলোকাদা ঘেঁটে গাঁয়ের খানিকটা ঘুরে ফিরে এলুম ! মনে করেছিলুম—গতবারের মতন দু একদিন গাঁয়ের দু'চারজন লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কল্লেই—সব ব্যাটা কৃতার্থ হয়ে যাবে,—আর নির্ব্বিবাদে সকলেই আমাকে ভোট দিয়ে আপনাদের ধন্য জ্ঞান কর্ব্বে ! এবার গতিক বড় খারাপ—বুঝলে কলাবৌ,—হাওয়া এবার তেমন সুবিধের নয় !

কল্লো। তা আমি অনেকদিন জানি—এবার চাকা উল্টো দিকে ঘোরবার উপক্রম হয়েছে।

অদ্ভুত। তা যাক্—বাজে কথায় কাজের কথাটা ত বলা হলনা !

কল্লো। তা কাজের কথাটা কি তোমার শুনি !

অদ্ভুত। দেখ—আমি বুঝতে পাচ্ছি—আমার দ্বারা কি ঐ বেটা নন্দ-কিশোরের দ্বারা গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে ভোট টোট্ কিছুই আদায় হবেনা। এবার তুমি যদি একবার বাড়ী-বাড়ী গিয়ে আমার হয়ে canvass কর্ত্তে পার,—তাহলে আমি হলপ করে বল্‌তে পারি, একটা ভোটও তরুণ চৌধুরীকে কেউ দেবে না !

কল্লো। বাঃ বাঃ—শেষ আমাকে দিয়ে canvass করাবার মতলব কচ্ছ ?

অদ্ভুত। না না—এ আর মতলব করাকরি কি বল ? তুমি হলে জমীদারগৃহিণী, রায়বাহাদুরের স্ত্রী ! তোমাকে দেখলে ভয়ে ভক্তিতে খাতিরে কেউ আর আমাকে ভোট না দিয়ে থাকতে পারবে না। হাজার হোক্ স্ত্রী-জাতির একটা সম্মান আছে তো ?

কল্লো। ও সব চালাকী রেখে দাও। যা কচ্ছ নিজে কর—এর

ভেতর আমায় জড়িয়ে একটা ঢলাঢলি কোরোনা। আমি তোমায় ও পাগলামির কথামত কাজ কর্ত্তে পার্ব্বনা।

অদ্ভুত। তাহলে—যাই—নিজেই একবার সকালবেলা বেরুই। উঃ—দেখেছ—এই জন্যেইতো পল্লীগ্রামে ঢুক্‌তে চাইনা! এখনও বেলা নটা বাজেনি—এর মধ্যে রোদ্দুর চড়্ চড়্ কচ্ছে!

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। নন্দকিশোর বাবু এসেছেন--

অদ্ভুত। নন্দ এসেছে? আচ্ছা—তাকে একবার বাড়ীর ভেতরে আস্‌তে বল্ দিকি?

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কল্লো। তাকে আবার বাড়ীর ভেতর ডাকা হচ্ছে কেন?

অদ্ভুত। বাইরে বিস্তর ভেজাল! একটু গোপনীয় সমাচার জানতে হবে; কেউ না শুনতে পায়! তুমি তাহলে যাও! চা—টা খাবে—না—জলটল খাবে—

কল্লো। যে আজ্ঞে—আর অত দরদে কাজ নেই! এখনও আমার পূজো হয়নি!

[কল্লোলিনীর প্রস্থান।

অদ্ভুত। এমন পতিপূজো ছেড়ে অন্য ঠাকুর পূজো কর্ত্তে আছে কি? ছিঃ—

(নন্দকিশোরের প্রবেশ)

অদ্ভুত। কি খবর নন্দকিশোর?

নন্দ। ব্যস্—all finished—সব কাম্ ফতে কর্ দিয়া !—আর কোনও ভাবনা নেই !

অদ্ভুত। কি রকম ?

নন্দ। আর কানাই বেটাকেও canvass কর্তে হবেনা আর তরুণ চৌধুরীকে একটা ভোটও পেতে হবেনা। ও লোক্কো not a single vote—একঠো আধেলা ভোট নেই মিলেগা !

অদ্ভুত। কি ব্যাপার কি—শুনিনা ভাই !

নন্দ। গুণোকে ফ্যাঁসাদে ফেলেছি ! একদম্—

অদ্ভুত। তোমার মামাতো ভাই গুণধরকে। তাকে ফ্যাঁসাদে ফেলে আমার vote যোগাড়ের কি সুবিধে হবে ?

নন্দ। আরে—ঐ stupid cadaverous গুণোটা কানায়ের সঙ্গে খুব ভিড়েছে ! কানাই তাকে দিয়েইতো মামার হয়ে vote canvass করাচ্ছে।

অদ্ভুত। বল কি হে ? তা হলে তো একটা ভোট্ও পাওয়া যাবেনা ! ও বেটা ভীষণ ষণ্ডা-গুণ্ডা,—গাঁ শুদ্ধ সবাই,—ছেলেবুড়ো সকলেই ওকে যমের মত ভয় করে শুনছি—

নন্দ। Just wait and see my Lord ! আপ্ থোড়া বৈট্কে বৈট্কে দেখিয়ে—ওকে আজই গাঁ থেকে কি করে তাড়াই !

অদ্ভুত। ওর বাড়ীটা attach করা হয়েছে ?

নন্দ। Oh yes ! এই আমি তালা চাবি আঁটতে যাচ্ছি ! আপনার একজন ষণ্ডা দেখে দরোয়ান তার বাড়ীর দরজার সামনে বসিয়ে রেখে আস্তে হবে।

অদ্ভুত। তা হলে আর কি এমন বিশেষ সুবিধে হবে ? ও পৈতৃক

বাড়ী care কেয়ার করে না! এ বাড়ী যদি যায়—গাঁ শুদ্ধ লোককে বশ করে রেখেছে—যার হোক বাড়ীতে গিয়ে থাকবে! বেটার আছে কে? মাগ্ না ছেলে—ঢেঁকি না কুলো! নিদেন ঐ কানাই বেটা নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবে।

নন্দ। No—no—my Lord—কুছ্ পরোয়া নেহি হ্যায় আপ্‌কো! আমি ওকে গুণ্ডা বলে ধরিয়ে দেবার যোগাড় কচ্ছি!

অদ্ভুত। তাই করনা—সে পরামর্শ তো অনেকদিন থেকে তোমাকে দিচ্ছি! মারপিট গুণ্ডামির জন্য তো ও গাঁয়ে বিখ্যাত। সেদিন পরেশ ঠাকুরকে ঠ্যাঙ্গালে শুধু শুধু—

নন্দ। শুধু পরেশকে ঠ্যাঙ্গালে? আরে জনাব! উহ্ তো ভারি গুণ্ডা বদ্‌মাস হ্যায়! ও ঠ্যাঙ্গায় না কাকে? এতদিন লোকে patiently সয়ে এসেছে! এইবার আপনার টাকা খেয়ে সবাই বিগ্‌ড়েছে! সবাই একেবারে brilliant fire হয়ে আছে!

অদ্ভুত। পরেশ যে Diary করিয়ে এলো—

নন্দ। দারোগা বাবু তো আজই ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন বলেছেন। You come—come my lord! আব্ থোড়া দু' দশ মিনিটকো বাস্তে থানামে চলিয়ে। আর কিছু আপনাকে কর্ত্তে হবে না। আইয়ে হুজুর খোদাবন্দ্—come—come—

অদ্ভুত। চাকর বেটারা সব গেল কোথায়? ছাতা-টাতা মাথায় ধর্ত্তে হবেনা? নইলে,—আমি তো রোদে মারা পোড়বো।

নন্দ। I do—I do—most honourable sir—আপ্ আইয়ে—আপ্ চলিয়ে—আপ মোটর গাড়ীপর্ উঠিয়ে—হাম্ আপ্‌কো ছাতা-বরদার হোয়েঙ্গা। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক— দ্বিতীয় দৃশ্য

বাল-বিধবা "সুনীতি" — শ্রীমতী চারুশীলা

"—প্রাণের ভেতর একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি ক'চ্ছে!"

[৬৫ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুণধরের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(সুনীতি একধারে বসিয়া চরকা কাটিতেছে)

সুনীতি। মনের আনন্দে সবাই কেমন কাজকর্ম্ম কচ্ছে,—কেমন হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি এত চেষ্টা করেও মন থেকে দুঃখ জ্বালা মুছে ফেলতে পাচ্ছিনা। কেমন যেন ভয়—কেমন যেন একটা সঙ্কোচ—কেমন যেন লজ্জা—সদাই প্রাণের ভেতোর একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি কচ্ছে!

(গুণধরের প্রবেশ)

গুণ। এই যে সুনী! এখনও চরকা কাটছিস্? বাড়ী যাবিনি? খাওয়া দাওয়া কর্ব্বিনি?

সুনীতি। আজ আমার একাদশী—আজ তো ও পাট নেই!

গুণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভুলে গিছলুম।

সুনীতি। এতো নতুন নয়। আমি যে বামুনের ঘরের বিধবা। ছ সাত বছর থেকে একাদশী কর্চ্ছি।

গুণ। উঃ—আমার এমনি রাগ হচ্ছে—

সুনীতি। আমার ওপোর?

গুণ। না—এই তোর—তোর মামার ওপোর—তোর দিদিমার ওপোর! কেন—কেন তারা তোকে একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল? উঃ, ভারী রাগ হচ্ছে! কিন্তু মিছে রাগ,—কোন উপায় নেই ত!

সুনীতি। এখন হয়তে উপায় নেই। কিন্তু উপায় যখন ছিল—তখন তো তোমরা কিছু করনি!

[illegible] কর্ব্ব কি? তোর মামারা যে সমস্ত কুলীন—তোদের পাল্‌টি ঘর মেলা যে বড্ড দুষ্কর।

সুনীতি। সেই জন্যে ৬৷৭ বছরের মেয়েকে ধরে একটা থুথ্‌ড়ে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে? বাঃ—চমৎকার দেশ তো! সুন্দর সমাজ তো?

গুণ। তা যাক্‌—সে যা হবার হয়ে গেছে। সে ভাবলে তো আর এখন উপায় হবেনা। মনে কর্‌না—তোর বিয়েই হয়নি। তুই আমার মত আইবুড়ো! তা' হলে আর দুঃখুটুখু কিছু থাক্‌বে না।

সুনীতি। বিয়ের কথা মনেই পড়েনা আমার! বরকে কখনো জ্ঞানে চক্ষেও দেখিনি—তবে দুঃখ হবে কেন গুণ্‌দা? জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত শুনছি—আমি বিধবা। আমার নারীজন্মধারণ একটা বিড়ম্বনা!

গুণ। না না না—তুই ভাবিস্‌ নি—তোর দুঃখকষ্ট কিছু থাক্‌বে না! তুই মনে কর্‌, তুই ঠিক আমার মতন পুরুষ মানুষ।

সুনীতি। তোমার মত পুরুষ মানুষ কি আছে গুণ্‌দা?

গুণ। আরে—তুই আমার মতই হ না! এই দেখ্‌—আমি কেমন আছি! কাজকর্ম্ম কচ্ছি—লোকজনের সঙ্গে হৈ হৈ করে আমোদ করে বেড়াচ্ছি! বিয়ে-থা করিনি—কখনো কর্ব্বনা!

সুনীতি। বিয়ে কর্ব্বে না? কেন? তোমার কিসের অভাব—কিসের দুঃখ? এমন সুন্দর চেহারা—এত ঐশ্বর্য্য তোমার,—এমন বাড়ী-ঘর— বাগান-বাগিচা— জমীজমা— এত লোক তোমার আপনার—

গুণ। তা এ সব তোরও—তুই কেন মনে কর্‌না! তোর বাপ মা ভাই নেই, আমারও বাপ মা ভাই নেই! আছে ঐ পিসির ছেলে,—তা তুইও মনে কর্‌না—ঐ নন্দদা'ও তোর পিসীর ছেলে! না—; ওটা ভারী দুষ্টু—ওটা ভারী নচ্ছার! ওকে তোর আপনার বলে মনে করে কাজ নেই!

সুনীতি। যাক্—তোমার দেরী হয়ে গেল—তুমি খাওগে যাও।

গুণ। নাঃ—আজ আমিও একাদশী কর্ব্ব।

সুনীতি। তুমি পার্ব্বে আমার মত নির্জ্জলা একাদশী কর্ত্তে?

গুণ। একদিন কি? আমি বোধ হয় তিন চার দিন না খেয়ে থাক্‌তে পারি। ও সব কথা ছেড়ে দে—ও সব কথা কইলে তোর দেখছি প্রাণে ব্যথা লাগে।

সুনীতি। আমার প্রাণের ব্যথা তুমি কি বুঝ্‌তে পার গুণদা?

গুণ। পারি না—পারি না? তোর দুঃখু-ব্যথা আমি যে তোর মুখ দেখ্‌লেই বুঝতে পারি রে!

সুনীতি। সব ব্যথা যদি বুঝ্‌তে পারতে?

(অধোমুখে অশ্রুপাত করিতে লাগিল)

গুণ। আর কি ব্যথা আছে তো বল্? এই দেখ্—আবার কাঁদ্‌তে সুরু কল্লে! আরে ছাই—বল্‌না কি দুঃখু তোর প্রাণে আছে! আমি নিশ্চয়ই তোর কোন দুঃখু রাখবো না। ওরে—তুই এমন সুন্দর টুক্‌টুকে মেয়েটা,— তোকে যে ঠিক আমি আমার মায়ের পেটের ছোট বোনটার মতই দেখি। লক্ষ্মীটি—কাঁদিস্ নি—বল্ তোর কি চাই। এই দেখ্—তোর জন্যে আমি নিজের হাতে সুতো কেটে তাঁত বুনে খদ্দরের কাপড় তৈরী করে দিচ্ছি!

সুনীতি। এই দেখ—আমিও কত সূতো কেটেছি আজ!

[হাতে-কাটা সুতা গুটানো লাটাইটা সুনীতির হাত হইতে সযত্নে লইয়া দেখিয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে]

গুণ। বাঃ বাঃ! বেশ কেটেছিস্ তো! এবারে বেশ মিহি হয়েছে। আচ্ছা—রাখ্। আবার তোকে আমি ঐ সুতো থেকে তোর খদ্দরের কাপড় বুনে দোবো!

সুনীতি। আমি একবার কেশব মামার বাড়ী যাব।

গুণ. আবার সেখানে যাবি কেন? আবার কি তাদের বাড়ী রাঁধ্‌তে বাসন মাজতে যাবি নাকি? তা হবেনা!

সুনীতি। না—না—আর সে কাজ কর্ব্ব কেন? তবে মামীমা কি জানি কিসের জন্যে একবার বিশেষ করে ডেকে পাঠিয়েছেন। আবার আস্‌বো—

[সুনীতি মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

গুণ: চল্—তোকে একটু এগিয়ে দিই—

(গুণধরও উঠিল)

সুনীতি। না না—তুমি আমার সঙ্গে এসোনা।

(গুণধর সুনীতির লজ্জানম্র মুখের পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইল)

সুনীতি। তুমি আমাকে দয়া করো,—সাহায্য করো,—দেখাশুনো করো বলে কত লোকে কত কথা বলে। তোমায় আমার সঙ্গে যেতে দেখলে—

গুণ। কি বলে—কি বলে শুনি—

(সুনীতি প্রথমে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিল না ;—পরে
জোর করিয়া বলিয়া ফেলিল)

সুনীতি। আমাদের নামে বদনাম দেয় !

গুণ। যা যা—ও সব বাজে কথায় কাণ দিসনে। বদ্‌নাম কিসের আবার ? তুই আমার ছোট বোনের মত,—তোকে দেখবো শুন্‌বো না ? এর আবার বদ্‌নাম—ভাল নাম কি ? আমি ওসব গ্রাহ্য করিনা। তোকে আমি দয়া কর্ব্বনা ? তুই যে অনাথা রে—

সুনীতি। গুণদা !

গুণ। কি বল্ !

সুনীতি। তুমি—তুমি আমায় শুধু দয়াই করো ? যেমন লোকে দয়া করে ভিখারীকে ভিক্ষা দেয়—আর মনে মনে ভাবে আমি খুব দাতা—খুব দান কল্লুম ? তুমি আমায় সেই রকম দয়া করো ?

গুণ। তোর ও হেঁয়ালির কথা বুঝতে পাল্লুম না। 'তোকে আমি দয়া কর্ব্ব না—আদর কর্ব্ব না ? কেন ? তাতে দোষ কি ? তুই দয়া কর্ব্বার মত—আদর কর্ব্বার মত—দুঃখী ছোট বোনটী আমার !

সুনী। চাই না—চাই না আমি তোমার সে দয়া—সে আদর !

[প্রস্থান।

গুণ। (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে হাসিয়া)—পাগ্‌লী ! মনে করেছে,—আমি ওকে ভিখারীর মত হেলায় হেনস্তায় দয়া করি ! ও সুনী—ও সুনী—শোন্—তোকে আমি দয়া করিনা রে ! তোকে আমি বোনের মতই ভালবাসি ! ঐ দেখ্ আবার চল্ল ওরে শোন্—শোন্—শোন্ !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ।

গুণধরের সহচরগণ ও কানাইলাল।

কানাই। বল কিহে তোমরা? ভেতোরে ভেতোরে এত কাণ্ড হচ্ছে? আমিতো তার কিছুই জানিনা।

১ম সহ। কোথা থেকে তুমি জানবে বল—কানাইদা? আমরাই কি ছাই এতদিন জানতুম?

কানাই। সুনীতি মেয়েটাকে তো খুব ভাল বলেই জানতুম! নটবর কাকা—আমাদের খুব আপনার লোক ছিলেন,—আত্মীয়ের সামিল। তাঁর ভাগ্নী! তাকে ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌ছি—কত আদর যত্ন করি! আহা—কুলীনের ঘরের মেয়ে,—ছ'বছর বয়সে বিধবা হয়েছে—এই জন্য গাঁয়ের সকলেই তার দুঃখে দুঃখিত। সেই সুনী,—তার এমন চরিত্র?

২য় স। চরিত্রের কথা আর বল কেন দাদা? তা মরুকগে যাক্,—সে যেমন চরিত্রের হয়—হোক্! কিন্তু আমাদের যে সর্ব্বনাশ কর্ব্বার যোগাড় কচ্ছে—তার কি ক'চ্ছ? কোথাও কিছু নেই—ও এসে আমাদের সঙ্গে পল্লীসংস্কারের কাজে লাগতে গেল কেন?

কানাই। আচ্ছা—কি মনে হয়,—গুণদাও কি তার সঙ্গে সত্যিই উচ্ছন্ন গেছে?

১ম স। গেছে কি না গেছে—জগদীশ্বরই জানেন। কিন্তু ও যে রকম গুণদার পেছু পেছু ছায়ায় মত ফেরে—তাতে কি মনে হয় বল?

কানাই। কিসে বুঝছো তোমরা? অনুমান ক'চ্ছ বইতো নয়?

২য় স। আরে—একি মিথ্যে অনুমান হতে পারে? দেখ্‌ছনা, আজকাল গুণদার যেন কেমন অন্যমনস্ক ভাব? সুনী যতক্ষণ নিজের বাড়ীতে থাকে, আমাদের গুণদা সুবিধে পেলেই—ফু'রসৎ পেলেই এ ওর বাড়ীর দিকে ঘুরে আসে।

কানাই। একা?

১ম স। না না কানাইদা—তাকে একা যেতে বড় দেখিনা!

২য় স। একা যায় কিনা—তাই বা আমরা কি করে জানবো? আমরা তো ২৪ ঘণ্টা ওকে আগ্‌লে থাকিনা

কানাই। তা'হলে এখন উপায়?

১ম স। উপায়? উপায় সুনীতিকে ওর কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া। ও যদি এ গ্রামে থাকে—তাহলে গুণদার সর্ব্বনাশ না হয়ে যায়না।

কানাই। যা বলেছ। অমন নিরীহ ভালমানুষ, সরল, উদার,—সংসারের ঘোরপ্যাঁচ কখনও কিছু জানেনা—বোঝেনা। ও যদি একবার সুন্দরী স্ত্রীলোকের মোহে পড়ে—তাহলে ভীষণ রকমের অধঃপতন হবে।

২য় স। শুধু তাই? গাঁ শুদ্ধু লোক একেতো গুণদার ওপর কেমন সন্তুষ্ট! এই সুনীতির ব্যাপার নিয়ে এমন একটা বিতিকিচ্ছি অপবাদ তুলেছে যে আমাদের তো কাণ পাতা যায়না।

কানাই। তোমরা যতই বল—আর গাঁয়ে যতই গুণদার নামে বদ্‌নাম উঠুক,—আমি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিনা যে, সে একজন ভদ্র-লোকের মেয়ের—একটা বালবিধবার ধর্ম্মনষ্ট কর্ত্তে পারে!

১ম স। আমরাও কি বিশ্বাস করি? কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি জান

কানাইদা,—"দশমুখে ধর্ম্ম মানি" ! যে রকম চাদ্দিকে কথা শুনতে পাই, বিশ্বাস না করে অনেক সময় থাকা যায়না যে !

। মজা হয়েছে—মজা হয়েছে,—ঐ হরি দত্তের সঙ্গে সুনীতি আসছে ! মাঝের পাড়ার গোপালের পিসি—আর আর সব কে আসছে ? কি কথাবার্ত্তা হয়—একবার আড়াল থেকে শোনা যাক্ এসনা !

কানাই। না না,—ও সব কথা শুনে কাজ নেই। আর আড়াল থেকেই বা শোনবার দরকার কি ?

ম স। আরে—না না ! তোমার আমার সামনে ওরা হয়তো প্রাণ খুলে সব কথা কইবে না। এসনা—ঐ দিঘীর চাতালে আমরা একটু গা ঢাকা হয়ে বসি।

[সকলের অন্তরালে গমন।

(গোপালের পিসী, হরিদত্ত ও গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষগণের সহিত সুনীতির প্রবেশ)

গা-পি। তোর গলায় দড়ী—গলায় দড়ী রে সুনী। একরত্তি মেয়ে তুই, তোর এই সব কাণ্ড ? ছিঃ—বামুনের ঘরের কড়ে রাঁড়ি,—গাঁয়ের বুকের ওপর বসে এমন কেলেঙ্কারী কচ্ছিস্ ?

নীতি। কি কেলেঙ্কারী কচ্ছি রাঙ্গাদিদি ?

রিদত্ত। কেলেঙ্কারির আর বাকী রেখেছিস কি ? গাঁয়ে কি মানুষ নেই ঠাউরেছিস্ যে,—তুই যা তা করে পার পেয়ে যাবি ?

নীতি। না—তা ঠাওরাবো কেন ? পার কিছুতেই পাবনা জানি। কিছু না করে তো পাবইনা, বরং কিছু কল্লে বোধ হয় পার পেতে পারি !

গো-পি। ওঃ! ছুঁড়ীর কথাগুলো কি রকম চ্যাটাং চ্যাটাং দেখেছ? কড়ে রাঁড়ি কিনা,—তার আর কত ভাল হবে?

সুনীতি। আমার অপরাধটা কি? আমি বালবিধবা আর অসহায়া, এইতো?

গো-পি। শুধু অসহায়া কি? তুই একেবারে বেহদ্দ বেহায়া। গাঁয়ের ছোঁড়াগুলোকে কুচরিত্তির করে দিচ্ছিস্,—আমাদের বিধবাদের সব মুখ পোড়াচ্ছিস্—

হরিদত্ত। পোড়াচ্ছেই তো! ঐ জন্যেই তো পিসী—তোমাদের আর গাঁয়ে কেউ মানতে চায়না,—আমাদের এই বুড়োর দল তো গো-টু-হেল্!

সুনীতি। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী—দুঃখিনী—অনাথিনী,—গাঁয়ের এক পাশে পড়ে থাকি! আমার জন্যে আপনাদের মুখ পুড়ছে কেন—তাও তো বুঝতে পার্চ্ছিনা!

গো-পি। তুই বুঝতে পার্ব্বি কি করে? যে কুকর্ম্ম করে—সেকি বুঝতে পারে?

১মা-স্ত্রী। যত ছেলেদের আড্ডা হয়েছে তোর বাড়ী!

হরি দত্ত। ছেলেদের তো মাথা খাচ্ছেই—আবার শুনতে পাচ্ছি,—জমিদার বাবুর বাগানে রোজ রাত্তিরে যাওয়া হয়—

সুনীতি। মুখ সামলে কথা কইবেন হরি ঠাকুদ্দা!

হরি দত্ত। যাস্‌না? যাস্‌না? কেমন গো নিস্তার মেয়ে—বলনা! চুপ করে রইলে যে?

২য় স্ত্রী। যায় না আবার? ঐ বাঁড়ুয্যে বাড়ীর ভাগ্নে নন্দা রোজ সন্ধ্যের পর হাওয়াগাড়ী কোরে তোকে বাগানে নিয়ে যায়না?

সুনীতি। তুমি দেখেছ মাসী?

গো-পি। আরে—সব জিনিষ কি কেউ দেখেই থাকে নাকি? এই নিয়ে সেদিন তোর বাড়ীতে নন্দাতে আর গুণোতে নড়াই হয়নি?

দত্ত। হা হা হা—তা হবে বৈকি পিসী! সে হ'ল গুণ্ডো,—তার বাঁধা বন্দোবস্তের জিনিষ,—সে জানতে পেরে ছেড়ে দেবে নাকি?

স্ত্রীগণ। গলায় দড়ী—গলায় দড়ী!

গো-পি। আমরাও তো কড়ে রাঁড়ী হয়েছি বাপু! বলুক দিকি কই—কেউ কোথায় আছে;—বল্‌না রে হরে! কখনো গাঁয়ের লোকের সঙ্গে—কোনও ছোঁড়া ছুট্‌কোর সঙ্গে কেউ কোনো অপবাদ দিয়েছে?

হরি দত্ত। আরে বাপ্‌রে—তোমরা হলে সেকেলে বিধবা! হুঁসিয়ার কত!

(সুনীতি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতেছিল। গোপালের পিসী অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল)

গো-পি। বলি—ঢং করে চ'খে কাপড় দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

স্ত্রীগণ। আজ এর একটা হেস্ত-নেস্ত করে দাও পিসি!

হরি দত্ত। বটেই তো—বটেই তো! একে গাঁ থেকে সরাতেই হবে!

সুনীতি। কেন তোমরা আমার সঙ্গে এমন কচ্ছ? আমি তোমাদের কাছে কোনো অপরাধ করিনি তো!

হরি দত্ত। গুণো তোর ঘরে আসেনা?

(সুনীতি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল)

সুনীতি। গুণ্‌দা আসে—সকলেই তো আসে! কেন আসবেনা? আমি কি এ গাঁয়ের কেউ নই? আমি অনাথিনী বলে—আমার

মা নেই, বাপ নেই,—মামা বেঁচে নেই,—এক অভিভাবকের মধ্যে ছিল দিদিমা,—তাকেও জন্মের মত হারিয়েছি! এই অপরাধে আপনারা সকলে মিলে আমার নামে অযথা একটা অপবাদ [illegible] আমাকে গাঁ থেকে বিদায় কর্ত্তে চান?

হরি দত্ত। হ্যাঁ—চাই। অমন টক্‌টকে যুবতী বিধবা—একা একটা বাড়ীতে থাকতে পাবে না! গাঁয়ের ছেলেপুলেরা বিগড়ে যাবে!

সুনীতি। কোথায় যাব? আমার যে তিনকুলে কেউ নেই!

হরি দত্ত। কল্‌কেতায় যা না ছুঁড়ী! তোরও হিল্লে হবে, জমিদার মশাইও এমন একটা—

(কানাইলাল ও সহচরগণের সবেগে প্রবেশ)

কানাই। মুখ সাম্‌লে কথা কইবেন দত্তমশাই!

হরি দত্ত। কিহে বাপু? আমার ওপোর হুম্‌কে এলে কেন?

কানাই। আপনি ইতর—ছোটলোক—নির্ম্মম—নিষ্ঠুর! আপনার মুখ-দর্শন কল্লেও পাপ হয়! লজ্জা করে না? নাৎনীর বয়সী আপনার—আহা—জনমদুঃখিনী—এই অভাগিনী সুনীতি! এর ওপর এমন অত্যাচার কর্ত্তে লজ্জা করেনা?

হরি দত্ত। আমি—আমি—আমি তো বাবা কিছুই বলিনি! হ্যাঁ মা সুনীতি—আমি তোমায় ভাল কথাইতো বল্‌ছিলুম! এই পিসী—পিসীই বরং—কি বল মা—

গো-পী। আমি—আমি—তা—কি এমন অন্যায় বলেছি? আর. হরে দত্ত! তুই ওকে কি না বল্লি? এই সব মাগীগুলো—বল্‌না লো—বল্‌না—এখন যে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলি!

সুনীতি। গাঁ থেকে আমি কোথায় যাব কানাইদাদা? এঁরা যে আমায় সকলে তাড়িয়ে দিচ্ছেন,—আমি কোথায় যাব? (ক্রন্দন)

। কে ওঁরা—কি অধিকার ওঁদের আছে যে তোমায় গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেন? এত বড় স্পর্দ্ধা? ও গাঁয়ের মেয়ে,—গাঁয়ের লোক হয়ে ওকে তাড়িয়ে দিতে চান্ আপনারা?

হরি দত্ত। আমি ভাল কথাই বল্‌ছিলুম বাবা! গাঁয়ে যখন ওর নামে একটা বদ্‌নাম উঠেছে—

গো-পি। শুধু ওর নামে? এই সব ছেলেদেরই নামে—বিশেষ করে—ঐ গুণোর নামে। তারপর জমীদারের নামে—নন্দার নামে! দুদিন পরে তোমারও নামে—

কানাই। আমার নামে? বদ্‌নাম তুলবে? কে? কার ক্ষমতা আমার নামে বদ্‌নাম রটায়?

গো-পি। এই আমরাই তুলতে পারি। এই নিস্তারের মা, এই বিন্দি, এই জগমণি, ক্ষেন্তি—ঐ ন' পাড়ার কালো-বৌ! এরা পারেনা কি?

হরিদত্ত। এই সব কারণেই ওকে যেতে বল্‌ছি বাবা! নইলে,—থাকুক গে যাক্‌না ও,—আমাদের কি বয়েই গেল? চল গো পিসি—চল্ নিস্তার! এস বিন্দু ঠাকরুণ—কথা শুনতে যাবে তো চল।

[গোপালের পিসী, হরিদত্ত ও গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষগণের প্রস্থান।

কানাই। সুনীতি! এখন কি কর্ত্তে চাও?

সুনীতি। বলুন কানাই দাদা! কি কর্ত্তে বলেন আপনি? বলুন, আমি তাই কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। গাঁ ছেড়ে চলে যেতে বলেন? যাব। ম'র্ত্তে বলেন—আমি ম'র্ত্তেও রাজী আছি।

কানাই। না—না—মর্ব্বে কেন ?

সুনীতি। মর্ব্ব কেন ? না মর্ব্বই বা কেন কানাই দা’ ? বিধাতা আমাকে জ্যান্তে মরা করে অনেক দিন রেখেছেন। আর আমি থ[াক্‌তে] পাচ্ছি না। এ রকম করে প্রতি পলে পলে মৃত্যুদণ্ডভোগ আর আমি সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনা ! আমায় ম’র্ত্তেই হবে,—ম’র্ত্তেই হবে।

কানাই। কোথাও—কোন্ দূর দেশে—অন্য কোন গ্রামে কেউ কি তোমার আপনার লোক নেই— যার অভিভাবকতায় তুমি থাক্‌তে পার ? অবশ্য—মাসে মাসে আমি তোমার খাওয়াপরার খরচা দোবো।

সুনীতি। না—না—কেউ নেই ! কেউ নেই কানাই দাদা !

কানাই। আচ্ছা থাক্। এ সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করে যা হোক্ তোমাকে জানাবো। আমাদের এখন একটু কাজ আছে,—চলুন। তবে—যতদূর বুঝ্‌ছি—এ গাঁয়ে আর থাকা হবেনা তোমার !

[সকলে চলিয়া গেল। সুনীতি তাহাদের পানে অপলক নেত্রে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দুটী চোখ অগ্নিশিখার মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং পরমুহূর্ত্তে তাহা অশ্রুজলে রূপান্তরিত হইয়া গেল]

সুনীতি। জগদীশ্বর ! এ পৃথিবীতে দুঃখ কি কেবল আমারই একচেটে ? শৈশবকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কেবল দুঃখই তো দিচ্ছ ! দাও—দাও প্রভু ! যত দেবে—তত নোবো ! দেখি,—তোমার দুঃখের ভাঁড়ার আমি শূন্য কর্ত্তে পারি কি না ! কিন্তু কোথায় যাব ? না না—আর কারও আশ্রয়ে যাবোনা ! পরিচিত বা আত্মীয়—কারও গলগ্রহ হয়ে তাকে আর দুঃখ দোবোনা ! ভগবান ! আমি তোমার

কাছে যাবো ! আমায় পথ দেখিয়ে দাও। হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ! তুমি আশ্রয়হীনাকে আশ্রয় দাও !

[গান গাহিতে গাহিতে ভিখারী প্রবেশ করিল। সুনীতি অশ্রু মুছিয়া নিজেকে সংযত করিয়া ভিখারীর পানে নীরব বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। ভিখারী গান গাহিতে লাগিল]

ভিখারীর গীত

মা তো তোদের সব দিয়েছে, তবু কেন দুষিস্ মাকে ?
হাবা ছেলে মাকে ফেলে কেন ঘুরিস্ ফাঁকে ফাঁকে ?
স্বর্ণথালায় সাজিয়ে ডালি, ধনধান্যপুষ্পফলে,
"আয় বাছা নে কত নিবি"—সাধ্‌ছে মা এই কথা বলে !
(তুই) কি মোহে কাঞ্চন ত্যজে,—তুচ্ছ কাচে গেলি মজে ?
(এখন) নিজের দোষে মলি নিজে, দুঃখ-দৈন্যের ঘূর্ণিপাকে ॥

সুনীতি। আহা—কী সুন্দর ! গান শুনে প্রাণ শীতল হল !

ভিখারী। জয় হোক্ মা ! জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

সুনীতি। ভিখারী তুমি, আমি তোমায় ভিক্ষা দিই নি বাছা,—তবু তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছ কেন ?

ভিখারী। আমি তো ভিখারী। আমি তো ব্যবসাদার নই মা ! আমি তো কেনাবেচা কর্ত্তে আসিনি যে, পয়সা বা জিনিষ নিয়ে শুক্‌নো একটা আশীর্ব্বাদ বেচে যাব !

সুনীতি। তোমাকে তো এই ক' দিন এই গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতে দেখ্‌ছি। তুমি কি এই গ্রামেই থাকো বাছা ?

ভিখারী। না না,—এ গ্রামে থাকি না বটে,—তবে এই বাংলা দেশে থাকি।

সুনীতি। তা তো বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমার কি থাক্‌বার কোনো স্থান নেই ? তুমি কি আমার মত নিরাশ্রয় ?

ভিখারী। আমার থাকবার স্থান নেই ? আমি নিরাশ্রয় ? সে কি এমন সুন্দর আশ্রয়স্থল আমার—এই সোনার বাংলা ! ঐ মাথার ওপোর কেমন সুন্দর আচ্ছাদন,—ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তনে যার নব নব শোভা ! এই এত বড় সুন্দর সাজানো বাগান,—এরই ভেতর নদ-নদী, ঝরণা, পুষ্করিণী, পাহাড়-পর্ব্বত, চন্দ্রসূর্য্যের আলো ! এমন আশ্রয় থাকতে আমি নিরাশ্রয় ?

সুনীতি। তুমি কি বল্‌ছ বাছা ? আমার কথা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ? আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি—তোমার নিজের ঘর-বাড়ী নেই কি ?

ভিখারী। আছে। চমৎকার ঘর-বাড়ী। সেখানে প্যায়দার পীড়ন নেই, জমীদারের অত্যাচার নেই, পাড়ার লোকেদের সঙ্গে—আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদের জ্বালা নেই, দিব্যি সংসার পেতে মনের আনন্দে বসে আছি।

সুনীতি। তোমার কে আছে ?

ভিখারী। নেই কে ? আমার সবাই আছে। কিন্তু, তুমি এমন মলিন মুখে রয়েছ কেন মা ?

সুনীতি। বাছা ! আমার এ সংসারে কেউ নেই। শুধু তাই নয়, আমি আজ নিরাশ্রয় !

ভিখারী। আশ্রয় আছে। আপনার—খুব আপনার জন আছে ; খুঁজে পাচ্ছনা। কেমন ? এইতো কথা ?

সুনীতি। পেয়েছিলুম—পেয়েছিলুম,—ভিখারী ! আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা ভয়ত্রাতা খুঁজে পেয়েছিলুম। আজ ভাগ্যদোষে তাকে হারাতে

বসেছি। ভিখারী! তুমি আমায় সঙ্গে নেবে? তোমার আশ্রয়-দাতার কাছে আমায় নিয়ে যাবে? আমি এ গাঁয়ে থাকবো না, থাকতে পার্ব্বনা, থাকবার ইচ্ছেও নেই।

(সুনীতির কণ্ঠে কান্না ভরা স্বর অনুরণিত হইয়া উঠিল)

ভিখারী। আমার আশ্রয়দাতার আশ্রয় তোমার কি ভাল লাগবে মা? তুমি কি সুখে থাক্‌তে চাও মা? তুমি কি পরমানন্দে দিন যাপন কর্ত্তে চাও মা? তুমি কি শান্তি উপভোগ কর্ত্তে চাও মা? তুমি কি ছেলেখেলা ছেড়ে প্রকৃত ঘর-সংসার কর্ত্তে চাও মা?

সুনীতি। আবার ঘর-সংসার? বিধবা আমি—জনমদুঃখিনী আমি—আমি কা'কে নিয়ে ঘর-সংসার পাতবো? আমি তা পার্ব্বনা! পাপ সংসারে নির্ম্মম-নিষ্ঠুর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আর আমি থাক্‌তে পার্ব্বনা।

ভিখারী। ব্যস্‌,—তবে আর তোমার ভাবনা কি মা? এইতো সুখ-শান্তি-লাভের ব্যবস্থা আপনা হতেই তোমার হয়েছে। এইবার এসো,—মায়েপোয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে পথ দেখে দেখে চলে যাই।

[সুনীতি আশান্বিত হইয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইল]

সুনীতি। কোন্‌ পথ?

ভিখারী। পথ?

(ভিখারীর গীত :—পূর্ব্বোক্ত গীতাংশ)

এ সংসারে পথিক সবাই, পথের দাবী সবার আছে।
বাধা ঠেলে চল্‌ রে চলে, সোজা পথে মায়ের কাছে॥

ওরে অন্ধ দিশেহারা !   বহুদিন তুই মাতৃহারা ;

(ঐ) রুষ্টা মাতা তুষ্টা হয়ে, ফিরেছে তোর আকুল ডাকে ;—

মা তো তোদের সব দিয়েছে, তবু কেন দুষিস্ মাকে ?

[গান গাহিতে গাহিতে ভিখারী চলিতে লাগিল; সুনীতি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার পশ্চাতে চলিল] ।

চতুর্থ দৃশ্য

গুণধরের বাটীর সম্মুখ ।

(গুণধর ও ভণ্ডুলের প্রবেশ)

ভণ্ডুল । (কাঁদিতে কাঁদিতে) এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—

গুণ আরে—হোলো কি ?

ভণ্ডুল । [পূর্ব্বের মতই কাঁদিতে লাগিল]

গুণ । আরে মরগে যা—হ'ল কি বল্‌না ? খালি এঁ্যা—এঁ্যা—

ভণ্ডুল । তুমি নিবে স্যাকরাকে মারলে কেন ?

গুণ । মার্ব্ব না ? সে তোকে অকথ্য গাল দিচ্ছিল,—তোকে মারবে বলে ঐ অত বড় পেল্লায় ঘুষি তুলেছিল ! তারপর তোকে ছেড়ে আমাকে শুদ্ধু মার্ত্তে এল । তাই আমি তাকে মাল্লুম ।

ভণ্ডুল । ওকে আমি মার্ত্তুম যে !

গুণ । আরে—বলিস্ কিরে ছোঁড়া ? ও নিবে স্যাকরা,—আমার চেয়েও ষণ্ডা, জোয়ান ! তুই একরত্তি ছেলে—তার সঙ্গে পার্ব্বি কেন ?

ভণ্ডুল । না—পার্ব্বো না ! আমি ওর মত কত বড় বড় ষণ্ডাকে ঘাল করেছি ! ওকে পার্ব্ব না ? এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—

(গুণধরের সাকরেদগণ সবেগে প্রবেশ করিয়া রোষকটাক্ষে ভণ্ডুলের পানে চাহিল)

... তা পার্ব্বে বই কি! বুঝ্‌লে গুণ্‌দা? তোমার এ ভণ্ডুলে ছোঁড়া- কোন্ দিন মার খেয়ে অপঘাতে মর্ব্বে দেখছি!

গুণ। আহা—না—না—ওকে কিছু বলিস্ নি! আমার ছোট ভাইটী হয়!

১ম সা। তুমি আস্কারা দিয়ে ওর দফা রফা করে দিলে! তোমার আদরে ও এমন বিগ্‌ড়ে গেছে যে সে কথা বল্‌বার নয়! আমাদের তো চুলোয় যাক্— ও দেখ্‌ছ তো—তোমাকে শুদ্ধ মানেনা।

ভণ্ডুল। বেশ করি—মানি না—তোমার কি?

(জিভ কাটিয়া ভ্যাঁচাইল)

১ম সা। দেখ্‌ ভণ্ডুলে—মার খাবি বল্‌ছি!

ভণ্ডুল। কই—মারনা দেখি—

গুণ। না-না—থাক্-থাক্! একে তোরা কিছু বলিস্ নি—এ আমার আপনার ছোটো ভাইটী!

২য় সা। ও তোমার আপনার ভাই হ'ল কি করে? তুমি হ'লে বামুন, আর ও হ'ল সদ্‌গোপের ছেলে!

গুণ। হ'লই বা সদ্‌গোপের ছেলে? আপনার ভাই নয়?

১ম সা। কিসে?

গুণ। ও বাঙ্গালী ত?

১। হ্যাঁ—

গুণ। বাঙ্গ্‌লা দেশে থাকে—বাঙ্গলা কথা কয়?

১ম সা। হ্যাঁ——

গুণ। আমিও বাঙ্গালী—বাঙ্গালা দেশে থাকি—বাঙ্গালা কথা কই, তা হ'লেই ও আমার আপনার ভাই নয়? হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠকাতে পার্ব্বি না! ঠকাতে পার্ব্বি না!

২য়-সা। তা হলে—তুমি যা ভাল বুঝ্বে তাই কর্ব্বে,—কিন্তু ওকে একটু দাবিয়ে রাখাই দরকার! ভাগ্যে গুণদা আজ গিয়ে পড়েছিল—তাই রক্ষে;—নইলে ও ব্যাটা নিবে এমন বদমায়েস নয়,—ও রাগলে পরে তোকে আছাড় মেরে ফেল্‌তো!

ভণ্ডুল। আছাড় মারে সব বেটা! এইতো তুমিও কুস্তি করে এত বড় ষণ্ডা হয়েছ—এসনা—আমায় আছাড় মেরে দেখনা!

[দ্বিতীয় সাকরেদকে জোরে ধাক্কা দিল]

২য়-সা। তবে রে ছোঁড়া—বদ্‌মায়েস! মজা দেখবি?

(সরোষে ভণ্ডুলের হাত ধরিতেই ভণ্ডুল আলপিন ফুটাইয়া দিল)

২য়-সা। (লাফাইয়া উঠিয়া) ওঃ—বাপরে!

(পুনরায় আলপিন বিঁধাইয়া দিল)

ভণ্ডুলে। এসনা—আছাড় মারনা!

২য়-সা। উঃ—দেখেছ—দেখেছ গুণদা?

গুণদা। এই ভণ্ডুলে—কি কচ্ছিস্?

ভণ্ডুলে। কি কচ্ছি—দেখ্‌বে?

(গুণধরকে আলপিন বিঁধাইয়া দিল)

গুণ। উহু-হুহু! প্যাট্ করে কি বিঁধিয়ে দিলেরে? ছুঁচ নাকি?

(সাকরেদগণ সজোরে ভণ্ডুলের হাত ধরিল)

সাকরেদগণ। উঃ-ছোঁড়া কি পাজী বল দিকি?

গুণ। ওর হাতে ওটা কি বল্ দিকি ?

১ম-সা। একটা মস্ত বড় আল্‌পিন ! উ-হু-হু-হু—

। ছেড়ে দে বল্‌ছি—এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা-আমায় সকলে মিলে মেরে ফেল্‌লে—

সা-গণ। দে—আল্‌পিন ফেলে দে,—দে বল্‌ছি !

গুণ। আহা হা—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে ! ছেলেমানুষ—কিছু বলিস্ নি !

১ম-সা। আল্‌পিনটা না ফেলে দিলে কিছুতেই ছাড়বোনা ! উঃ—এমন বিঁধিয়ে দিয়েছে--

ভণ্ডুল। এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা—আমি কক্ষনো আলপিন্ দোবোঁনা—এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা—আমাকে সকলে মেরে ফেল্‌লে ! (ক্রন্দন)

গুণ। তোরা তো সব আচ্ছা বদ্ লোক ? কচি ছেলেটাকে কাঁদাচ্ছিস ? জানিস্—আমি কারুর কান্না সইতে পারিনা ? বিশেষ ছোট ছেলে-মেয়েদের ! দে—ওকে ছেড়ে দে— (ভণ্ডুলকে মুক্ত করণ)

ভণ্ডুল। এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা—আমার হাত মুচ্‌ড়ে দিয়েছে—ঐ ষণ্ডা গুণ্ডো—গোকুলো ব্যাটাচ্ছেলে—পাজী—

২য়-সা। ফের গাল দিচ্ছিস্ ?

ভণ্ডুল। বেশ কর্ব্ব—গাল দোবো— (আলপিন বিদ্ধ করণ)

২য়-সা। উঃ—বাপরে ! দেখছ্ গুণদা—আবার ফুটিয়ে দিলে !

গুণ। আয় ভণ্ডুলে—তুই আমার কাছে আয় ! ওদের সঙ্গে কি ঝগড়া ক'র্ত্তে আছে ? চল্—বাড়ীর ভেতোর চল্—আজ বাড়ীতে ভাল ক্ষীরের বরফি করেছি—বাদাম পেস্তা দিয়ে। আয় সবাই খাবি আয় ! একি ? দরজায় চাবি দিলে কেরে ? নন্দদা বুঝি ?

সকলে। সেকি ? তোমার বাড়ীতে নন্দদা চাবি দিলে কেন ?

গুণ। কি জানি ? তাইতো আশ্চর্য্য হচ্ছি ! বোধ হয়,—চোর ডাকাতের ভয়ে চাবি দিয়ে ঘরে শুয়ে আছে ! ও নন্দদা—নন্দদা—

১ম-সা। আরে কেন মিছে নন্দদা নন্দদা' করে চেঁচাচ্ছ ? সেকি বা দিকে তালা এঁটে বাড়ীর ভেতোর ঢুকে ঘরে শুয়ে আছে ?

গুণ। তা ঢুক্‌তে পারেনা ? তোরা তো তবে বড্ড জানিস্ ? পারেনা রে ভণ্ডুলে ?

ভণ্ডুল। পারেনা আবার ? এই বাইরে থেকে তালা দিয়ে ট্যাঁকে চাবি নিয়ে ঐ পাঁচীল বেয়ে উঠে ভেতর দিকে এক লাফ্ !

গুণ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—বেড়ে বলেছিস্—বেড়ে বলেছিস্ ! দেখ্ দেখি—ভণ্ডুলের কত বুদ্ধি ! হা—হা—হা—

২য়-সা ও রকম করে পাঁচীল টপ্‌কাতে কি তোমার নন্দদা কোন জন্মেও পার্ব্বে নাকি ? তোমার যেমন বুদ্ধি ! সে হ'ল সাহেব মানুষ ! ফড়্ ফড়্ করে খালি ইন-জিরি বলে !

গুণ। হ্যাঁ—তা বটে ! সে সাহেব মানুষ—কেবল ভয়েই মরে ! তাহলে আমরা বাড়ীর ভেতর যাই কি করে ?

ভণ্ডুল। তালা ভেঙ্গে ফেলনা ?

গুণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেড়ে বলেছিস্ ! তালাটা দরজাশুদ্ধ্ এক লাথিতে ভেঙ্গে ফেলি,—কি বলিস্ ?

১ম-সা। আরে—না না—আমরা এখুনি চারজনে চারিদিকে গিয়ে তাকে খুঁজে আন্‌ছি। ফস্ করে ঐ ছোঁড়ার কথা শুনে দরজাটা ভেঙ্গে ফেলোনা !

ভণ্ডুল। ফের্ আমায় ছোঁড়া বল্‌ছ মানিক দা ? দেখবে ?

গুণ. আর দেখে কাজ নেই ! আচ্ছা—দরজা ভাঙ্গবোনা—তোরা

কজনে মিলে তাকে খুঁজে নিয়ে আয় দেখি! বল্‌বি নন্দদাকে "কোথাকার গাধা তুমি? দিনের বেলায় দরজায় বড় বড় তালা লাগিয়ে চলে এসেছ?"

১ম-সা। তোমার বাড়ীতে সে তালা লাগাবার কে?

গুণ। এযে তারও বাড়ী—তা জানিস্ নে? এ আমার বাড়ী—তার বাড়ী—ভণ্ডুলের বাড়ী—তোদেরও বাড়ী! একি আমার একলার বাড়ী? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

সা-গণ। তোমার সকলি বিচ্ছিরি!

[সাকরেদগণের প্রস্থান।

ভণ্ডু। গুণদা?

গুণ। কি বল্!

ভণ্ডু। গুপে গয়লাকে তুমি পঞ্চাশ টাকা দিয়েছ কেন?

গুণ। তার ঘর পোড়ে গেছে যে,—দেখিস্‌নি?

ভণ্ডুল। আর সে ব্যাটা জমিদারকে ভোঁস্ দিয়েছে?

গুণ। এর মধ্যে ভোঁস্ দিয়েছে কি বল্? সে তো হিলিক্‌সনের দিনে দিতে হবে!

ভণ্ডুল। আমি দেখেছি—সে ভোঁস্ ট্যাকে করে নিয়ে জমিদারদের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল!

গুণ। তাই নাকি? সত্যি? তুই দেখেছিস্?

ভণ্ডুল। হ্যা—নিশ্চয় দেখেছি! ভোঁস্ তো সাদা সাদা—লম্বা লম্বা?

গুণ। না না—তুই জানিস্ নে! ভোঁস্ সব কাগজে লেখা থাকে! তুই জানিস্ নে!

ভণ্ডুল। তুমি ওর কাছ থেকে টাকা ফিরিয়ে নিও।

গুণ। (জিভ কাটিয়া) ইস্! তাকি পারি? সেও যে আমার ভাই হয় রে! ভাইকে টাকা দিয়ে কি ফেরং নিতে আছে?

ভণ্ডুল। সেও তোমার ভাই? সে তো গয়লা! দুধ দিয়ে বেড়ায়!

গুণ। সেদিন তরুণ চৌধুরী মশাই মিটিং—(meeting)এ কি বল্লে শুনিস্ নি? বাঙ্গালী হলেই আমাদের ভাই হয়।

ভণ্ডুল। গুণ্দা!

গুণ। কি বল্।

ভণ্ডুল। কানাই দাদা সেদিন যে গানটা শেখালে—সেটা আমি ভাল করে আজও শিখ্তে পারিনি!

গুণ। এঃ-তুই-তো এত ম্যাদামারা ছিলিনা। কবে থেকে এমন ধারা হলি বল্ দিকি? এই তো একটু আগে গুন্ গুন্ করে গানটা গাইছিলি!

ভণ্ডুল। না-না—মনে পড়েছে—মনে পড়েছে!

গুণ। তা হলে চট্ করে গা—গা—গা! আমার বড্ড শোন্বার ইচ্ছে হ'চ্ছে!

ভণ্ডুল।

গীত।

আমরা তোমার ভাই (ওগো) তোমরা আমার ভাই।
আমরা তোমরা মিলে এস একই পথে যাই॥
ভায়ে ভায়ে কাজ কি দ্বন্দ্ব?
ঘুচাও ভ্রান্তি মনের মন্দ!
হবে না তায় দেশের মন্দ, (যদি) পরস্পরের সুখটা চাই।
দশে মিলে করলে কাজ হার্লে তাতে ক্ষতি নাই॥

কত শক্তি তুচ্ছ খড়ে ?
(সে) হাওয়ায় পড়ে শূন্যে ওড়ে,
(কিন্তু) জোড়ে তাড়ে মিলে তারা—হাতি বাঁধে দেখ্‌তে পাই ;
ভুলে যাও সে কথার কথা—"ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই" ॥

(শেষ লাইন গাহিতে গাহিতে গুণধরের গলা জড়াইয়া ধরিল)

(নিরঞ্জনকৃষ্ণের প্রবেশ)

নির। এই যে গুণো—

গুণ। কিহে নিরঞ্জন-দাদা-কেষ্টো ? কি খবর কি ? তামাক খাবে ?

নির। আরে না না—তামাক তোমার পিত্যহই খাচ্ছি ! আমি সে জন্যে আসিনি। উদিকে মহাবিপদ।

গুণ। তা হোলে তুমি একটু দাঁড়াও। গোক্‌লো মান্‌কে এরা চাবি আন্‌তে গেছে—এখুনি এলো বলে !

ভণ্ডুল। তুমি তো আপিং খাও নিরঞ্জন-দাদা-কেষ্টো ! কেমন চমৎকার আজ বরফি তোয়ের হয়েছে—খেয়ে যাও !

নির। আরে বরফি খাব কি—উদিকে সর্ব্বনাশ !

গুণ। ভণ্ডুলে ! আজ নিরঞ্জন-দাদা-কেষ্টোকে গুপে গয়লার বাড়ী থেকে বেশ ভাল করে দেড়সের খাঁটি দুধ সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকে দুইয়ে এনে দিবি। আপিং খায়—সেই জন্যে দুধ ওর দরকার !

ভণ্ডুল। ওপে গয়লা, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকলেও এমন কায়দা করে জল দেবে,—কার বাপের সাধ্যি ধরে ?

গুণ। আচ্ছা—আচ্ছা—আমি দাঁড়িয়ে থেকে দুইয়ে এনে দেবো। তুমি কিছু ভেবোনা—নিরঞ্জন-দাদা-কেষ্ট ! আমি তোমায় খাঁটি দুধ

খাওয়াবো ! একেবারে বটের আটার মত খাঁটি দুধ—আজই এনে খাওয়াবো !

নির। আরে কি আশ্চর্য্য ! আমার কথাটাই শোনোনা ! তোমার দুটি হাতে ধচ্ছি ভাই—তুমি দিনকতক গাঁ থেকে চলে যাও ! এখুনি যাও—আর এক মিনিটও দেরী করোনা !

গুণ ও ভণ্ডুল } এঁ্যা—সেকি ? কেন ?

গুণ। কোন্ ব্যাটা আমার সঙ্গে লড়বে ? আসুক !

ভণ্ডুল। এই আলপিনে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়—

নির। পুলিস—একেবারে কলকেতা থেকে পুলিশ আস্‌ছে—তোমাকে গুণ্ডো বলে ধরে নিয়ে যেতে !

গুণ। পুলিশ ?—কলকেতা থেকে ? কেন ?

নির। নিবে স্যাক্‌রা তোমার নামে নালিশ করেছে। শুধু নিবে বলি কেন,—এর ভেতর একটা মহা ষড়যন্ত্র হয়েছে ! তার পাণ্ডা হচ্ছে—তোমার ঐ পিস্‌তুতো ভাই নন্দা—

গুণ। নন্দদা ?

ভণ্ডুল। ঐ বেটা নন্দা ? পাজী, নচ্ছার, গাধা, উল্লুক ?

গুণ। গাল্ দিস্‌নে রে ভণ্ডুলে—আমার ভাই হয় ! নিরঞ্জন-দাদা-কেষ্টো ! নন্দদা আমার সঙ্গে দুষ্‌মণি কচ্ছে ? বলতো—বলতো—আর কে কে তার দলে আছে—বলতো ?

নির। জমিদার রায় বাহাদুর হ'ল সর্দ্দার ! মঙ্গলচণ্ডীর বামুন পরেশ ঠাকুর, নিবে স্যাক্‌রা,—এদের দিয়ে তোমার নামে মারপিটের নালিশ করিয়েছে ! টাকা ঘুষ দিয়ে অনেক লোককে হাত করেছে।

তারা সব সাক্ষ্য দেবে,—তুমি লোককে মেরে ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নাও! একটা গুণ্ডোর দল করেছ, গাঁয়ে একটা কুস্তির আখড়া খুলেছ, সেইটে হল তোমার ডাকাতের আড্ডা! তার ওপর, নটবরের ভাগ্নী,—তাকে নিয়ে তোমার নাম দিয়ে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার দাঁড় করিয়েছে—

গুণ। সুনী! সুনী! এখনও তার কথা লোকে কয়? সে তো আমার বোনের মত,—তাকে নিয়ে আমার দুর্নাম কি? তার ওপোর,—সে তো গাঁ থেকে চলেই গেছে! আর—আমি মেরে ধরে টাকা কেড়ে নিই? কোন বেকুব গাধা এ কথা বলে—আমার সামনে এসে বলুক দিকি।

ভজুল। ইঁটিয়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দোবো জানো?

নির। আরে ভাই তা বল্লে শুনছে কে? আদালেতে সাক্ষ্যই হল আসল জিনিষ! মিথ্যা সাক্ষ্য গোটাকতক যোগাড় হলেই হয়কে নয়—নয়কে হয় করতে পারা যায় ঐ যে আশেপাশের গাঁয়ে ডাকাতি কটা মাসকতক আগে হয়ে গেছে,—শুনলুম— তোমার আর তোমার কুস্তির আখ্‌ড়ার ছোঁড়াদের নাম পুলিশে কে দিয়ে এসেছে!

গুণ। আরে দিকগে যাক্—আমি তো সত্যি ডাকাতিও করিনি, গুণ্ডোমিও করিনি,—আমার ভয় কি?

নির। দোহাই তোমার গুণো—তুমি দিনকতক গা ঢাকা হয়ে থাকো। এ সব দলবল আড্ডা ফাড্ডা তুলে দিয়ে দিনকতক গাঁ ছেড়ে পালাও।

ভজুল। গুণদা—পালাই চল।

গুণ। আমি তো পালাবো—কিন্তু তারা সব কি কর্ব্বে? মানকে, গোক্লো, শিবু, ভোলা,—তাদের যদি ধরে?

নির। তারাও সব আলাদা আলাদা গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ুক। আমি দেখি—ব্যাপারটা কতদূর গড়ালো!

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গুণ। ভঙ্গুলে! তোর কি বড্ড ভয় কচ্চে নাকি?

ভঙ্গুলে। আমি কোনো ব্যাটাকে ভয় করিনা। যতক্ষণ তোমার কাছে আছি! আমায় ধর্ত্তে এলেই প্যাট্ করে এই আল্পিন্ বিঁধিয়ে দোবো—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বাবা—আমার সঙ্গে চালাকী নয়!

গুণ। পালাতেই হবে যখন—তখন খেয়ে দেয়ে নিই চল্! নন্দদা গেল কোথায়? একবার তাকে পেলে হয় যে! তালাটা খুলি কি করে?

ভঙ্গুলে। এক লাথিতে দরজা ভেঙ্গে ফেলনা?

গুণ। ঠিক বলেছিস্—(দুই চারি ঘা লাথি মারিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভিতরে ঢুকিবার উদ্যোগ করিতেই গোপী গয়লার দধি ভাণ্ড লইয়া প্রবেশ)

ভঙ্গুল। গুণ্দা—গুণ্দা—এই গুপে গয়লা এসেছে!

গুণ। এই যে গুপে! দুধ এনেছিস্ আমার?

গুপী। তোমার দুধ আর গুপীনাথ গয়লা দিবেনি। তোমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে!

গুণ। কি বেরিয়েছে?

গুপী। হুলিয়া—হুলিয়া! কল্কেতা থেকে নিদ্পেক্তা বাবু এসেছে—

শিবগড়ের ফাঁড়ির দারোগা এস্‌তিছে—সিপাইরা, পাকেরা থানা থিকে নাঠি তেরোনাল বন্দুক কিস্‌তেল্ নিয়ে এস্‌তিছে,—তোমারে গাটকে চালান দিবেক !

গুণ। তা জানিরে ব্যাটা জানি ! তুই দুধ আন্‌লিনি—আমি কি খেয়ে পালাব রে ব্যাটা পাজী ?

গুপী। আরে—জমিদার বাবু—নন্দোবাবু—আমাকে মানা করে দিয়েছে—তোমাকে দুধ দিতে !

গুণ। কেন রে ব্যাটা গয়লা—কষাই হারামজাদা ! তোকে, কি আমি দাম দিইনা ? আগাম টাকা নিয়ে যাস্—মনে নেই ?

ভণ্ডুল। এই সেদিন ঘর তোলবার জন্যে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে গেলি—

গুপী। তাতো লিয়ে গেছি ! সে কথা অমাণ্যি করে কোন্ শালা ? তুমি ট্যাকা দিয়েছ,—আর জমিদার বাবু ট্যাকা দেয়নি ? সে ট্যাকা পেয়েই তো তোমার নামে নাহক্ মিথ্যে সাক্ষ্যি দিয়ে এইছি দারোগার কাছে।

গুণ। বলিস্ কিরে ব্যাটা ? আমার নামে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিস্ ?

গুপী। তা দুবোনি ? তিনি হল জমিদার—গাঁয়ের মা বাপ ! তিনি যা হুকুম কর্ব্বে—গোপী গয়লা তাই কর্ব্বেন ! আর মিথ্যেই বা কেনে ? তুমি সেই সেদিন সকালবেলা যখন বেলতলার হাটে আমি দুধ লিয়ে বেচ্‌তে যাচ্ছিনু—আমাকে কি রকম অদ্দা, চড়, চাপড়, কিল সেঁটে দিলে মনে নেই ? আমার দুধগুলো সব আস্তায় টেনে ফেলে দিলে ? এ সব কথা দারোগাকে বলবোনি ?

ভণ্ডুল। তোর দুধ ফেলে দিয়ে তোকে পঁচিশ টাকা তখুনি নগদ দিলে না গুণদা ?

গুপী। আরে কিসের পঁচিশ ট্যাকা? সে দুধ আমি একশো ট্যাকায় বেচতুম তা জানো? যেতক্ষণ গাঁয়ে নালা ডোবা আছে—তেতক্ষণ গুপী গয়লার দুধ কি ফুরুবেন?

গুণ। মার্ব্বনা তোকে—ব্যাটা অধর্ম্মে পাপিষ্ঠি গয়লা? যত রাজ্যের পচা নালা ডোবা পানা পুকুরের জল দুধে মিশিয়ে লোককে খাওয়াবি,—খেয়ে লোকের ওলাউঠো জ্বর বিকার হচ্ছে! ব্যাটা! তোর একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই?

গুপী। পয়সা ওজগার কর্ব্ব—তা আবার ধম্মজ্ঞান অজ্ঞান কি? ধম্ম কল্লে ট্যাকা ওজগার হয়? কোন্ শালা ধম্ম করে পিরথিমিতে ট্যাকা ওজগার করে বড়নোক হয়েছে দেখাও দিকি?

গুণ। দেখ্ ব্যাটা গুপে—মার খাবি বলছি! যা শিগ্গীর দুধ নিয়ে আয়! আর—হ্যাঁরে শোন্—তুই নাকি জমিদারকে ভোঁস্ দিবি বলিছিস্? তরুণ চৌধুরীকে দিবি না?

গুপী। আরে কে তোমার নরুন্ চৌধুড়ী? তাকে ভোঁস্ দেব কিসের লেগে? গাঁয়ের জমিদার—আজা মহারাজা আয় বাহাদুর থাকতে ভোঁস্ তো তুচ্ছ কথা,—একটা মরা গাইবাছুর পর্য্যন্ত কোন্ শালা পাবেনি।

গুণ। তবে রে ব্যাটা গয়লা—কিছু বলিনি বলে—বড় লম্বা লম্বা কথা কইছ! দে বল্‌ছি তোর ভাঁড়ে কি আছে! আজ সব কেড়ে নেবো! দে—

গুপী। এ জমিদার বাবুর আব্ড়ি মালাই দই—এ নিওনি।

গুণ। নোবোনা বইকি? (বাঁক হইতে ভাঁড় লইয়া) ভগুলে—চল্! এক এক করে এগুলো বাড়ীর ভেতোর নিয়ে চল্!

গুপী। মেরে ফেল্লে—মেরে ফেল্লে—গুণ্ডোবাবু সব কেড়ে নিলে—লুটে নিলে! ও নন্দ বাবু—ও দারোগা মশাই—ও নেস্পেক্টা বাবু—

(বিকট চীৎকার)

ভণ্ডুল। বেটা যেন ষাঁড় চেঁচাচ্ছে—গুণ্‌দা! ধরনা বেটার গলাটা টিপে! গোহত্যা হয়ে যাক! (গুপীর পূর্ব্ববৎ চীৎকার)

গুণ। (প্রহার করিতে করিতে) ভাগো বেটা গয়লা,—যা তোর কোন বাবা আছে, ডেকে নিয়ে আয়! (গুপীর পূর্ব্ববৎ চীৎকার)

ভণ্ডুল। বেটা এখান থেকে সহজে যাবেনা! রোস্ তো (আলপিন্ বিঁধাইয়া দিল)

গুপী। (লাফাইয়া উঠিয়া) ওরে বাবারে—একটা কি ফুঁড়ে দিয়েছে রে! ওরে মরে গেছিরে বাবা—(বেগে পলায়ন)

ভণ্ডুল। কি রকম হেতিয়ার রেখেছি বল গুণ্‌দা!

গুণ। তাইতো রে ভণ্ডুলে! বেশ মজার হেতিয়ার তো! থাক্ থাক্—ওটা হারাস্‌নি! চল্—এগুলো এইবার বাড়ীর ভেতোর নিয়ে গিয়ে কিছু খেয়ে দেয়ে কাপড় চোপড় নিয়ে শিগ্‌গীর বেরিয়ে পড়ি।

ভণ্ডুল। কোথায় যাবে বল দিকি গুণ্‌দা?

গুণ। কল্‌কেতায় যাবি?

ভণ্ডুল। হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই চল—তাই চল (উভয়ে বাটীর ভেতর ঢুকিয়া যাইতেছিল—এমন সময় দরোয়ান ও নন্দকিশোর প্রবেশ করিল)

নন্দ। তোম্‌কো হাম কব্‌সে বল্‌তা,—জলদী যাকে দেউড়ীমে খাড়া হও—Oh my God! একি? দরজা ভাঙ্গ্‌লে কে?

গুণ। দরজা ভাঙ্গবো না তো কি? তুমি চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে কোন্ চুলোয় ছিলে?

নন্দ। I say দরোয়ান—দেখো—এহি গুণ্ডা ! জমিদার বাবুকা দেউড়ী তোড় ডালা !

ভুট্টাসিং। হাঁ—সেতো দেখ্‌তা হায় ! আরে তুম্‌ কৌন্‌ হায় !—

গুণ। খবরদার—ব্যাটা নটু পটু পাঁড়েজী ! কাছমে মৎ আও—

ভু-সিং। কাছমে নেহি যাগা তো তোমকো পাকড়ায়গা কিস্‌তেরে ?

নন্দ। গুণো ! তোমায় পুলিশে যেতে হবে। তুমি বাড়ীর দরজা ভাঙ্গলে কেন ? You know—you are not the owner of this home now ! এ এখন জমিদার রায় অদ্ভুত কুমার রায় বাহাদুরের বাড়ী !

গুণ। তার বাবার বাড়ী ! ফের্‌ যদি এ রকম কথা বলবে—এক চড়ে তোমার মুখ বেঁকিয়ে দোবো !

নন্দ। তুমি তো এ বাড়ী তাকে বেচেছ ! একরাশ টাকা ধার করেছ ! সুদে আসলে বাড়ীর যা দাম—তার ডবল ট্রেব্‌ল—four times হয়ে গেছে—তা জান ?

গুণ। এ সব আমি জানিনা ! এ বাড়ী আমার,—আমার বাবার,—তার বাবার—তারও বাবার বাবার—চৌদ্দ পুরুষের—

ভণ্ডুল। আর আমার ?

ভু-সিং। আরে—চুপ রও শালা লেউগু !

গুণ। এই বেটা নচ্ছার মেড়ুয়াবাদি,—তোম্‌ হামার ভাইকে শালা বলা কাহে রে ?

ভু-সিং। আরে যাও যাও শালা ! তুম শালা—তুমারা ভাইভি শালা ! ভাগো শালা সাম্‌নাসে—

গুণ। তোম্ শালা আগে তো ভাগো—(দরোয়ানকে সজোরে এক চপেটাঘাত)

সিং। কেয়া শালা—হামকো এক থাপ্পড়? দেখে শালা—থাপ্পড়-মারনেওয়ালা—

নন্দ। লাগাও ভুট্টাসিং—Go on! no দয়ামায়া! আমি order দেতা হ্যায়,—গুণ্ডাকো সিধা কর্ দেও!

[ভুট্টাসিং লাঠি উঠাইয়া গুণধরের দিকে অগ্রসর হইল। ক্ষিপ্র হস্তে তাহার হাত হইতে লাঠি লইয়া গুণধর তৎসাহায্যে তাহাকে ধরাশায়ী করিল]

নন্দ। Constable—পাহারোলা—জমাদার—দারোগাবাবু—Inspector সাহেব—পুলিশ—পুলিশ—

ভণ্ডুল। একেও এক ঘা লাগাও না গুণ্‌দা!

গুণ। আরে—ও যে আমার পিসিমার ছেলে! (নন্দ পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিতে লাগিল)

ভণ্ডুল। আরে রেখে দাও তোমার পিসিমার ছেলে! পিসিমার ছেলে ঐ রকম হেলে সাপের মত হয়? দেখনা—আমি একবার হেতিয়ার চালাই—(আল্‌পিন বিঁধাইয়া দিল)

নন্দ। ওরে বাবারে—আমায় গুলি কল্লে রে! fire—fire—pistol—pistol—shot dead! পুলিশ—পুলিশ—খুন—খুন—murder murder—

গুণ। ভণ্ডুলে! ঐ বুঝি পুলিশ আসছেরে! নন্দদা! ভাল চাওতো আমার সঙ্গে লেগোনা—চেঁচিও না চুপ্ কর। তবু চেঁচাচ্ছে! এক লাঠি ঝাঁক্‌বো নাকি?

ভণ্ডুল। তাইতো অনেকক্ষণ থেকে বল্‌ছি! দে ব্যাটার মাথায় দৈ ঢেলে—

(দধিভাণ্ড হইতে দধি লইয়া নন্দকিশোরের সমস্ত মুখে মাখাইয়া দিল)

গুণ। হা হা হা—বেড়ে হয়েছে—

নন্দ। পু—পু—পু—লিস্‌! পু—পু—পু—লিস্‌—

ভণ্ডুল। ঐ তোর পুলিশ বাবারা আসছে—

গুণ। ভণ্ডুলে! পালাই আয় (ভিতরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিবার চেষ্টা)। ওরে ভণ্ডুলে! দরজার কব্জাগুলো সব ভেঙ্গে গেছে রে!

ভণ্ডুল। অমনি ঠেকিয়ে রেখে চলে এসনা!

[দরজা বন্ধ করিয়া উভয়ের ভিতরে প্রস্থান।

নন্দ। মুখময় ছোঁড়া কি দিলে রে বাবা? রাম—রাম—রাম! বিশ্রী টোকো গন্ধ! (জিভ দিয়া চাটিয়া) নাঃ—এ যে চিনিপাতা দৈ! মন্দ নয় তো!

(অঙ্গুলীর সাহায্যে মুখ হইতে দধি লইয়া ভক্ষণ)

Oh my God! এমন পাট্টা দরোয়ান—কুছ্‌ কামকা নেহি হ্যায়? ভুট্টা সিং—এ পাঁড়েজি!

ভু-সিং। এ বাবু—হাম্‌ মর্‌ গিয়া—একদম্‌ মর্‌ গিয়া! শালা ডাকু আচ্ছি লড়্‌নেওয়ালা হ্যায়!

নন্দ। ও লড়্‌নেওয়ালা হ্যায়—আর তোম কি খালি ডালরুটি-ওড়ানে-ওয়ালা হ্যায়? দেখো—জল্‌দী একদফে থানায় যাকে দারোগা—ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুলোককো বোলানে সেকেগা?

ভু-সিং। হাম্‌রা পাঁওমে বহুৎ দরদ হুয়া,—হাম্ বিল্‌কুল চল্‌নে নেই সেকেগা!

গু। তোম্ লাঠি চালানে নেই সেকেগা—দেউড়ীমে চৌকি দেনে নেই সেকেগা—পুলিশ্‌মে যানে নেই সেকেগা,—তব্ তোম্ কেয়া কর্‌নে সেকেগা? খালি গোঁপদাড়ী চোমরায়কে তুলসীদাস পড়নে সেকেগা—খাটিয়াপর্ বৈঠ্‌কে?

(পোটলা কোমরে বাঁধিয়া হাতে লাঠি লইয়া গুণধর ও তৎসহ ভগুলের দরজা খুলিয়া বাহিরে আগমন)

নন্দ। ওরে—বাবারে—গুণ্ডা লাঠি বের করেছে রে—

[প্রস্থান।

ভু-সিং। এ সীতারাম—এ সীতারাম! (গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান)

(হাঁফাইতে হাঁফাইতে সাকরেদগণ প্রবেশ করিল)

১ম-সা। গুণদা—গুণদা—

গুণ। কি—খবর কি?

১ম-সা। শীগ্‌গির পালাও! গাঁয়ে হুলুস্থুল লেগে গেছে—তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে!

গুণ। এঁ্যা—বলিস্ কিরে ছোঁড়ারা? তোরা শুদ্ধু ভয় পেয়ে গেলি?

১ম-সা। তুমি সব দিকে মাটী করে ফেলেছ—সব দিকেই গণ্ডগোল করেছ,—কাজেই আমাদের ভয়ও ক'র্ত্তে হবে,—হয়তো গাঁ থেকে জন্মের মত পালাতেও হবে! কি বলিস্ রে তোরা?

সকলে। তার আর কথা আছে?

(সাকরেদগণ চলিয়া যাইতেছিল—)

গুণ। শোন্ শোন্ মান্‌কে ! আমার একটা কথা শোন্ ! পালাস্ নিতান্তই যদি পালাস্—আমার একটা কথার জবাব দিয়ে যা !

১ম-সা। কি বল ?

গুণ। তোদের যে এতদিন ধরে কুস্তি করা, লাঠিখেলা শেখালুম,—বাদাম, পেস্তা, বেদানা, মিছ্‌রি, খাঁটি দুধ খাওয়ালুম,—হ্যাঁরে,—তার ফল কি এই হ'ল ?

২য়-সা। কি হ'ল ?

গুণ। হ'ল না ? তোরা মিছে একটা ভয় করে আজ কুকুরের মত আমাকে ছেড়ে সব পালাচ্ছিস্ ? দূর্ দূর্—তোরা বাঙ্গালীর ছেলের নাম ডোবালি !

১ম-স। গুণদা ! তবে সত্যি কথা বোল্‌বো ?

গুণ। বাপের বেটা তোরা,—মিথ্যে কথা ব'ল্‌তে তোদের লজ্জা করেনা ?

২য়-স। তা হ'লে ব'ল্‌তেই হোলো। গুণদা ! পুলিশের ভয়ে আমরা তোমাকে ছেড়ে পালাচ্ছি না,—পুলিশের ভয় দেখিয়ে আমরা তোমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে ব'লছি না—

গুণ। তবে কেন এতক্ষণ ব'ল্‌ছিলি—পালাও—পালাও ?

১ম-স। তুমি না পালাও—না পালাবে। কিন্তু তোমার সাকরেদী ক'চ্ছি বলে এতটা বদনাম আমরা মাথায় নিয়ে তোমার সঙ্গে আর মিশ্‌তে পারিনা।

গুণ। তোরাও ব'লছিস্ বদ্‌নাম ?

২য়-স। হ্যাঁ—ব'লছি। কে না ব'লছে ? আর—কেনই বা না ব'লবে ?

কি কাণ্ডটা ক'ল্লে বল দিকি—একটা সুন্দরী যুবতী বিধবাকে নিয়ে? ছিঃ—

গুণ। কিন্তু অপরে যা বলে বলুক,—তোরা—তোরা—তোরাও কি আমায় মন্দ ভাবিস্? তোরাও কি আমায় অবিশ্বাস করিস্?

১ম স। হ্যাঁ—করি। কেন ক'র্ব্বনা? সুনীতিকে নিয়ে তুমি আমাদের চোখের সাম্‌নে কি আধিখ্যেতাই না ক'ল্লে? তাকে নিজের বাড়ীতে এনে পুর্‌লে,—তাকে আমাদের দলে মিশিয়ে দিলে,—তাকে—তাকে—

গুণ। আমি যে তাকে বোনের মত দেখি রে! তোরাও যে, ভণ্ডুলেও যে,—সেও তো আমার কাছে সেই রকমই ছিল!

১ম স। সে কথা ব'ল্লে বিশ্বাস ক'চ্ছে কে?

গুণ। আচ্ছা—যাক্! কিন্তু কানাইলাল—আমাদের কানাই ম্যাষ্টার,—সে তো তা বলেনা! সে তো আমাকে বিশ্বাস করে—সে তো আমাকে ভাল ব'লে জানে?

২য় স। আরে—কানাইদাই তো সব চেয়ে বেশী তোমার ওপোর চটেছে! তোমার সুনীতিকে নিয়ে এই সব কীর্ত্তি দেখে, তোমার ওপোর সে যে রকম রেগেছে—

গুণ। বলিস্ কি? কানাই ম্যাষ্টার পর্য্যন্ত—

১ম স। হ্যাঁ—সেইতো তোমার ওপোর রেগে সুনীতিকে গাঁ-ছাড়া করেছে! সুনীও গাঁ-ছাড়া হয়েছে,—এইবার—কানাইদা বলে,—তুমি গাঁছাড়া হ'লেই নারাণপুর গাঁয়ের মঙ্গল—সব দিকেই মঙ্গল হবে!

[কোন রকমে অশ্রুরোধ করিয়া সবেগে সাকরেদগণ চলিয়া গেল]

দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য

"গুণধর" (শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী)

"—তাহ'লে সবাই আমাকে ছাড়লে ?"

[১০১ পৃষ্ঠা

[সাকরেদগণের গমনপথের পানে তাকাইয়া গুণধর স্থাণুর মত কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া রহিল। তাহার দুটী চোখ অকস্মাৎ ছলছল করিয়া উঠিল ; ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল]

গুণ। তাহ'লে—তাহ'লে সবাই আমাকে ছাড়লে ? শেষে কানাই—কানাই ম্যাষ্টার,—সেও আমার পর হোলো ? সেও আমার বদনাম ক'রলে ? আমি তাহলে একা ? একা ?

[অসহায়ের মত মাটিতে বসিয়া পড়িল]

[ভণ্ডুল ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া গুণধরের একখানি শিথিল হাত ধরিল]

ভণ্ডুল। কেন একা ? এই যে আমি আছি দাদা !

গুণ। ভণ্ডুল ! তুই আছিস্ ? তুই সুনীতির কথা নিয়ে আমাকে গালা-গাল দিয়ে,—মিছিমিছি আমার বদ্‌নাম কোরে তুই কবে চলে যাবিরে ভণ্ডুল ? তুই আর আছিস কেন ? যা—যা—ভণ্ডুলে ! তুইও চলে যা,—সবাই চলে যা। আমিও চলে যাই !

[অভিমানে ব্যথায় অসহায় গুণধরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল]

[ভণ্ডুল হাত ছাড়িয়া গুণধরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল]

ভণ্ডুল। তোমাকে ছেড়ে আমি যাবো ? কেন ? আমি যে তোমার ভাই—তুমি যে আমার দাদা ! আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি ? আমি কি তোমাকে চিনি না ? আমি কি ঐ ওদের মত নেমোখারাম ছোটলোক যে, তোমার আর সুনীদির নামে বদ্‌নাম দিয়ে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো ? আমি যে তোমার ভাই ! আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি ?

গুণ। পারিস্ না? তাহলে—তুই আমাকে ছেড়ে যাবিনা? তুই আমায় বিশ্বাস করিস্,—আমাকে ভাল বলিস্ ভণ্ডুলে?

ভণ্ডুল। শুধু ভাল বলি? এতো ভালো তুমি যে, মা দুর্গা, মা কালী, মা তারা, বাবা তারকেশ্বর এতো ভালো নয়! তোমাকে ভাল ব'ল্‌বো না দাদা?

[গুণধর সস্নেহে ভণ্ডুলকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া]

গুণ। তবে আয়—আয়—আমার কোলে আয়—আমার বুকে আয় ভণ্ডুলে—ছোট ভাইটী আমার! আজ তোকে বুকে নিয়ে আমি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাই!

[গুণধর ভণ্ডুলকে কোলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—দুইজনেরই সমস্ত অঙ্গ কিসের আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল; অকস্মাৎ দুইজনে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা—রাজপথ।

(রঙ্গিনীগণের গীত)

সহরে) গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায়।

পাড়ায় পাড়ায় গাঁটকাটা চোর ;—

হ'চ্ছে) ডাকাতিও কল্‌কেতায় ;—(দিনে) ডাকাতিও কল্‌কেতায় ॥

গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায় ॥

চ'ল্ল বাবু হাওয়া খেতে কলকোঁচাটী হাতে,

হদ্দ-মুদ্দো পাঁচটী সিকে রেস্তো নিয়ে সাথে ;—

(অম্‌নি) চক্‌চকে ছোরাটী ধরে (বাবুর) সুমুখে হাত পাতে ;—

(বলে) "ল্যাও রুপেয়া—সোণার বোতাম," আংটী চস্‌মা বাদ কি যায় ?

গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায় ॥

হিসেব-নিকেশ ক'চ্ছে বসে, নিয়ে টাকার থলি,

(যেন) "বন্ থেকে বেরুলো টিয়ে,"—(এসে) ছাড়্‌লে দু'চার গুলি ;—

(সট্ সট্ সট্) ছাড়লে দু'চার গুলি ;—

খেয়ে ধন্দ মালিক অন্ধ, (তার) বন্ধ মুখের বুলি।

(তারা) ঘাল করে মাল নিয়ে সরে,

(তখন) কে বা তাদের রুখ্‌তে যায় ?

গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায় ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইটিলী,—লছমী বাঈয়ের বাসাবাটীর কক্ষ

(লীলা টেবিলে বসিয়া পত্র লিখিতেছিল এবং লছমী প্রুফ্ শিট্ কারেক্ট্ করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে লীলার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল)

লীলা। (পত্র লেখা সমাপ্ত করিয়া খামে চিঠি পুরিতে পুরিতে) আমার পাল্লায় পড়ে তুমি আচ্ছা জব্দ হয়েছ দিদি !

লছমী। জব্দ কি রকম ?

লীলা। নয়ই বা কি রকম ? সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তামাম্ কলকেতা সহরটা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালে। তারপর খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করা চুলোয় যাক্,—আমি চিঠি ক'খানা লিখে শেষ ক'ল্লে পর আমার সঙ্গে বিশ্রাম কর্ব্বার আশায়, ঠায় চুপ করে বসে রয়েছ !

লছমী। চুপ করে বসে থাকবো কেন ? এই তো এতক্ষণ ধরে নারী-শিল্পসঙ্ঘের হিসেবপত্র দেখলুম,—নতুন Prospectus (প্রস্-পেক্টাসের) খান-কুড়ী-পঁচিশ প্রূফ্-শিট্ করেক্ট্ করে ফেল্লুম ! তুমিও কাজ ক'চ্ছ—আমিও কাজ ক'চ্ছি। তবে,—বিশ্রামের দরকার বটে তোমার !

লীলা। আর তোমার নয় ?

লছমী। যাক্—ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। কত কাল পরে কলকেতায় এসেছ,—কেমন লাগ্‌ছে ?

লীলা। দেখ দিদি,—ভাল কি মন্দ লাগ্‌ছে, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না! বুঝতে পাচ্ছি না,—এ কোথায় এসেছি! কলকেতা, বোম্বাই না লাহোর?

লছমী। সে আবার কি?

লীলা। এই যে আজ সকাল বেলা বাংলা দেশের প্রধান সহর কলকেতাটা ঘুরে বেড়িয়ে এলুম, কিন্তু এখনও ঠিক বুঝতে পাল্লুম না দিদি—এটা বাঙ্গালীর দেশ কিনা! ব্যবসাদার, দোকানী,—পসারী, মুটে, মজুর, গাড়োয়ান,—এদের ভেতর বাঙ্গালী তো দেখতেই পেলুম না!

লছমী। তাহলে তুমি কি বলতে চাও—কলকেতায় বাঙ্গালী নেই?

লীলা। থাকবে না কেন? বাঙ্গালী দেখবো না কেন? বেলা দশটার সময় কর্ণওয়ালিস-চিৎপুর ট্রামে আর Busএ হুদো হুদো কেরাণীরূপী পৌণেমরা বাঙ্গালী বাবুরা যাচ্ছেন। অধিকাংশের দেহ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে জীর্ণ শীর্ণ, মুখের বর্ণ ফ্যাঁকাসে, একটা না একটা উৎকট্ Chronic ব্যাধি দেহের মধ্যে আছেই। শরীরের গঠনে কোনও বাহার নেই,—বাহার হ'চ্ছে কেবল মাথার চুলে।

লছমী। কি ব'লবো বোন্—বাঙ্গালী জাতির অদৃষ্ট! নইলে, এমন একটা উঁচুদরের—intelligent জাতির এমন হীন অবস্থা? আমাদের এই নারীশিল্পসঙ্ঘ যদিও অল্পদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত, তবু সেই সম্পর্কে যত গুলি বাঙ্গালীসংসার আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে,—তাতে বাঙ্গালী সম্বন্ধে মোটামুটী আমার নিজের এই ধারণা জন্মেছে যে, বাঙ্গালীদের জাতীয় শিক্ষা মোটেই নেই। সেইজন্য এত intelligent এত শিক্ষিত হয়েও বাঙ্গালী এত অধঃপতিত!

লীলা। আমি মানি বটে—বাঙ্গালীর অশেষ গুণ, কিন্তু দোষের ভাগ তার চেয়েও বেশী ! সব চেয়ে বেশী দোষ,—বাঙ্গালীর একতা নাই।

লক্ষ্মী। দুঃখ করে আর কি হবে বহিন্? এত লেখাপড়া শিখেছ, এত দেশ বিদেশ ঘুরে এসেছ, এত জ্ঞানলাভ করেছ,—নিজের দেশকে—নিজের জাতভাইকে যদি এতই ভালবাস,—তাহ'লে চেষ্টা কর, কিসে বাঙ্গালীর এ সমস্ত মারাত্মক দোষগুলো কেটে যায় !

লীলা। বেছে বেছে লোক ঠাউরেছ ভাল ! একে বাঙ্গালী—তায় স্ত্রীলোক,—আমার শক্তি কতটুকু দিদি ?

লছমী। কার দ্বারা কতটুকু কাজ হয়—কে জানে বোন ? এমন শস্য-শ্যামলা ভারতভূমি আমাদের,—এখানে যদি মানুষ অল্প চেষ্টা করে নিজের দুঃখদারিদ্র্য দূর করবার জন্যে,—তাহলে কি মা কমলার কৃপা-কটাক্ষ লাভে তার বিলম্ব হয় ? তোমার সে গানটা গাও না ভাই—

লীলা। আমার কি গান তেমন আসে ? তুমি হ'লে সাক্ষাৎ বীণাপাণি—সঙ্গীতের রাণী,—তুমি বরং সেই হিন্দি গানটা গাও, আমি প্রাণভরে শুনি !

লছমী। আচ্ছা—

গীত

এ প্রি ! কাম করো এ্যায়সা !
কোই না বিস্‌মে করে তামাসা ॥
আপ্‌না পহিরণ্‌ দেশ্‌কা পহিনো,
(কেঁও) আন্‌সে লে কর্—বান্দর্ বনো ?
দানাপানি দুস্‌রে সে কর্—
(কেঁও) করো গুলামী যায়সা ত্যায়সা ॥

তৃতীয় অঙ্ক— দ্বিতীয় দৃশ্য

লীলাময়ী—(শ্রীমতী আশ্মানতারা)

লীলা। আমি মানি বটে—বাঙ্গালীর অশেষ গুণ, কিন্তু দোষের ভাগ তার চেয়েও বেশী! সব চেয়ে বেশী দোষ,—বাঙ্গালীর একতা নাই।

লছমী। দুঃখ করে আর কি হবে বহিন্? এত লেখাপড়া শিখেছ, এত দেশ বিদেশ ঘুরে এসেছ, এত জ্ঞানলাভ করেছ,—নিজের দেশকে—নিজের জাতভাইকে যদি এতই ভালবাস,—তাহ'লে চেষ্টা কর, কিসে বাঙ্গালীর এ সমস্ত মারাত্মক দোষগুলো কেটে যায়!

লীলা। বেছে বেছে লোক ঠাউরেছ ভাল! একে বাঙ্গালী—তায় স্ত্রীলোক,—আমার শক্তি কতটুকু দিদি?

লছমী। কার দ্বারা কতটুকু কাজ হয়—কে জানে বোন? এমন শস্য-শ্যামলা ভারতভূমি আমাদের,—এখানে যদি মানুষ অল্প চেষ্টা করে নিজের দুঃখদারিদ্র্য দূর করবার জন্যে,—তাহলে কি মা কমলার কৃপা-কটাক্ষ লাভে তার বিলম্ব হয়? তোমার সে গানটী গাও না ভাই—

লীলা। আমার কি গান তেমন আসে? তুমি হ'লে সাক্ষাৎ বীণাপাণি—সঙ্গীতের রাণী,—তুমি বরং সেই হিন্দি গানটী গাও, আমি প্রাণভরে শুনি!

লছমী। আচ্ছা—

গীত

এ জি! কাম করো এ্যায়সা!
কোই না যিস্‌মে করে তামাসা॥
আপ্‌না পহিরণ্‌ দেশ্‌কা পহিনো,
(কেঁও) আন্‌সে লে কর্—বান্দর্ বনো?
দানাপানি দুস্‌রে দে কর্—
(কেঁও) করো গুলামী য্যায়সা ত্যায়সা॥

তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

লীলাময়ী—(শ্রীমতী আশ্‌মানতারা)

"—আমার শক্তি কতটুকু দিদি ?—"

[১০৬ পৃষ্ঠা

তৃতীয় অঙ্ক— দ্বিতীয় দৃশ্য

নারীশিল্পসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী "লছমী বাঈ"— (শ্রীমতী আঙুরবালা)

"— তাহ'লে চেষ্টা কর—কিসে বাঙ্গালীর এ সমস্ত মারাত্মক

দোষগুলো কেটে যায় !" [১০৬ পৃষ্ঠা

ভাই ভাইসে প্রীত রাখো,—
দেশ্‌কা ডাক্‌মে দেশ্‌কো দেখো,—
না বনাও দাসী আপ্‌না মাকো,—
লুটা দে কর্ দেশকা পয়সা ॥

লীলা। মরি মরি—কী সুন্দর—কী মধুর! দিদি! সত্যি ব'ল্‌ছি,—শুধু সুন্দর মধুর ব'ল্লে—তোমার গানের যোগ্য প্রশংসা করা হয়না!

লছমী। তার চেয়ে যাচ্ছে তাই বল। নাও—ওঠো! দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা তিনটে বেজে গেল! চল, কাপড় চোপড় বদ্‌লে কিছু জলযোগ করে আবার দুই বোনে টহল দিতে যাই!

লীলা। টহল দিতে যাই বা কোথায়? দেখা হবার তো কোনো আশাও দেখ্‌ছি না—উপায়ও দেখ্‌ছি না!

লছমী। এ রকম করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে—বিশেষতঃ এই কলকেতার সহরে,—কানাইবাবুকে কি দেখতে পাবে?

লীলা। আর দেখতে পেলেই বা কি হবে? তিনি আমি ভিন্ন অন্য কাউকেও বিবাহ কর্বেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সত্য,—কিন্তু সেজন্য কি এখনও আমার আশাপথ চেয়ে তিনি বসে আছেন? কি জানি,—মনে ত হয়না।

লছমী। তাই যদি তোমার বিশ্বাস,—তাহ'লে তা'কে এত খোঁজাখুঁজিই বা ক'চ্ছ কেন, আর তার আশায় কুমারীব্রতধারিণী হয়ে থাকবেই বা কেন?

লীলা। কারণ, আমরা হিন্দুঘরের স্ত্রীলোক,—আমাদের সতীর গর্ভে জন্ম! আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, স্ত্রীলোক কখনো দুজনকে ভালবাসতে পারেনা! আমি ভালবাস্‌বো একজনকে, বিবাহ

ক'র্ব্বে অপরকে,—সে মহাপাতকটা না হয় নাই ক'ল্লুম দিদি ! শঙ্কর-দাসজির সঙ্গে তো তোমার বিবাহ হয়নি,—ভালবাসা হয়েছিল ! তিনি মারা গেলেন, কিন্তু তোমার ভালবাসা ফুরুলোনা কেন ? তুমি চিরকুমারী রয়ে গেলে কেন ?

লছমী। তিনি অন্যের কাছে মৃত, কিন্তু আমার কাছে জীবিত। আর তাঁর মৃত্যুর পর—বাবা তো নিজের হাতে আমার বিবাহ দিয়েছেন !

লীলা। সে কি ?

লছমী। ব'ল্লেন,—"আয় মা—আজ থেকে জন্মভূমির সঙ্গে তোর স্বামীসম্বন্ধ স্থাপন করে দিই। স্বামীকে যে ভাবে স্ত্রীলোকে ভালবাসে—যত্ন করে—সেবা করে,—আজ থেকে সেই ভাবে তোর জন্মভূমিকে ভালবাস্—যত্ন কর্—সেবা কর্ ! শঙ্করজির আত্মার সদ্গতি হবে।"

[লছমী বাঈএর সমস্ত মুখখানি স্বর্গীয় পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিল]

(নেপথ্যে ভিখারীর গীত)

(ওগো) আবার যদি আসো হেথায়, রেখোনা মা এমন করে।
সন্তানে চরণে ঠেলে মা তুমি থেকোনা স'রে ॥

লীলা। কে গায় দিদি ?

লছমী। সেই—সেদিন যার কথা তোমায় ব'লছিলুম ! সেই ভিখারী—

লীলা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তার সঙ্গে আমার একদিনও দেখা হয়নি ! এখানে আসবে না সে ?

লছমী। কি জানি—কিছু বুঝতে পাচ্ছি না ! হঠাৎ গাইতে গাইতে থেমে গেল কেন ? চলে গেল নাকি ? বেহারা—

(বেহারার প্রবেশ)

লছমী। উহ্ আদ্‌মী চলা গিয়া ?

বেহারা। ও গানওয়ালা ?

লীলা। হাঁ।

বেহারা। নেহি গিয়া হ্যায়। আপ্‌কো বিনা হুকুমসে হাম ক্যায়সে ঘরকা ভিতর আনে দেগা মায়ী ?

লছমী। যাও—উনকো ভেজ দেও।

বেহারা। বহুৎ আচ্ছা। উস্‌কো সাথমে আজ এক্‌ঠো মাজি ভি হ্যায় ?

লছমী। মাজি ? যাও—জলদি বোলায় লে আও !

[বেহারার প্রস্থান।

লীলা। মাজি কে আবার ? ওঁর কি স্ত্রী আছেন ?

লছমী। ওঁর সম্বন্ধে কিছুই জানিনি বোন্। বলে,—"মা ! ভিখারী আমি, আমার তা ছাড়া অন্য পরিচয় কি আছে ?"

(গাহিতে গাহিতে ভিখারীর প্রবেশ)

(ওগো) আবার যদি আসো হেথায়, রেখোনা মা এমন করে।
সন্তানে চরণে ঠেলে—মা তুমি থেকোনা সরে ॥
(এমন) পরবাসী নিজবাসে,—পদে পদে কেবল বাধা,—
মুখের কথার নেই অধিকার,—হাতে পায় শিকল বাঁধা ;—
ধন্য হবো মা এর চেয়ে,—
হীন পশুজনম পেয়ে,
(এমন) মানুষে অমানুষ হ'য়ে—থাকতে চায় কে জ্যান্তে মরে ?

মী। অনেক দিন তোমায় দেখিনি বাছা ! কোথায় গিয়েছিলে ?

খারী। ভিখারীর সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার !

লা। তোমার সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক ছিলেন না ?

খারী। ছিলেন কি ? আছেন। আমার ভিক্ষা-করা ধন, তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে এসেছি মা !

মী। কই তিনি ?

খারী ঘরের বাহিরে গিয়া বলিল,—"আয় মা স্নীতি ! ঘরের ভেতর তোর দিদিদের কাছে আয় !"

(ভিখারীর সহিত সুনীতির প্রবেশ)

খারী। ওঁর পরিচয় অনেকটা না দেবার মত। তবে যখন উনি আমার ভিক্ষার ধন,—আর ওঁকে যখন আমি তোমাদের জন্যে ভিক্ষা করে এনেছি,—তখন আমিই পরিচয় দিচ্ছি ! উনি ব্রাহ্মণকন্যা, সাত বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন।

হমী ও
লা। } সাত বছর বয়সে ?

ীতি। হ্যাঁ দিদি, আমি মস্ত বড় কুলীনের মেয়ে। আমার মত অল্প বয়সে পিতৃমাতৃকুলের কুল বজায় রাখ্‌তে যাদের বিবাহ হয়, স্বামীসঙ্গ-লাভ বড় একটা তাদের অদৃষ্টে ঘটে ওঠবার সুযোগ হয়না !

লা। যাক্ সে কথা। তা ভাই—তোমার বাড়ী কি এই কলকেতায় ?

নী। না,—কলকেতায় জীবনে এই আমি প্রথম এলুম !

হমী। তোমার শ্বশুরবাড়ী ?

সুনী। শ্বশুরবাড়ী কোথায় জানি না। শুনেছি—পূর্ব্ববঙ্গে।

লীলা। কোথায় থাকৃতে ? আর এঁর সঙ্গেই বা এলে কোথা থেকে ?

ভিখারী। নারাণপুর গ্রামের পথ থেকে—এই রত্নটী কুড়িয়ে এনেছি মা !

লীলা। নারাণপুর ?

লছমী। নারাণপুর ? তাহ'লে—লীলা—

লীলা। যাক্ সে কথা। দিদি—তুমি চুপ করো। তা—তা—হ্যাঁ ভাই ! নারাণপুরের কা'র মেয়ে তুমি ?

সুনী। আমার বাবাও ছিলেন মহাকুলীন। ক্বচিৎ কখনো তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় আমার দেখাসাক্ষাৎ হ'ত। আমার মামার নাম ৺নটবর মুখুয্যে।

লীলা। নটবর মুখুয্যে ? নটবর মুখুয্যে ? তা—তা—তা—

সুনী। আপনি কি নারাণপুরের কা'কেও চেনেন ? সেখানে কি কখনো গিয়েছিলেন ?

লীলা। না—না—হ্যাঁ—খুব ছেলেবেলায় দু'একবার গেছি,—না—না সে না-যাওয়ারই সামিল।

লছমী। তোমার কে আছে ?

সুনী। কেউ নেই। আমি দূরসম্পর্কে আমার এক মামার বাড়ীতে থাকৃতুম।

ভিখারী। সেখানে ভাত রাঁধতেন—বাসন মাজতেন—জল তুলতেন—আর একবেলা একমুঠো আলো চাল আর কাঁচকলা সিদ্ধ করে খেতে পেতেন !

সুনী। তা,—গেরোস্তো সংসারে—আপনার লোকের বাড়ী থাকতে হ'লেই কাজকর্ম্ম ক'র্ত্তে হয় বৈকি দিদি !

ীলা। তোমার এই মামাটীর নাম ?

ুনী। কেশব চাটুয্যে মশাই !

ছমী। চেনো নাকি লীলা ?

ীলা। আমি—আমি চিন্‌বো কেমন করে দিদি ? আমি—আমি কা'কেও চিনি না।

ছমী। তা—হ্যাঁগা ছেলে ! ইনি কি এখানে থাক্‌বেন ?

ভিখারী। হ্যাঁ মা ! নইলে, সঙ্গে করে আন্‌লুম কার ভরসায় ? তোমাদের এখানে থাকবেন—কাজকর্ম্ম শিখবেন—পড়াশুনো ক'র্ব্বেন ! তোমরা যেমনটী চাও,—এই মাটী আমার ঠিক সেই রকমটী !

লীলা। বুঝতে পেরেছি,—তুমি বালবিধবা—অনাথিনী—তার ওপোর সুন্দরী ! পল্লীগ্রামে নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকা, তোমার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে সহজ নয়। থাকো দিদি,—নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে এইখানে আমাদের একজন হয়ে থাক। তোমার কোনও চিন্তা নেই।

লছমী। বেহারা !

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। মা জি !

লছমী। ইন্‌কো তিনতলামে হামারা কাম্‌রা দেখ্‌লাও দেও। যাও বোন—ওপোরের ঘরে ততক্ষণ বিশ্রাম করগে। আমরা যাচ্ছি একটু পরে। তোমার সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি এখুনি !

[সুনীতি ও বেহারার প্রস্থান।

লছমী। এইবার তোমার ব্যাপারটী কি বল দিকি বাছা ? তুমি তো ভিখারী নও !

ভিখারী। তোমাদের ছেলে যখন আমি,—তখন তো আমি রাজপুত্তুর।

লীলা। তোমার বাড়ীও কি নারাণপুরে? তোমারও কি তিনকুলে কেউ নেই?

ভিখারী। ছিল সব। এখন কেউ নেই।

লছমী। সব মারা গেছে?

ভিখারী। মেরে ফেল্লে আর মারা যাবেনা?

লীলা। সে কি? সবাইকে মেরে ফেলেছে?

ভিখারী। আমার স্ত্রী,—আমার দুটী বিধবা মেয়ে—এই এরই মত সুন্দরী মেয়ে—ঠিক এরই মত সুন্দরী তারা,—আর তিনটী উপযুক্ত ছেলে,—তাদের সবাইকে ডাকাতে সাবাড় করে চলে গেছে!

লছমী। সেকি? ডাকাতে বাড়ীশুদ্ধ লোককে হত্যা করে গেল? তুমি বাড়ীতে ছিলে না?

ভিখারী! আমি ভিন্ন গ্রামে বিশেষ কাজে এক রাত্রির জন্য গিয়েছিলুম। তার মধ্যেই এই কাণ্ড!

লছমী। ডাকাতের কোনও সন্ধান হ'ল না?

ভিখারী। হ্যাঁ—হয়েছিল। আর আমি জানতুম্—এ ডাকাতি একদিন হবেই।

লীলা। জেনেও কোন উপায় করনি কেন?

ভিখারী। জমিদারের সঙ্গে আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি পেরে উঠবো কেন? আমার দুটী বিধবা মেয়েকে চুরি ক'র্তে তিনি নিজে একদিন রাত্রে লোকজন সঙ্গে করে এসেছিলেন। আমরা বাপ বেটাতে মিলে তার লোকজনদের খুব প্রহার দিয়ে বিদায় করেছিলুম,—এই আমার

অপরাধ। আর মহা অপরাধ এই যে,—আমি জমিদার মশায়ের কাণ মলে ছেড়ে দিইছিলুম।

লক্ষ্মী। পুলিসে খবর দিলেনা কেন ?

ভিখারী। আর মা—সে কথা থাক্। তদন্তের সময় আমি জমিদারের নাম করেছিলুম বলে, জমিদার মশাই আমার নামে মানহানির নালিশ করে আমাকে ছমাস জেল খাটিয়ে ছেড়েছেন। জেল থেকে ফিরে এসে ভিখারী সেজে দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি !

লীলা। এতে তোমার সর্ব্বনাশের প্রতিশোধ কি হ'চ্ছে বাছা ?

ভিখারী। কিছুনা। ও আমার একটা খেয়াল। ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের এখানে এসে পড়ে দেখি, তোমরা একটা বড় কাজ নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছ ! আমার কাজকর্ম্মতো কিছু নেই। কি করি, তোমাদেরই একটু কাজ করি। মা ! ভদ্রলোকের মেয়েদের আর কিছু ক'র্ত্তে পার আর না পার,—অন্ততঃ এই শিক্ষাটুকু তাদের দাও মা,—তারা যেন দেশের এই অবস্থায় নিজেরা আত্মরক্ষা ক'র্ত্তে পারে। নারীনির্য্যাতন হ'তে নারীকে রক্ষা কর্ব্বার শক্তি পুরুষের সব সময় হয়তো থাকেনা,—এবার আর পুরুষের মুখের দিকে না চেয়ে নারীরা নিজের রক্ষার ভার যেন নিজেরাই নেয়।

(শেষের দিকে ভিখারীর স্বর দৃপ্ত হইয়া আসিল)

ভিখারী।

গীত

কালে আমার সব খেয়েছে
　　　　শুধু আমায় গেছে ফেলে।
মায়ার আলো যা জ্বালা ছিল—
　　　　একটী ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলে ॥

ঘোর আঁধারে কেঁদে ফিরি—
শূন্য হেরি ত্রিসংসার,
(কই) আমার ছেলে—আমার মেয়ে,——
(ওগো) কেউ কোথাও যে নেই আমার !
(তখন) কে এসে কয় কাণে কাণে,—
"কে বা নেই তোর বল্ এখানে ?
"ঐ—চেয়ে দেখ্‌রে দেশের পানে,—
দেশের সব তোর মেয়েছেলে ॥"

[প্রস্থান।

লছমী। শুন্‌লে লীলা ?

লীলা। আমি অনেকদিন শুনিছি—কাগজেও প্রত্যহ পড়ছি। তুমি শোনো,—তুমি নারীনির্য্যাতনের সংবাদটা মন দিয়ে এবার থেকে পোড়ো ; নারীশিল্পসঙ্ঘের আর একটা ডিপার্ট্‌মেণ্ট খোলবার বিশেষ প্রয়োজনীতা বুঝতে পার্ব্বে !

(ভৃত্য আসিয়া কয়েকখানি চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল)

লছমী। এই আবার এক তাড়া চিঠি এলো ! নাও—পড়ো,—এর জবাব আজ লিখতে বোসোনা—দোহাই ! তাহ'লে বেড়ানো হবেনা !

লীলা। নাঃ—শুধু চোখ বুলিয়ে নোবো। (পত্র পড়িয়া) এঁ্যা—সেকি ? সেকি ? দিদি— (সোফায় বসিয়া পড়িল)

লছমী। কি—কি—কি খবর লীলা ?

(তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া চিঠি দেখিতে লাগিল)

লীলা। এই পড়ো। কানাই বাবুকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

লছমী। কে লিখেছে? "অমিয়বালা"! কে ইনি লীলা?

লীলা। আমার বাল্যসখী! কানাইবাবুর জ্ঞাতিভগ্নী! হুগলীতে শ্বশুর-বাড়ী।

লছমী। "কানাইদাদা গ্রামের জমিদারের চক্রান্তে গুণ্ডাদলের আশ্রয়-দাতা বলিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শুনিলাম, তাঁহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।" কি—ব্যাপার কি?

লীলা। সমস্তই লেখা আছে,—পড়না দিদি! আচ্ছা—আমাকে দাও!

লছমী। না—না—আমি পড়ছি—তুমি বড্ড nervous হয়ে পড়েছ!

লীলা। Nervous আমি হইনি,—আমি পড়ছি—দাও (পত্র লইয়া পাঠ)।
"তোমার কাকা মহাশয় এবারও electionএ দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার জন্য গুণধর বাঁড়ুয্যে—যাকে আমরা "গুণদা" বলিতাম, সেই গুণদার এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের সাহায্য লইয়া কানাইদাদা Vote Canvass করিতেছিলেন। নন্দকিশোর, গুণ্‌দার পিস্‌তুতো ভাই,—তোমার কাকামশাইয়ের মোসাহেব,—ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া গুণ্‌দাকে গুণ্ডা বলিয়া গ্রামছাড়া করিয়াছে এবং কানাইদাকে তাহাদের দলের পাণ্ডা বলিয়া গ্রেপ্তার করাইয়া দিয়াছে। বিচারে কানাইদাদার কি হইবে—তাহা ঈশ্বরই জানেন।"

লছমী। রোসো—এক কাজ করা যাক্! আমার ভাই গঙ্গাজীকে দোকানে একবার টেলিফোঁ করি। সে এই সব নতুন নতুন গ্রেপ্তারের খবর খুব রাখে। তার ওপোর,—একটী ছোক্‌রা, তরুণবাবুর দেশের লোক,—ওর দোকানে কাজ করে,—সে নিশ্চয়ই এ খবর জানে।

লীলা। তাই নাকি? তা এ কথাতো আমায় বলনি—

লছমী। এ কথাটা আমার মনে পড়েনি লীলা,—এখন মনে পড়ল!

দাঁড়াও। [তাড়াতাড়ি টেলিফোঁ লইয়া] Hallo—Burra-bazar ‡ ‡ ‡ ! কে ? গঙ্গাজি ? হ্যাঁ ! আমি......তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি !......তোমার দোকানে সেই যে.... তরুণ চৌধুরী মশাইয়ের দেশের লোক কাজ করে.....হ্যাঁ—হ্যাঁ...... যুগলবাবু......হ্যাঁ—হ্যাঁ—কানাইবাবুর কথা......গ্রেপ্তার হয়েছেন ? ......আমরা শুনলুম......তোমার লীলাদিদির এক বন্ধু চিঠি লিখেছে......হ্যাঁ......লীলাদিদি শুনেছে বই কি ?......কানাইবাবু হাজতে আছেন ?......পোরশু বিচারের দিন ?......ও...আচ্ছা ! ......আমরা এখনি বেড়াতে বেরুব। ......হ্যাঁ......তোমার দোকানের দিকে যাব .....আচ্ছা !—

লীলা। চল দিদি—আর সাজসজ্জা করে কাজ নেই !

লছমী। অত তাড়া করে লাভ কি ? অন্ততঃ একটু কিছু মুখে দিয়ে—

লীলা। চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হ্যারিসন্ রোড্।

(মহিলাগণের প্রবেশ ও গীত)

(ওগো) ভারতমাতার ছেলে,—তারা এই দেশেরি ছেলে !
এমন তো আর নেইকো কোথাও যেমন হেথায় মেলে ॥
গুরুভক্তি শক্তি যাদের ধর্ম্মময় প্রাণ,
মুখের অন্ন অকাতরে পরকে করে দান ;

সত্য পরমার্থ যাদের শৈশবেতে শিক্ষা,

ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যে ভরা তবু যাচে ভিক্ষা।

মাকে যারা চেনেনাকো শুয়ে মায়ের কোলে,

ভারতমাতার ছেলে,—তারা এই দেশেরি ছেলে ॥

বিদ্যাবুদ্ধি মেধায় যারা সকল জাতির শ্রেষ্ঠ,

মনে কিন্তু দুর্ব্বলতা—হোক্ দেহ বলিষ্ঠ ;

সকল কাজেই শক্তি ধরে—চায়না কিছু ক'র্ত্তে,

নীরব নিথর হোয়ে পারে * * * ;

* * * সয়গো অবহেলে,

ভারতমাতার ছেলে, তারা এই দেশেরি ছেলে ॥

একটী কথায় ত্যাগ কোরে যায় ঐশ্বর্য্য বিলাস;

সাধ কোরে যে বরণ করে দুঃখ বারোমাস ;

* * * মুখে মলিন হাসি,

* * * বলে—'দেশকে ভালবাসি' !

* * * যার, আর কোথাও না মেলে,—

ভারতমাতার ছেলে, তারা এই দেশেরি ছেলে।

[প্রস্থান।

(ভণ্ডুলের হাত ধরিয়া গুণধরের প্রবেশ)

গুণ। উঃ—ক'লকেতার সহরে এত লোকের ভীড় ? এখানে কি রোজই হাট বসে নাকি ভণ্ডুলে ?

ভণ্ডুলে। শনিবার—শনিবার হাট বসে ! রোজ বসবে কেন ?

গুণ। তা আজ তো সোমবার রে !

ভণ্ডুল। ক'লকেতায় রোজই শনিবার—তা জান গুণদা ?

গুণ। হ্যাঁ দেখ্ ভণ্ডুলে—আমরা কিন্তু গাঁ থেকে খুব চলে এইছি !

তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

"গুণবর" (শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী)

ও

"ভণ্ডুল" (শ্রীমতী বেণুবালা "সুখ")

"—যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে—তাতে আর গাঁয়ে বাস করা চলে না—"

[১১৯ পৃষ্ঠা

কি বলিস্? আর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে,—তাতে আর গাঁয়ে বাস করা চলেনা!

ভণ্ডুল। তাতো চলেই না! আমি তোমাকে তো কতদিন বলেছি,—গোকুলো—শিবু—বিশু—সব বেটাচ্ছেলেরাই বদ্‌মায়েস্—

গুণ। না—না—ভণ্ডুলে—তাদের গাল দিস্‌নি! হাজার হোক্, তারা আমার ভাই হয়। তারা যত বদ্‌মায়েস্ হোক্,—যত বেইমান হোক্,—যত আমার কুচ্ছোই করুক্, তবু তাদের ছেড়ে চলে এসেছি,—আমার প্রাণটার ভেতোর কি যে হ'চ্ছে—তুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্?

ভণ্ডুল। পাচ্ছিনা? নিশ্চয়ই পাচ্ছি।

গুণ। পাচ্ছিস্—পাচ্ছিস্? কি করে পাচ্ছিস্ ভণ্ডুলে? তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ রে! আমার বুকের ভেতর কি রকম ক'চ্ছে—তুই কেমন করে বুঝ্‌বি?

ভণ্ডুল। তোমার বুকের ভেতরটা গুম্ গুম্ ক'চ্ছে—ধড় ধড় ক'চ্ছে—ফড় ফড় ক'চ্ছে! কেমন—ক'চ্ছে না?

গুণ। তা ক'চ্ছে—তা ক'চ্ছে! কিন্তু তুই জান্‌লি কি ক'রে?

ভণ্ডুল। আরে—তুমি তো সমস্ত পথটা আমায় বুকে করে নিয়ে এসেছ! আমি তোমার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে এসেছি,—কাজেই তোমার প্রাণে যা হয়েছে—কাণ দিয়ে সব শুনতে পেয়েছি। ওঃ—তুমিতো খুব কাঁদ্‌তে পারো গুণদা!

গুণ। সে কিরে? আমায় কখন্ কাঁদ্‌তে দেখ্‌লি?

ভণ্ডুল। নারাণপুর গাঁ থেকে বেরিয়ে সেই যে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বড় বড় নিঃশ্বেস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আর চোখ্ মুছ্‌তে মুছ্‌তে এয়েছ,—সে তো

কান্নার চোদ্দপুরুষ! হঁ্যা—ভাল কথা। গুণ্‌দা! মুনী দিদি যদি ক'ল্‌কেতায় এসে থাকে,—একবার খুঁজে দেখি চলনা!

গুণ। না না—তার আর খোঁজ করে কাজ নেই! সে যেখানে গেছে, সেইখানেই ভাল থাকুক! আবার দেখাশুনো হ'লে, ক'ল্‌কেতার লোকে যদি বদ্‌নাম করে?

ভঞ্জুল। ক'লকেতার লোকেরাও পাড়াগাঁয়ের মত বদ্‌মায়েস নাকি?

গুণ। ও বদ্‌মায়েস্ যে হবে—সে পাড়াগাঁয়ে থাক্‌লেও হবে—ক'লকেতায় থাক্‌লেও হবে। যাক্ ওসব কথা! এখানে পুলিশের কোন ভয় নেই,—কি বলিস্? এখানে আমাদের কেউ চিন্‌তে পার্ব্বেনা! কি বলিস্ ভঞ্জুলে?

ভঞ্জুল। রাম বল! এ ক'লকেতার সহরে কি পুলিশ দারোগা থাকে? আর এই এত ভীড়ের জ্যায়গায় বাপ ছেলেকে চেনে না, ছেলেও বাপকে চেনে না। আর চিনলেও কেউ কারোর সঙ্গে কথাটী কইবে না।

গুণ। ভঞ্জুলে! ওখানে সব গাদাগাদি করে কতকগুলো লোক কি দেখ্‌ছে বল্ দিকি?

ভঞ্জুল। চলনা—এগিয়ে দেখিগে—কি হ'চ্ছে—

গুণ। বড্ড ভীড় যে রে উদিকে!

ভঞ্জু। বেশী ভিড় যেখানে হবে—সেখানে এই হেতিয়ার ফুটিয়ে পথ করে নোবো। তুমি ভাব্‌ছ কেন?

[উভয়ের প্রস্থান।

(লীলা ও লছমীর প্রবেশ)

লীলা। এরই মধ্যে ইংরিজি বাংলা সমস্ত কাগজে বেরিয়ে গেছে!

লছমী। তাইতো দেখ্‌ছি! কতকগুলো কাগজ কিন্‌লে কেন মিছি-মিছি?

লীলা। দেখ্‌ছিলুম—কোন্ কাগজে বেশী লিখেছে। আরও বেশী খবরটা শোনবার জন্য যে ব্যাকুল হয়েছি দিদি!

লছমী। সেই জন্যেইতো ব'লছিলুম,—মান অভিমান ত্যাগ করে গঙ্গাজীকে নিয়ে দুইবোনে নারাণপুরে গেলেই হোতো!

লীলা। গঙ্গাজী খুব চালাক চতুর,—ও সঠিক খবর চালাকি করে নিয়ে আসবে এখন। আমরা গেলে গ্রামে আবার একটা নতুন রকমের হৈ চৈ বেঁধে যাবে দিদি! এ সময় সেটা বড় সুবিধেজনক নয়। কাগজে লিখ্‌ছে—পরশুদিন তাঁর বিচার হবে। দেখা যাক্,—তেমন সুবিধে বুঝি—সেই দিন না হয় সকাল বেলা যাওয়া যাবে।

লছমী। আমার মতে বিচারের দিন তোমার না যাওয়াই ভাল।

লীলা। কেন? যদি জেল হয়—তা দেখ্‌তে আমার কষ্ট হবে মনে ক'চ্ছ? ভুলেও তা ভেবোনা দিদি—ভুলেও তা মনে কোরোনা।

লছমী। সে কি বোন্? কানাইলালের যদি জেল হয় তুমি তা প্রাণ ধরে দেখতে পার্ব্বে?

লীলা। নিশ্চয়ই পার্ব্বো। পার্ত্তুম না,—যদি কানাইলাল চুরিজুচ্চুরী ক'রে—কি কা'কেও খুনজখম ক'রে—কি কোনও একটা পাপ কাজ ক'রে শাস্তি ভোগ ক'র্ত্ত!

লছমী। যাই হোক—আমার ইচ্ছে,—শুধু ইচ্ছে নয়—আমার অনুরোধ, তরুণ বাবুর সঙ্গে একবার তুমি দেখা কর। তোমার যদি কোন বাধা থাকে,—তাহ'লে আমাকে হুকুম দাও,—আমি একবার গিয়ে

তাঁকে জিজ্ঞাসা করি,—তাঁর মতন অমন একজন অভিভাবক থাকতে কানাইলাল অকারণ জেলে যাবে ?

লীলা। এ যুক্তিটা মন্দ নয়। চলো—বাড়ী গিয়ে এ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করি। তরুণ বাবুর বাড়ীর ঠিকানাটা জানতো দিদি ?

লছমী। ওহো—বড্ড ভুল হয়েছে। গঙ্গাজী দোকান বন্ধ করে নারাণপুর চলে গেল,—তার কর্ম্মচারী সেই যুগল বাবু,—তিনি নিশ্চয় তরুণ বাবুর ঠিকানা জানেন ;—তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেই জান্‌তে পারা যাবে।

লীলা। যুগল বাবুর বাসা জানো ?

লছমী। পাথুরেঘাটা,—কত নম্বর জানিনা,—বাড়ীটা চিনি।

লীলা। চলনা,—বেড়াতে বেড়াতে একবার যুগল বাবুর বাসার দিকে যাই।

লছমী। হতভাগা গঙ্গারামের জন্য অকষ্টবন্ধে পড়িছি বোন্ !

লীলা। সে আস্‌তে আস্‌তে কোথায় গেল বল দিকি দিদি ?

লছমী। এই সাম্‌নের দোকানে তার বড় ভাই কাজ করে,—তার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে গেছে। আমায় বল্লে,—"একটু এগিয়ে দাঁড়ান আপনারা —আমি এখুনি যাচ্ছি।"

লীলা। ঐ দোকানটা একবার হয়েই যাই—যদি সেখানে থাকে !

লছমী। তাই চল।

[লীলা ও লছমীর প্রস্থান।

(একটু দূরে রহমান ও নন্দকিশোরের প্রবেশ)

রহমান। দশ হাজার টাকা হামি লেবে,—তার কমে এ কাজে হামি হাত দেবেনা।

নন্দ। বড্ড বেশী—Too much ! Ten thousand Rupees—বহুৎ বহুৎ যাস্তি হোতা হায় !

রহ। নেহি বাবু—হাম্‌সে নেহি হোগা। এ বড়া ঝুঁকির কাম আছে। পুলিশে জান্‌তে পারলে—সব পুলিপোলাও ঠেল্‌বে।

নন্দ। আচ্ছা,—জমিদার বাবুকে ব'লে ক'য়ে—দশ হাজার টাকাই দোবো। All right ! কিন্তু my commission ? ইস্‌মে হামারা দস্তরী কেয়া মিলেগা ভাই ?

রহ। পাঁচশো রুপেয়া !

নন্দ। Oh my God ! only 5 p. c. ? খালি শতকরা পাঁচ রুপেয়া ? Ten per cent'ও নয় ? শতকরা দশ রুপেয়া দেও ভাই !

রহ। হাজার টাকা তোমাকে দিলে হামার কি করে চ'লবে নন্দবাবু ? কোকিনের কাজে হামার কত টাকা খরচা কর্ত্তে হয় তা জান ? আজ কাল রাস্তায় তো সাকরেদ্‌রা কিছুই রোজগার কর্ত্তে পারেনা !

নন্দ। Very well ! তোমারা যো খুসী হোগা—ওহি হাম্‌কো দেও। তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ আমায় করাতে হবে।

রহ। আমি আগাম পাঁচ হাজার টাকা লেবো। কাজ ফিনিস্‌ হোলে সেই রাতে বাকী পাঁচ হাজার লেবো !

নন্দ। জরুর—certainly !

রহ। ও আওরাৎ কি কলকেতায় এসেছে ?

নন্দ। এসেছে—আলবৎ এসেছে—আমি একটু একটু তার সন্ধান পায়া হায়। আমি কালকের মধ্যেই তার বাসার সন্ধান করে দিচ্ছি ! Rest assured—

রহ। আমাকে কি করতে হবে বলে দিও। আমি ঠিক সে কাজ হাসিল কোরে দেবো!

নন্দ। শোনো বলি—

(এক পাশে দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া রহমানের সহিত কথা কহিতে লাগিল)

(লছমী ও লীলার পুনঃ প্রবেশ)

লছমী। দোকানে ত হতভাগা নেই! এখানে আস্‌তে বলেছিলুম,—এখানেও নেই! কোথায় গেল গঙ্গারাম ?

লীলা। (জনান্তিকে) দিদি—দিদি! এই সাহেবী পোষাক পরা লোকটীকে বোধ হয় আমি চিন্‌তে পেরেছি—

লছমী। ওকি Eurasian ? ফিরিঙ্গি নাকি ?

লীলা। না—না—নারাণপুরের বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীর ভাগ্নে! ওর নাম নন্দকিশোর বাবু! আমরা নন্দদা ব'লে ডাকতুম! ওরই ষড়যন্ত্রে কানাইলাল গ্রেপ্তার হয়েছেন!

লছমী। তাই নাকি ? তবেত বেশ সুবিধেই হয়েছে! ওর দ্বারা ঢের কাজ হবে! ঠিক চেনো তো ?

লীলা। হ্যাঁ—চিনি বই কি ? আমাদের বাড়ীতে কাকামশায়ের কাছে দিনরাত পড়ে থাকতো! (একটু অগ্রসর হইয়া) নন্দকিশোর বাবু!

নন্দ। (লীলাময়ীর দিকে চাহিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া) By Jove! একেবারেই শিকার সামনে! (রহমানকে জনান্তিকে তাড়াতাড়ি) রহমান! শীগ্‌গির হিঁয়াসে ভাগো! ঐ চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়াও—(রহমানের প্রস্থান)। এখন ছুঁড়ীকে চেনা দেওয়া হবেনা!

লীলা। আপনি কি নন্দকিশোর চাটুয্যে মশাই ? নারাণপুরের—

নন্দ। (হঠাৎ বিকৃত মুখে দন্ত বাহির করিয়া খোঁড়ার মত চলিতে চলিতে) আপ্নে হামাকে কেয়া বল্‌তেছেন ? সেলাম—Good evening – Memsahib !

লীলা। এ্যাঁ—কি রকম হ'ল দিদি ?

লছমী। দূর থেকে দেখলুম, বেশ দাঁড়িয়ে কথা কইছিল তো ?

নন্দ (পূর্ব্ববৎ) হাম্‌কো কুছ বল্‌নেকো আছে মেম সাব ?

লছমী। আপনার নাম জান্‌তে পারি ?

নন্দ। Oh—my name ? হামারা নাম ? অঃ—হামারা নাম গোমেস্ ফজল্ করিম্ সাহেব ! Number 47B টিরেটা বাজার ! সুঁটকী মছ্‌লির দোকান আছে হামারা ! আব্ লোক চলিয়ে memsaheb—খুব cheapএ—সস্তামে দেবে।

লছমী। দুর্গা—দুর্গা ! চল লীলা—যাই ! আর যাকে তাকে রাস্তায় চেনা লোক বলে কথা কইতে যেওনা !

নন্দ Oh my good luck ! রায় বাহাদুর—হেঁ হেঁ বাবা,—এইবার cash দশ হাজার nonKaiserকে দিতে হবে বাবা !

[প্রস্থান।

লীলা। তাই তো—কি রকম হ'ল ? এমন ভুল করে ফেল্লুম ?

লছমী। ঐ যে গঙ্গারাম হতভাগা আসছে !

(গঙ্গারামের প্রবেশ)

লছমী। কিরে গঙ্গারাম ? এত দেরী ক'ল্লি কেন ?

গঙ্গা। হ্যাঁ—মোটরগাড়ী চাপা—

লীলা। মোটর চাপা পড়িছিলি নাকি ?

গঙ্গা। এঁ্যা—

লছমী। সেকি ? মোটর চাপা পড়েছিলি কি বল্ ?

গঙ্গা। চাপা পড়িনি ! মোটর-গাড়ী-চাপা বাবুদের দেখ্ছিলুম !

লীলা। সর্ব্বরক্ষে !

লছমী। দেখ্—এই নে—একশো টাকা ! সেই দোকান থেকে—যেখানে আমরা খদ্দরের কাপড়চোপড় কিনে রেখেছি—

গঙ্গা। এঁ্যা—

লছমী। হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে ? মনে নেই,—আমাদের সঙ্গে সেই যে দোকানে কাপড় কিনতে গেছ্লি ?

গঙ্গা। সে তো পোঁট্লা বেঁধে রেখেছে ! নিয়ে আসি—

লীলা। এই একশো টাকা তাকে দিয়ে কাপড়চোপড় গুলো নিয়ে একখানা রিক্শ চেপে বাড়ী চলে যা। আমরা একটু বেড়িয়ে যাব।

গঙ্গা। এঁ্যা—

লীলা। না দিদি—চল, আমরা টাকা দিয়ে কাপড়গুলো নিয়ে বাড়ী যাই। ও পার্ব্বে না !

গঙ্গা। আরে—যাওনা কেন—তোমরা কোন দিকে যাবে ! আমি তেলক-রামের দোকানে টাকা দিয়ে কাপড় নিয়ে বাড়ী চলে যাচ্ছি !

লছমী। দেখ্লে বোন্—ও ন্যাকা সেজে থাকে,—আসলে কিন্তু ন্যাকা হাবা নয়। কাজে কর্ম্মে—যাকে বলে—"ঘূণ" ! এই নে,—দশ টাকার দশখানা নোট ! গুণে নে—

গঙ্গা। হ্যাঁ—নিই !

লীলা। হাঁ করে উদিকে দেখছিস্ কি ? গোণ !

গঙ্গা। হ্যাঁ—একটু বাদে শুণ্ছি—

লছমী। গঙ্গারাম! আমরা তাহ'লে চল্লুম!

[লছমী ও লীলার প্রস্থান

গঙ্গা। হুস্—শালা কাক—মাথায় কি নোংরা ফেল্লে!

(পথিকগণের প্রবেশ)

১ম-প। (গঙ্গারামকে লক্ষ্য করিয়া) লোকটা আকাশের দিকে কি দেখ্ছে বল দিকি ?

২য়-প। বোধ হয় এরোপ্লেন যাচ্ছে!

৩য়-প। না-না—ঐ একটা সাদাপানা কি উঠেছে!

৪র্থ-প। কই বল দিকি ?

৫ম-প। আরে ঐ যে—খুব মিটমিট কচ্ছে!

৬ষ্ঠ-প। ওটা বোধ হয় শিক্‌রী বাজ।

(অপর একদল পথিকের প্রবেশ)

২য়-দল। কি মশাই আকাশে ?

১ম দল। কি জানি মশাই—কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না!

২য়-দল। জানেন না—অথচ হাঁ করে দেখছেন ?

১ম-দল। আপনারাও দেখ্ছেন—আমরাও দেখ্ছি! কি জিনিস তা জানবার দরকার কি ?

(ক্রমে খুব ভীড় জমিয়া গেল, সকলেই আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল)

(ভণ্ডুল ও গুণধরের প্রবেশ)

গুণ। ভণ্ডুলে—এ দিকেও বেজায় ভীড়! কি ব্যাপার বল দিকি ?

ভণ্ডুল। চলনা—মজাটা দেখা যাক্ !

[এমন সময়ে একজন গাঁটকাটা গঙ্গারামের হাত হইতে টাকা ছিনাইয়া লইল। গুণধর তাহা দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সেই গাঁটকাটার হাত হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে এক চপেটাঘাত]

গুণ। শালা চোর—

সকলে। চোর চোর—গুণ্ডা গুণ্ডা—পুলিস—খুন ক'ল্লে—গুণ্ডা গুণ্ডা—

গুণ। ওরে বাবা পুলিস আসে যে ভণ্ডুলে—

(গুণধর পলায়ন করিল ও তৎপশ্চাৎ সকলে "চোর চোর" "গুণ্ডা গুণ্ডা" বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল)

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পাহা। এই—তোম্ কোন্ হ্যায় ?

ভণ্ডুল। (কান্নার সুরে) হাম্ ভণ্ডুলে হ্যায় !

পাহা। হিঁয়া পিকাটী করতা ?

ভণ্ডুল। পিকাটী করতা নেই,—ছেল্‌কপাটী খেলা দেখ্‌তা ! আমার গুণদাকে খুঁজতা !

পাহা। গুণ্ডা গুণ্ডা ? কাঁহা গুণ্ডা—বোলো ?

(দুইজন পথিকের প্রবেশ)

১ম প। আর কাঁহা গুণ্ডা ? ও সবাইকে ধাক্কা অক্কা দেকে দুটো চারটে রদ্দা ঘুঁসো ঝাড়্‌কে এতক্ষণ লম্বা দিয়া হ্যায় ! তোম্ এতক্ষণ কাঁহা ছিলে হ্যায় ?

পাহা। হাম্ যাঁহা রহে—তোমারা বাবাকো কেয়া রে শালা? এ জুড়িদার হো—এ জুড়িদার? জল্‌দি আও—হিঁয়া বহুৎ জোর পিকাটী হোতা হায়—

[পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

২য় প আজকালের দিনে এই কলকেতায়—কেন পাহারাওলার সঙ্গে চালাকী ক'র্ত্তে গেলি? মোলায়েম গাল দিয়ে চলে গেল তো!

১ম প। ওরে,—বেবুশ্যের গালাগাল আর পাহারাওলার গালাগাল খেলে পেরমাই বাড়ে,—তা জানিস? তুই চলে আয়।

২য় প। মিছিমিছি ঐ শালা পাগ্‌লার জন্যে এখানে দাঁড়ানো গেল!

১ম প। সহরের লোকগুলোকে বলিহারী! একটা কিছু হুজুগ পেলেই হয়।

[পথিকগণের প্রস্থান।

ভণ্ডুল। তোমার টাকা কেড়ে নিয়েছে?

গঙ্গা। টাকা? এঁ্যা—এঁ্যা—

ভণ্ডুল। অমন কোরে এক রাশ্ টাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

গঙ্গা। দাঁড়িয়েছিলুন—এঁ্যা—

ভণ্ডুল। তোমার টাকা পাবে! চোর ব্যাটা যেই কেড়ে নিয়েছে—আর গুণ্‌দা অম্‌নি তার হাত থেকে এক চড় মেরে টাকাগুলো সব কেড়ে নিয়েছে! এস,—গুণ্‌দাকে খুঁজে তোমার টাকা দিই! আ মর্, দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সং নাকি?

গঙ্গা। এঁ্যা—

ভণ্ডুল। তোমার টাকা নেবে চল! টাকা—টাকা—টাকা—

গঙ্গা। হ্যাঁ—টাকা! নিয়ে গেছে—

ভণ্ডুল। কে নিয়েছে জান?

গঙ্গা। চোরে!

ভণ্ডুল। চোরে নিতে পারেনি! আমার গুণ্‌দার কাছে আছে!

গঙ্গ। গুণ্ডা? এঁ্যা—

(ভীত হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

ভণ্ডুল। চলো—টাকা দিচ্ছি! একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি,—গুণ্‌দা কোথায় গেল!

গঙ্গা। না।

ভণ্ডুল। না কি?

গঙ্গা। গুণ্ডা!

ভণ্ডুল। আ মর্ ন্যাকা—তোর টাকা তুই নিবি নে। তো কি আমরা তোর বাড়ীতে পৌছে দিতে যাব?

গঙ্গা। মারবে।

ভণ্ডুল। তোমার পিণ্ডি চট্‌কাবে! সহজে না যাও—ওষুধ দিতে দিতে নিয়ে যাই চল—

[গঙ্গারামকে আলপিন ফুটাইতে ফুটাইতে টানিয়া লইয়া ভণ্ডুলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

খলিফার আড্ডাবাড়ী।

(খলিফা ও গুণধরের প্রবেশ)

খলিফা। আপনার কিছু ভাবনা নেই। এ আমার সত্যপীরের দরগা! এখানে পুলিশ উলিশ কেউ আসবেনা,—আপনি স্বচ্ছন্দে এখানে দিন গুজরান্ করুন।

গুণ। তুমি বড় ভাল লোক, তোমার জন্যে আজ ভারী বেঁচে গেছি! নইলে, নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে প'ড়তুম! সে চোর দুটো কোথায় গেল?

খলিফা। আরে—না—না—না! তা'রা চোর নয়—চোর নয়, তুমি ভুল ব'ল্‌ছ,—তা'রা সত্যপীরের চ্যালা!

গুণ। আরে—কি ব'লছ বাবা তুমি? সেই ভীড়ের ভিতর—যে লোকটা একজনের হাত থেকে এই নোটের তাড়া ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেই তো চোর। আমি দেখ্‌তে পেয়ে চোরের হাত থেকে ঐ টাকা কেড়ে নিতেই তো এই ফ্যাঁসাদ!

খলিফা। আরে না—না—না—তা'রা তো ছিনিয়ে লেয়নি! ঐ টাকা হ ল ঠাকুর সত্যপীরের পূজোর টাকা। একটা চোর এখান থেকে নিয়ে পালিয়েছিল,—অনেক সন্ধান করে করে আজ সেই চোরকে দেখতে পেয়ে—তার কাছে থেকে ঐ টাকা নিয়ে আস্‌ছিল! তুমি ঝুট্ মুট্ সাধুলোকদের চোর মনে করে দাঙ্গা করলে,—আর যে আসল দুষমন, তাকে ছেড়ে দিলে!

গুণ। বটে? তাই নাকি? যারা টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল—তারা চোর নয়? বাবা সত্যনারাণের চ্যালা?

খলিফা। তবে কি?

গুণ। যে ব্যাটা টাকা হাতে করে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল, সে ব্যাটাই তাহ'লে আসল চোর?

খলিফা। তবে কি?

গুণ। এ টাকা বাবা সত্যনারাণের?

খলিফা। তবে কি?

গুণ। সত্যনারাণের চ্যালাদের গায়ে তো খুব জোর? আমার সঙ্গে অতক্ষণ কোস্তাকুস্তি ক'ল্লে? তুমি না এলে—আমাকে তো হারিয়ে দিয়েছিল!

খলিফা। তা'রা হ'ল আসল সত্যপীরের চ্যালা—তাদের জোর কেতো? লেকিন্ তুমি ভি খুব লড়নেওয়ালা। তোমাকে আমি ঐ রকম সত্য-পীরের চ্যালা বানিয়ে দেবো।

গুণ। তাই দাও বাবা—তাই দাও। কিন্তু এখানে পুলিশ আসবে না তো বাবা?

খলিফা। না—না—এখানে সত্যপীরের পূজার বাড়ী,—এখানে পুলিশের কি কাম আছে? তোমার বাড়ী উড়ি কোথা?

গুণ। আমার বাড়ীও নেই—উড়িও নেই। আমি এখন আকাশের কাটা ঘুড়ীর মতন ভেসে বেড়াচ্ছি! একটা নেজুড় ছিল, সেটা ফুস্ করে খ'সে গেছে। সেটাকে এনে দিতে পার বাবা?

খলিফা। কা'কে এনে দেবো?

গুণ। আমার সঙ্গে একটা বাচ্ছা ছেলে ছিল,—তার নাম ভণ্ডুলে। সে আবার আমার ছোট ভাই হয়!

খলিফা। তোমার ভাই? কত উমের?

গুণ। উমেশ নয় বাবা,—তার নাম ভণ্ডুলে!

খলিফা। কত বয়েস আছে?

গুণ। বয়েস তার একটা আছে। তা—সে দশই হবে—কি আঠারো হবে—কি আমার মতন ছত্রিশ হবে। ঐ রকম যা হোক বয়েস তার একটা আছে।

খলিফা। কি রকম চেহারা ব'ল্‌তে পার?

গুণ। চেহারা এই তোমার আমার মত। হাত, পা, মুখ, চোখ, কাণ, যেখানকার যা—বেশ গোছান আছে। হাতে একটা বড় আল্‌পিন্ আছে,—সেটাকে ছোঁড়া হেতিয়ার বলে। উঃ—বুঝ্‌লে বাবা মোল্লা-ঠাকুরজি—এমন হেতিয়ার চালায় যে—একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়। কেউ কাছে ঘেঁসতে পারেনা!

খলিফা। তা হলে নীচু ছেলে নয়—

গুণ। নীচু ছেলে কেন? ভাল সদ্‌গোপের ছেলে। ভাব্‌ছি, তাকে পুলিশে মুলিশে ধ'ল্লে নাকি?

খলিফা। হ'তে পারে! হেতিয়ার হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরুলে পুলিশ ছাড়বে কেন?

গুণ। এ্যাঁ—তা—তা—তা—তা হ'লে তা'কে কি করে খালাস ক'র্ব্ব! এ্যাঁ—আমার যে কান্না পাচ্ছে! ওরে—ভণ্ডুলে রে,— ওরে ভাইটী আমার!

খলিফা। আরে চুপ্ চুপ্—এ সত্যপীরের দরগায় কাঁদলে ঠাকুর গোঁসা কর্ব্বে! তুমি ঠাণ্ডা হও! যত টাকা লাগে খরচ করে—আমি তা'কে খালাস করে নিয়ে আসবো।

গুণ। আমি সত্যনারাণের টাকা নেবোনা বাবা। একবার না জেনে অপরাধ করে ফ্যাসাদে পড়েছি,—ভণ্ডুলকে হারিয়েছি,—আবার সত্য-পীরের টাকা খরচ করাব ?

খলিফা। তা টাকা খরচ না কল্লে—তাকে খালাস করে আনবো কি করে ?

গুণ। আমি টাকা দিচ্ছি বাবা! আমার কাছে কিছু আছে। কত টাকা চাই বল দিকি ?

খলিফা। এই দোশো আড়াইশো রূপেয়া খরচ হবে। যোগাড় কর্ত্তে পার্ব্বে ?

গুণ। আছে বাবা—আমার কাছে প্রায় তিনশো টাকা আছে, এই দেখ বাবা। তোমাদের কাছে টাকা রাখো। আর ঐ থেকে খরচ করে ভণ্ডুলকে এনে দাও। (টাকা প্রদান)

খলিফা। কুচ্ পরোয়া নেই—কুচ্ পরোয়া নেই। এইতে তোমার ভাইকে জরুর খালাস করে আন্‌বো। কিন্তু তুমি এ বাড়ী থেকে একদম্ বেরিওনা। আমরা যখন বোল্‌বো তখন ফাঁকে যাবে। আর তোমাকে সব কাজ শিখতে হবে।

গুণ। যা বলবে তাই ক'র্ব্ব বাবা। সত্যনারাণ ঠাকুরের কাজ,—আমি কি না বল্‌তে পারি ?

খলিফা। বহুৎ আচ্ছা। তুমি কেরামতের কাছে আপনার ঘর দেখে লাও।

গুণ। ভণ্ডুলকে এনে দাও বাবা মোল্লাঠাকুর। হায়—হায়—ছোঁড় হয়ত কা'কেও হেতিয়ার ফুটিয়ে পুলিশে ধরা পড়েছে !

[গুণধরের প্রস্থান।

(কেরামতের প্রবেশ)

খলিফা। কেরামত একঠো বাঙ্গালী পালোয়ান আয়া দেখা ?

কেরামৎ। হাঁ দেখা।

খলিফা। উস্‌কো সাথ দোস্তি করো। বহুৎ আচ্ছা লড়নেওলা হ্যায়। দেখো—নাহি ভাগে।

কেরামৎ। ভাগে গা কাঁহা ?

[উভয়ের প্রস্থান।

(রহমান ও নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। I say রহমান ! আভি তুম্ যাও—খলিফাকো হিঁয়া ভেজ দেও।

[রহমানের প্রস্থান।

নন্দ। এঁ্যা—সত্যিই মেয়েটা বেঁচে আছে ? Oh my God ! আরে বাপ্‌রে বাপ্—এত দুঃখ কষ্টে—ভদ্রলোকের মেয়েছেলে বাঁচে কি করে ? বেটীর কি কইমাছের প্রাণ ? উহ্ জরুর মরেগা। আলবৎ মরেগা।

(খলিফার প্রবেশ ও সেলাম)

নন্দ। এই যে খলিফা—তোম্ আয়া হায় ? তোমকো সাথ্ most important বাৎ হায়। থোড়া নিরিবিলিমে চলো—

খলিফা। আইয়ে বাবু সাব্—আইয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্য দিক দিয়া গুণধরের প্রবেশ)

গুণ। এ কোথায় এসে পড়লুম রে বাবা ? এরা সব বদমায়েস গুণ্ডা ব'লে মনে হ'চ্ছে। এরা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসেনা ! একবার

ঘরে—একবার উঠোনে—একবার ছাদে—থালি দৌড়োদৌড়ি ক'রে বেড়াচ্ছে। এখান থেকে তো পালাতে হবে! তা বাইরে যদি পুলিশের হাতে পড়ি—সেও ভাল! এর চেয়ে—ডাকাতের আড্ডায় থাকার চাইতে জেল খাটা ভাল। এ ঘরে কা'রা ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে না? (শুনিয়া) নন্দদার মত গলা না? হ্যাঁ—সেইতো! কি বলে? (শুনিতে লাগিল) এঁ্যা—বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়েকে চুরি—

(দরজা খোলার শব্দ পাইয়া গুণধর লুকাইল)

[নন্দকিশোর ও খলিফার পুনঃ প্রবেশ]

নন্দ। তা হলে ঐ বাত্ রইল খলিফা সাহেব ?

খলিফা। হাঁ বাবু সাব্! আব্ মৎ ঘাব্ড়াইয়ে, সেলাম।

নন্দ। সেলাম—

[উভয়ের প্রস্থান।

(গুণধর বাহিরে আসিল)

গুণ্দা। এ নিশ্চয়ই কোনো ভদ্রঘরের মেয়েকে চুরি ক'র্ব্বে, তারই মতলব কচ্ছে। হুঁ—দাঁড়াও—আচ্ছা—দেখচি!

(কেরামত, রহমান ও খলিফার পুনঃ প্রবেশ)

খলিফা। ঠাকুরজি। আজ হামার বড় আমোদ আছে! তুমি আমোদ কচ্ছে। না কেন? হিঁয়া কুছ্ ডর নেহি। হর্দম্ ফূর্ত্তি করো ভাই—হর্দম্ সরাপ পিয়ো—আওরাৎ লোক মজা করো। হাম্লোককা সাথ্ দোস্তি করো। তোমারা এইসা মরদকা মাফিক চেহারা,—তোম আচ্ছা লড়নেওয়ালা ভী হ্যায়,—দশ রোজ বাদে তুমি হেথা সর্দ্দার বন্ যানে সেকৃতা!

কেরা। হামাদের সাথে থেকে হামাদের কাম শিখো। কাঁচি হাতে করে পকেট কাটো—ছোরা দেখিয়ে চসমা ঘড়ি মনিব্যাগ কাড়িয়ে লেও।

গুণ। ও সব ছোট কাজ আমি ক'র্ত্তে পার্ব্বনা সর্দ্দার! বড় বড় কাজ দাও,—কারুর বাড়ী ডাকাতী ক'র্ত্তে বল, কিম্বা কোন—ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে কারও—মেয়ে বৌ লুটে নিয়ে আসতে বল,—এখুনি রাজী!

খলিফা। এসব কাম পারবে?

গুণ। আল্‌বৎ। দিয়ে দেখনা!

কেরামৎ। আওরাৎ—মেয়েমানুষ লুটে আন্‌তে পারবে?

গুণ। এখুনি—একা—ফু'লের মত উড়িয়ে নিয়ে আসব। কোথায়—চল না!

কেরামৎ। পারবে?

গুণ। কাজ দিয়ে দেখনা! মুখে ফাঁকা বাৎ বোল্‌কে কি হবে?

খলিফা। সবুর! একঠো ওহি কাজ হামার হাতে আছে। যদি সেকোগে তুম্ ঠাকুরজি, আমি তোম্‌কো হাজার টাকা গণে দিবে!

গুণ। আর যদি না পারি—তাহলে নিজের হাতে আমার গলা কেটে ফেল্‌ব! কবে—বলনা—আজই?

খলিফা। না—কাল রাতমে।

গুণ। আজকে আমাকে বাড়ীটা দেখিয়ে দাওনা!

কেরামৎ। নেহি। কাল রাতমে হামাদের সাথে তোমাকে লিয়ে যাবো। বড়া ঝুঁকিকা কাম আছে। ঠিক বোলো—সেকোগে?

গুণ। বারবার বোল্‌তে হাম নেহি পারতা হ্যায়! না পারি আমি জেলে যাব—ফাঁসী যাব—আমি গলায় দড়ী দিয়ে ম'র্ব্ব!

খলিফা। ব্যস্—ব্যস্—ঠিক হায়—হাতমে হাত দেও (করমর্দ্দন)।

কেরামৎ। আজ কুচ খানা উনা সরাপ উরাপ—

গুণ। নাঃ।

খলিফা। ঠাকুরজিকা যো ইচ্ছা—

[খলিফা রহমান ও কেরামতের প্রস্থান।

গুণ। মেয়েমানুষকে লুটবে? ভদ্রঘরের মেয়েছেলে? দূর তোর পুলিশের ভয়ের নিকুচি করেছে! ভদ্রলোকের মেয়ের সর্ব্বনাশ হবে,—আর গুণধর! তুমি চোখে দেখে—কানে শুনে ভয়ে জুজুবুড়ীর মত লুকিয়ে ঘরের ভেতর বসে থাক্‌বে? বাঙ্গালীর মেয়ে—হিন্দুর মেয়ে—তাকে যে বাঁচাতেই হবে! তা যদি তুমি না পার! তা'হলে গুণধর! তোমার জন্মের ঠিক নেই। তুমি তা'হলে হিন্দু নও—বাঙ্গালী নও!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নারাণপুর। জমিদার বাবুর দ্বিতলের বৈঠকখানা।

(অদ্ভুতকুমার, পরেশশঙ্কর ও কল্লোলিনী)

কল্লো। কাজটা কি ভাল হল? দেশের লোক হয়ে,—জমিদার হয়ে,—তুচ্ছ কারণে একটা ভদ্রলোকের ছেলের কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লে বল দিকি?

অদ্ভুত। তুমি স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকের মত থাক্‌বে! তুমি এমন ধারা মেয়ে-মদ্দানী হয়ে আমার সকল কাজে সরফরাজী কর্ত্তে আস কেন বল দিকি?

পরেশ। তা ছাড়া—একটু ভুল ক'চ্ছেন গিন্নীমা ! রায়বাহাদুর আমাদের কোনও অন্যায় কাজ করেন নি !

কল্লো। তোমাদের মতন ক'জন জোড়ে জুটেইতো এই সব কুপরামর্শ দিয়ে ওঁর সর্ব্বনাশ ক'চ্ছ ! তুমি সর্ব্বমঙ্গলার সেবায়েৎ ব্রাহ্মণ সজ্জন মানুষ,—তোমার এ রকম রীতচরিত্তির কেন ?

অদ্ভুত। ওর আবার রীতচরিত্র কি ? আমায় ছেড়ে ওকে তেড়ে ধল্লে কেন ? যাও—তুমি বাড়ীর ভেতর যাও ! যাও বলছি ! এটা পুরুষমানুষের বৈঠকখানা,—এখানে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ—তা জান ?

কল্লো। শুদ্ধ ভাষায় বল—এখানে ভদ্রলোকের মেয়ের প্রবেশ নিষেধ ! চাঁড়ালপাড়ার ছুঁড়িদের এখানে অবারিত দ্বার ! কল্‌কেতার বাইজিদের এখানে সদাব্রত !

অদ্ভুত। বলি—তুমি মাঝখান থেকে হঠাৎ এতটা খাপ্পা হয়ে উঠলে কেন, আমায় বোঝাও দিকি ! আমি কৌন্সিলে ঢুকতে পাচ্ছিনা, দেশের লোক সব জোট বেঁধে আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'চ্ছে !—ঐ বেটা কানাই—আগাগোড়া আমার সঙ্গে বদমায়েসী ক'রে আসছে,—কোথায় তাদের ওপর তুমি রাগ ক'র্বে—ঝাল ঝাড়বে,—তা চুলোয় গেল ! কি না—কানাইকে ধরে নিয়ে গেছে বলে আমার ওপর যত চোট্ ?

কল্লো। কানাইকে ধরিয়ে দেবার মূল কে ? তুমি আর তোমার এইসব অনামুখো সাঙ্গোপাঙ্গোরা না ?

অদ্ভুত। কে বলে ? কোন্ চণ্ডাল একথা বলে ? আমি কানাইকে ধরিয়ে দিয়েছি ?

পরেশ। ছি ছি—অমন কথা ব'লবেন না—গিন্নিঠাকরুণ! রায়বাহাদুর আমাদের একেবারে যাকে বলে "মাটীর মানুষ!"

কল্লো। তা দেখতে পাচ্ছি বইকি! নিছক মাটীর তৈরী! ওপোরে চ্যাকোন্ চোকোন্—ভেতরে খ্যাড়্! ছি ছি—কানাইলালের যদি জেল হয়,—তা হলে লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে?

পরেশ। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে—তা বেশ জান্‌বেন গিন্নিঠাকরুণ! কানাইবাবু কি ভয়ঙ্কর ছেলে,—আপনি সরলপ্রাণ স্ত্রীলোক,—বুঝতে পাচ্ছেন্ না! ও গ্রেপ্তার হয়েছে,—ভালই হয়েছে!

কল্লো। অপরাধটা কি তার শুনি? Election এ তার মামাকে দাঁড় করিয়েছে? তোমার দলে হয়নি—তোমার মোসায়েবী করেনি,—এই তো?

অদ্ভুত। আরে—কে তার মতন মোসায়েব চায়? ও সব লোক্‌কে কাছে ঘেঁস্‌তে দিতে আছে? ও আমার বাড়ী দিনকতক আনাগোনা ক'ল্লেই আমার শুদ্ধ্ হাতে হাতকড়ি পোড়তো—তা জান? বাপ্! কি ভীষণ ছোক্‌রা! গাঁয়ের ছেলেদের ধরে ধরে ডাকাতি করা শেখাচ্ছিল! মারামারি খুনোখুনি কর্ত্তে দিনরাত পরামর্শ দিচ্ছিল! ঐ বাঁড়ুয্যেদের গুণধরটাকে ঐতো দস্তুর মত গুণ্ডা করে তুলেছিল!

কল্লো। শুন্‌ছি নাকি আজ তার বিচার হবে?

পরেশ। হবে কি? এতক্ষণ বোধ হয় পায়ে হাতে শেকল পরিয়ে জেলে পুরেছে!

কল্লো। সেই জন্যে বুঝি সাত তাড়াতাড়ি কলকেতা ছেড়ে এখানে এসে ঢুকেছ?

পরেশ। রায়বাহাদুর! আমি তাহলে এখন একটু গাঢাকা হই!

গিন্নিঠাকুরণ আহারাদি সেরে নিদ্রামগ্ন হ'লে—আমি এসে কথাবার্ত্তা কইব !

অদ্ভুত। তুমি বোসো পরেশঠাকুর ! বলি কলাবৌ—

কল্লো। কি ?

অদ্ভুত। এ বাড়ীর কর্ত্তা কে ? তুমি না আমি ?

কল্লো। আমি এ বাড়ীর কর্ত্তা হ'লে এতদিনে তোমায় পুলিশে যেতে হ'ত !

অদ্ভুত। নিকালো বাড়ীর ভেতর—আভি নিকালো ! নইলে আমি আমার নেপালী দরোয়ান ডাক্‌বো—নিকালো—

কল্লো। মরণ আর কি—

[কল্লোলিনীর প্রস্থান।

অদ্ভুত। আদালতের ব্যাপারটা কি রকম বুঝ্‌লে বল দিকি পরেশঠাকুর !

পরেশ। ব্যাপার আর কি ? আমি তো সব নিজের চক্ষে দাঁড়িয়ে দেখে এসেছি,—ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিলেন—

অদ্ভুত। হুকুম দিয়েছেন ?

পরেশ। না না না—এখনও দেননি—এই দোবো দোবো ক'চ্ছেন—

অদ্ভুত। ও ব্যাটা তরুণ চৌধুরী যত পয়সাই ছাড়ুক—যত ব্যারিষ্টারই লাগাক্,—কানাইলালের জেল আর কেউ ঘোচায়না !

পরেশ। আজ্ঞে না ! আর কি রকম সর্ব্বমঙ্গলার পায়ে রাঙ্গা জবা চড়াচ্ছি ! রায় বাহাদুর ! পাঁচজোড়া পাঁটা মায়ের কাছে মানৎ করেছি,—কল্‌কেতা যাবার আগে দিয়ে যেতে হবে,—হ্যাঁ !

অদ্ভুত। এই কানাইয়ের জেলের জন্যে মায়ের পায়ে জবা চড়াতে কাল

একশো টাকা দিয়েছি—আজ আবার পঞ্চাশ নিলে ! এবার যদি কাজ না হয়,—তাহলে তোমায় বুঝে নেব—তুমি কত বড় জোচ্চোর বামুন !

পরেশ। এবার যদি পূজো বিফলে যায়,—রায়বাহাদুর—তা হলে আমি পৈতে ছিঁড়ে পচা পানাপুকুরে ফেলে দোবো।

(নন্দকিশোরের প্রবেশ)

নন্দ। Come Come— রায়বাহাদুর— আসুন— আসুন— জল্‌দি রুপেয়া লে আইয়ে !

অদ্ভুত। কি হে নন্দকিশোর ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

পরেশ। আশ্চয্যি নেই—আশ্চয্যি নেই,—বোশেখমাসের রোদ্দুর, সাংঘাতিক ! একটু মাথায় জল দোবো নাকি ?

নন্দ। Shut up you dammed পুরুৎ ! মাথায় জলটল দিওনা ! টুপি খারাপ হয়ে যাবে। চুপ্ চাপ্ বৈঠ্ রও !

(পরেশকে ধাক্কা দিল)

অদ্ভুত। কি—খবর কি ? কাল থেকে তো ডুব মেরেছো !

নন্দ। মাৎ—মাৎ—বাজিমাৎ—কিস্তিমাৎ all মাৎ ! Grand sensational tremendous success ! চলে আসুন, চলে আসুন্—রায় বাহাদুর !

অদ্ভুত। সকাল বেলা কোথায় মদ মেরে এলে ?

পরেশ। বসুন্—বসুন্—নন্দবাবু ! একটু পায়ে মাথায় মুখে হাতে জল দিই ! বসুন্,—না হয়, এইখানে শুয়ে পড়ুন্ ! বিশ্রাম করুন্। ওরে বেন্দা—ওরে মেধো—এক বাল্‌তি জল নিয়ে আয়তো ! আহা—

ভদ্রসন্তান একটু বেএক্তার হয়ে পড়েছে ! সব দিন কি মাত্রা ঠিক থাকে ? বসুন বসুন—

নন্দ। Defend thy body—you পরেশঠাকুর ! খুন করেঙ্গা—গুলি করেঙ্গা—

পরেশ। (অদ্ভুতকুমারের পশ্চাতে গিয়া) রক্ষা করুন রাজাবাবু, নন্দবাবু আজ বেয়াড়া মাতাল হয়েছে ! রক্ষে করুন ! গুলি ছুঁড়লে আর আমি বাঁচবোনা।

অদ্ভুত। আরে—আমার পেছনে এসে ধাক্কা মাচ্ছ কেন ? এতো ভারি জ্বালাতনে পড়লুম ! বলি—ব্যাপার কি নন্দকিশোর ? তুমি কি সকল কাজ আমার পণ্ড ক'র্ত্তে চাও ? কাউন্সিলের ইলেক্‌সনে দশ বারো হাজার টাকা খরচ করিয়ে ৫.টা ভোট পাইয়ে দিলে ! এবার বিষয়ের ব্যাপারে কি প্রাণে মার্ব্বে নাকি ?

নন্দ। ঐ পরেশঠাকুরকে এখানে থেকে সরান্ দিকি ! তা নইলে I shall shoot him—হাম উস্‌কো কানড়ায় দেগা—হাঁ—আ (মুখব্যাদান করিয়া পরেশঠাকুরের প্রতি ধাবমান)

পরেশ। গেল—গেল—গেল রাজাবাবু ! নন্দকিশোর ক্ষ্যাপা হয়েছে ! পালিয়ে আসুন্—পালিয়ে আসুন্—আমি গিন্নীমাকে খবর দিই—

[পরেশঠাকুরের বেগে পলায়ন।

নন্দ। তাড়িয়ে দিইছি,—নইলে কি ব্যাটা সহজে যেতো ?

অদ্ভুত। ওকেও তাড়ালে,—এইবার আমিও বিতাড়িত হচ্ছি,—তুমি একা মাতলামি কর !

নন্দ। রাগ কচ্ছেন কেন ? I have got a golden news ! জবর

খবর লে আয়া—মিষ্টার রায়বাহাদুর ! সেই জন্যেতো ওকে তাড়ালুম, Privately আপনাকে বলবার জন্যে।

অদ্ভুত। অত নেশা সকালবেলা করে এলে কেন ?

নন্দ। সকালে করিনি ! Yesternight চালিয়েছিলুম বটে ! এখন একদম্ নেশা ছুট্ গিয়া ! খবর শুনুন। কাল বৈকালে শ্রীমতী লীলা-ময়ীর সঙ্গে একেবারে সশরীরে সাক্ষাৎ !

অদ্ভুত। কার সঙ্গে ?

নন্দ। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী লীলি—লীলি—মিস্ লীলা রায় !

অদ্ভুত। সেকি ? কোথায় ? কখন দেখ্‌লে ? সে বেঁচে আছে ? সে ফিরে এসেছে ? বল কি ? সত্যি না মিথ্যে ?

নন্দ। Yes—Yes—Reutors telegram ! Pucca message ! হুঁ—হুঁ—পাক্কা খবর না নিয়ে কি এসেছি ? শুধু খবর নয় ? নিজের চক্ষে কাল বড়বাজারে তাকে দেখেছি, তার সঙ্গে কথা কইছি,—তাকে follow করে বাড়ী দেখে এসেছি।

অদ্ভুত। সতি ? বল—বল—ঠিক কথা বল। ঠাণ্ডা হয়ে বল। মাথা ঠিক করে বল ভাই !

নন্দ। মাথা ঠিক আপনি করুন। তারপর দশহাজার টাকা আমার সঙ্গে নিয়ে আসুন। At once—at once—money—money sweeter than honey—লে আও—

অদ্ভুত। টাকা ? টাকা কি হবে ? দশহাজার টাকা ? কি সর্ব্বনাশ !

নন্দ। নইলে লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয় যে হাতছাড়া হয়ে যাবে my Lord। মেয়েটাকে লোপাট কর্ত্তে হবে,—সে সমস্ত যোগাড় করে এসেছি।

অদ্ভুত। আরে—ঠাণ্ডা হয়ে কথাটাই বল। আগে শুনি—বুঝি—তারপর টাকার কথা কইব। তুমি ঠিক বুঝতে পার্লে যে সে আমার ভাইঝি লিলি?

নন্দ। বিশ্বাস না হয়—এখুনি আমার সঙ্গে চলুন। Come along—at once! আপনি চলুন, গিন্নী ঠাকুরুণ চলুন—ইচ্ছা হয় ওই পরেশ ঠাকুরকে সঙ্গে নিন। যিস্‌কো খুসী উস্‌কো লেও। তারপর যদি সেই আপনার ভাইঝি প্রমাণ হয়,—তা হ'লে তখুনি—তখুনি—টাকা payment ক'র্ত্তে হবে। তা নইলে everythi g murder! সব বরবাদ হো যাগা। বিষয় অধিকার কর্ব্বার Last day পোরশু—19th. April.

অদ্ভুত। তাই নাকি? লিলি এ উইলের কথা এখনও খবর পায়নি তো?

নন্দ। বিলকুল্ কুছ্ নেহি।

অদ্ভুত। কিছু ভাবনা নেই নন্দকিশোর—কিছু ভাবনা নেই! ছুঁড়ীটাকে উধাও কর! যত টাকা লাগে—একেবারে গুম্। তুমি যা বলেছ, কলকেতায় গিয়ে তাই কর! যাক্—বাঁচা গেল—লীলার সন্ধান পাওয়া গেল। এই মহাকণ্টকটাকে যদি সরাতে পারি—তাহলে—দোহাই মা সর্ব্বমঙ্গলা—তোমার মন্দিরের সোণার চূড়ো করে দোবো।

(পরেশঠাকুরের পুনঃ প্রবেশ)

পরেশ। রায়বাহাদুর—রায়বাহাদুর—

অদ্ভুত। কি—খবর কি হে?

পরেশ। এইমাত্র মায়ের মন্দিরে গিয়েছিলুম! মায়ের প্রসাদী ফুল নিয়ে আস্‌ছি—মাথায় ঠেকান্—মাথায় ঠেকান্—

অদ্ভুত। কি—কি—আদালতের খবর কিছু শুন্‌লে নাকি?

পরেশ। বিস্তর মাগীমদ্দ পূজো দিতে এসেছে! সবাই আনন্দ ক'চ্ছে—গাঁয়ের লোকেরা মায়ের মন্দিরে নৃত্য ক'চ্ছে!

অদ্ভুত। কানাইয়ের জেল হ'ল নাকি?

পরেশ। নিশ্চয়! গুণো দেশছাড়া,—কানাইটাকে সবাই ভয় করে,—দেশের শত্রু বলে জানে, তার জেল হয়েছে। গাঁয়ের লোকের আনন্দ হবেনা? সবাই একেবারে আহ্লাদে আটখানা!

অদ্ভুত। কা'কেও কিছু জিজ্ঞাসা করে জান্‌লে নাকি?

পরেশ। আরে মশাই—জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে হবে কেন? শুভ সমাচার বুঝে নিয়েই মায়ের চরণের আশীর্ব্বাদী ফুল নিয়ে ছুটে এখানে আপনার কল্যাণ ক'র্ত্তে এসেছি।

নন্দ। এঁ্যা—কানাইয়ের জেল? hip—hip—hurrah! ta—ra—la—la—[নৃত্য]

অদ্ভুত। (প্রসাদী ফুল মাথায় ঠেকাইয়া) মা—মা সর্ব্বমঙ্গলা! বড় ব্যথা পেয়েছি মা—ঐ ব্যাটা কানাইয়ের জন্যে। মাগো! ব্যথা যেন আর না লাগে—আর যেন কানাইলাল—

(তরুণ চৌধুরী, কানাইলাল ও গ্রাম্যযুবকগণের প্রবেশ)

কানাই। অকারণ শত্রুর ছলে নির্য্যাতন ভোগ না করে!

অদ্ভুত। একি? এঁ্যা—কানাইলাল খালাস?

তরুণ। হঁ্যা—রায় বাহাদুর! কানাই আমার খালাস! খালাস পেয়েই আগে আপনাকে প্রণাম ক'র্ত্তে এসেছে। কানাই! তোর পিতৃতুল্য রায়বাহাদুরকে প্রণাম কর্ বাবা।

অদ্ভুত। বড় ব্যথা পেয়েছিলুম! তোমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে, হাজতে রেখেছে শুনে বড় ব্যথা পেয়েছিলুম—

তরুণ। ব্যথার ওপোর ব্যথা পেলেন রায় বাহাদুর—আজ কানাইলাল ধর্ম্মের বলে মুক্ত হয়ে এসে আপনারই চরণে প্রণাম করতে এসেছে!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[লছমী বাঈয়ের দ্বিতল কক্ষ]

[টেবিলের উপর কয়েকখানি বই রহিয়াছে। টেবিলের পার্শ্বে ইজি-চেয়ারের উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে লছমী বাঈ। উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া রৌদ্র ঘরখানির ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। লছমী বাঈ গাহিতেছিল।]

গীত।

এ কি নবীন আলোক দেশময়!
এ কি সুন্দর মনোহর ভাতি, বিদূরিত দীনতারাতি,—
এ কি প্রীতি-পূরিত প্রাণ, মঙ্গল জয়গান
অবিরত ধ্বনিত হয়!
এ কি অতৃপ্ত প্রেমপিয়াসা, চিরবাঞ্ছিত নবসুখ-আশা,
এ কি নির্ম্মল জ্যোৎস্নাপুলকেমগন
গগনতল সদা রয়!
ঐ মোহসুপ্তগণ জাগিল চাহি, জননীবন্দনা উঠিল গাহি,
নূতন প্রাণে, নূতন নয়নে, হেরিল নাহি মরণভয়॥

(ভণ্ডুলের প্রবেশ)

লছমী। কি ভণ্ডুল? তোর গুণদাকে খুঁজে পেলিনা?

ভণ্ডুল। খুঁজতে হবে না! গুণদা আমার তেমন লোক নয়—তা জান? সে তোমাদের একশো টাকা নিয়ে লুকিয়ে থাকবে? সে'কত লোককে

একশো, দুশো,— তিরিশ, পঞ্চাশ,—সাতসিকে পর্য্যন্ত দিয়েছে,—আমি স্বচক্ষে দেখেছি ! তুমি বরং সুনীদিকে জিজ্ঞাসা করো,—তাকে আমি ডেকে আনছি—

লছমী। তাকে আর ডাকতে হবেনা ! সে ঘুমুচ্ছে !

ভণ্ডুল। দিনের বেলায় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে কেন ? গুণদা ব'ল্‌তো—দিনের বেলায় কুকুরবেরালরা পড়ে পড়ে ঘুমোয় ! আর মানুষ যারা,—তারা কাজকর্ম্ম করে

লছমী। তার যে জ্বর হয়েছে ভণ্ডুলে ! সে এখানে এসে পর্য্যন্ত কি রকম অসুখে ভুগ্‌ছে—তা দেখছিস্‌ তো ?

ভণ্ডুল। ও ম্যালোরা জ্বর ! ওতে তো কোনো ক্ষতি নেই। জ্বর যখন হয়,—কম্বল চাপা দিয়ে পড়ে কোঁ কোঁ করে,—আবার একটু ঘাম দিয়ে গা ঠাণ্ডা হ'লেই, সপাসপ্‌ পান্তা ভাত, কড়ায়ের ডাল, আর কাঁচা তেঁতুলের অম্বল ! ম্যালোরা দু'দিনে বাপ্‌ বাপ্‌ ব'লে গা ছেড়ে পালায় !

লছমী। তোদের দেশে ম্যালেরিয়ার বুঝি এই চিকিৎসা ?

ভণ্ডুল। কেন ? এটা কি খারাপ চিকিচ্ছে ? আর—তোমরা মিছিমিছি ওকে অত ডাক্তার দেখাচ্ছ,—ওর রোগ তো সারবে না !

লছমী। কেন বল্‌ দিকি ?

ভণ্ডুল। ও কি ওষুধ খায় নাকি ?

লছমী। খায়না ? সে কি কথা ?

ভণ্ডুল। ওষুধও খায়না,—অত বেদানা আঙ্গুর—পান্‌ফল নাস্‌পাতি—কিছুই নিজে খায়না ! আমাকে—মনসাকে—আর তোমার ঐ ইস্‌কুলের ছোট ছোট মেয়েরা এলে ডেকে খাওয়ায়,—তা জানো ?

লছমী। না—তাতো জানিনা! কই—তুইও তো একথা বলিস্‌নি!

ভণ্ডুল। বোল্‌বো কেন! সুনীদি যে বারণ করে দিয়েছে—তোমাদের ব'ল্‌তে?

লছমী। এই তো ব'ল্লি!

ভণ্ডুল। জিজ্ঞেস ক'ল্লে তাই বল্লুম! নইলে, আমি সেধে ব'ল্‌তে গেছি নাকি? হ্যাঁ—আমি তেমন ছেলে নই!

লছমী। আচ্ছা ভণ্ডুলে? তোর কানাই দাদা কলকেতায় কোথায় এসে থাকেন জানিস্‌?

ভণ্ডুল। কানাই দাদা তো কলকেতায় এসে থাকেনা,—মাঝে মাঝে তার মামাবাবুর আফিসে আসে। সেইখানে তার বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে!

লছমী। আফিসে বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে কি রে পাগলা?

ভণ্ডুল। হ'চ্ছে—নিশ্চয়ই হ'চ্ছে! ঐ তার মামার আফিসে একটা ভালো কনে তার লুকানো আছে, আমরা শুনিছি!

লছমী। কেন? তার মামার কি ঘটকালীর আফিস নাকি? তা দেখ্‌না—তোর রাঙাদিদির একটা বর জুটিয়ে দিতে পারে কি না তা'রা!

ভণ্ডুল। এ্যাঁ—রাঙাদিদির কি আজও বিয়ে হয়নি!

লছমী। আমারও তো হয়নি!

ভণ্ডুল। তোমাদের কি আজও বিয়ে হয়নি নাকি? আরে বাপ্‌রে—এত বড় ধেড়ে মেয়ে! তোমাদের কনে মানাবে কেন?

লছমী। না মানায় কিম্বা যদি কেউ পছন্দ না করে—তাহলে বিয়ে ক'র্ব্ব না! কিন্তু তোর কানাইদাদাও তো ধেড়ে মিন্‌সে,—তাকে বর মানাবে কেন?

ভণ্ডুল। আরে কানাইদা হোলো পুরুষমানুষ, তায় আবার ব্যাটা-ছেলে,—তাকে যখন-তখনই বর মানাবে! বিয়েতে ব্যাটাছেলের বয়েসের দরকার কি?

লছমী। হ্যাঁ—তা ঠিক কথা! আচ্ছা ভণ্ডুলে—তুই এই যে দেশ ছেড়ে এখানে পড়ে আছিস,—তোর গাঁয়ের জন্যে মন কেমন ক'চ্ছে না?

ভণ্ডুল। ক'চ্ছে না আবার? আমারও তো বাড়ীঘরদোর কিছু নেই,—থাকতুম গুণদার বাড়ীতে রাজার ব্যাটা রাজার মতন! তাড়া খেয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি,—কিন্তু দিনরাত গাঁ-টার জন্যে মনটা খিট্‌মিট ক'চ্ছে! কানাইদা বলেছে—নিজের মাকে বলে "জননী," আর নিজের দেশকে বলে "জন্মভূমি"! এই দুটোর মতন আঁতের ঘরের জিনিষ আর নেই! কানাইদা একটা গান শিখিয়েছে, শুনবে?

লছমী। শুন্‌বো—শুন্‌বো—গা না ভাই!

ভণ্ডুল।

গীত

(ও আমার) জন্মভূমি মা জননী (গো)!
এত মায়ার জিনিষ তুমি আগে জানিনি॥
সহর নগর রাজধানী কি ইন্দ্রভুবন যাই,—
নিজের দেশের এক কাঠা ভুঁই—তুলনা তার নাই!
(ও আমার মা জননী গো)!
থাক্‌তে তোমার কোলে শুয়ে, (তোমায়) চিন্‌তে পারিনি,—
কিন্তু ছাড়তে হ'লেই বুক্‌রে কেঁদে ওঠে পরাণী—
(ও আমার মা জননী গো)!

(সুনীতির প্রবেশ)

লছমী। এ কি—সুনীতি! উঠে এলে যে?

সুনীতি। বেশ গান গাইছিল ভণ্ডুলে! শুনতে এলুম—

ভণ্ডুল। আমি এখান থেকে এখন চলে যাই বড়দি—

লছমী। দাঁড়ানা—দরকার আছে—

ভণ্ডুল। নাঃ—   (পলায়ন)

লছমী। ওরে শোন্ শোন্—

ভণ্ডুল। (নেপথ্যে) আমি দেখি—রাঙাদিদি বেড়িয়ে এল কি না?

সুনীতি। ছেলেমানুষ!

লছমী। কেমন আছ সুনীতি? জ্বরটা কোম্‌লো? টেম্‌পারেচার্‌টা নিতে হবে যে বোন্!

সুনীতি। এইতো দুঘণ্টা আগে জ্বর দেখ্‌লে দিদি,—আবার কেন? এই দেখ—আমি বেশ আছি! আমার এমন কি হয়েছে যে,—তোমরা অত অস্থির হয়ে পড়েছ?

লছমী। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনদিন হয়ে গেল? ডাক্তার সেন বল্লেন,—এ ঘুস্‌ঘুসে জ্বর তোমার অনেকদিন থেকেই হ'চ্ছে! তাইতো চেহারা এমন পাকিয়ে গেছে!

সুনীতি। এত ক'চ্ছ কেন দিদি—আমার জন্যে? আমি একটা তুচ্ছ নগণ্য জীব,—আমার জন্যে তুমি কাজকর্ম্ম ক্ষতি করে যে কাণ্ড ক'চ্ছ,—আমার মনে হয়—এখানে আমার না থাকাই উচিত!

লছমী। ক'চ্ছি আর কি? আর না ক'র্ব্বই বা কেন? পৃথিবীতে এসেছি কি শুধু নিজেকে দেখবার জন্যে? এই নারীশিল্পসঙ্ঘের কাজই তো

নারীদের দেখা-শোনা—নারীদের বিপদে আপদে সাধ্যমত রক্ষা করা—সাহায্য করা! থাক্ সে কথা। হ্যাঁ সুনীতি—তুমি বেদানা, আঙ্গুর, বিস্কুট্, এলাচদানা,—এসব নাকি মোটেই ছোঁওনা?

সুনীতি। কে ব'ল্লে? ভণ্ডুলে বুঝি?

লছমী। যেই বলুক্—কথাটা সত্যি কিনা?

সুনীতি। ওসব আমি খেতে পারিনা! ওসব আমার মুখে রোচে না যে দিদি!

লছমী। তার মানে? ওগুলো কি তোমাকে দেখাবার জন্যে আনাই? কি আশ্চর্য্য! তাইতে দিন দিন আরও দুর্ব্বল হয়ে পোড়ছো। পাগলী মেয়ে! এসব কি বিলাসিতার জন্যে তোমাকে খেতে দিচ্ছি? তোমার ভেতরে ভেতরে যে শক্ত রোগের উপক্রম হ'য়েছে—তা বুঝতে পাচ্ছনা?

সুনীতি। ঐ কাশির কথা ব'লছ? তা—ও আমার অনেকদিন থেকেই আছে। নারাণপুরে এক একদিন রাতে এমন হ'ত যে কাশ্তে কাশ্তে দম আটকাবার যোগাড়! এখানে তো একটু কম পড়েছে!

লছমী। ছাই কম পড়েছে। কোথা থেকে পড়বে? ওষুধ খাবে না,—ডাক্তারে যা ব্যবস্থা করে দেবে—তা মানবে না! তা হ'লে রোগ সারে কি করে?

সুনীতি। সারবার দরকার কি বড়দি? আমার রোগ সারিয়ে পৃথিবীর একটা জঞ্জাল রাখবার দরকার কি—তাও'তো বুঝ্তে পাচ্ছিনা।

লছমী। মরতে চাও কেন বোন্?

সুনীতি। বেঁচে কি হবে দিদি? যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এই রকম জীবন্মৃত হয়ে সমাজের শাসনের চাপে পিষে পিষে ম'র্ত্তে হবে।

তার চেয়ে একেবারে মলে—আমি মুক্তি পাব। আমি যে সমাজের অভিশাপ দিদি,—এ যে শাস্ত্রের উক্তি, ঈশ্বরের আদেশ!

লক্ষ্মী। শাস্ত্রের উক্তিও নয়—ঈশ্বরের আদেশ তো নয়ই! তবে যা বোল্‌ছো,—ওটা সমাজের সুশাসন নয়—কুশাসন বটে! সমাজ শাসন করেন শুধু নারীকে,—কারণ, সে অবলা! আর সমাজ ভয় করেন পুরুষকে,—পদানত হয়ে থাকেন শক্তিমান পুরুষের,—কারণ, সমাজ, শাস্ত্র, বিধি, নিয়ম, যা কিছু,—তার কর্তা পুরুষ,—নারী নয়! সেই জন্যই নারী ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে চোখের জল নিয়ে,—শেষ হয়েও যাবে চোখের জল নিয়ে।

লক্ষ্মীর গীত

শুখাবে না শুখাবে না তোর নয়নের অশ্রুধার,—
এ ভারতে নারীর জনম সইতে শুধুই অত্যাচার ॥
থাক্‌তো যদি নারীর হাতে আজ্‌কে সমাজগঠনভার,—
পুরুষে না হয়ে যদি নারী হ'ত শাস্ত্রকার,—
　　　　তবে, এমন কঠোর অত্যাচার,—
প্রতিপদে নারীর প্রতি শুন্‌তো না কেউ এ ধরার ॥
সাজ্‌ত না বর কুলীনপ্রবর হ'য়ে গঙ্গাযাত্রী,—
যার গলে হায় মালা দিলে ন'বছরের পাত্রী;
তার, নারীজন্মের ঘুচ্‌তো সবই কাট্‌তে বাসররাত্রি;
অগ্নি,—শাস্ত্রসমাজশাসন ভীষণ সুরু হ'ল বিধবার ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

রহমানের বাটী

(চিন্তামগ্ন গুণধর)

গুণ। কি করি? ভেবে তো কিছুই ঠিক ক'র্ত্তে পাচ্ছি না! লুট ক'র্ত্তে হবে! ডাকাতি ক'র্ব্ব আমি? ছি ছি ছি! আমি ডাকাত হ'ব? গায়ে কুস্তি ক'র্ত্তুম, লাঠি খেলতুম,— বদ্‌মায়েসদের সায়েস্তা ক'র্ত্তুম, এইজন্যে আমাকে আর আমার সাকরেদ্‌দের সবাই গুণ্ডা বোলতো,— ডাকাত বোল্‌তো! সেই গুণ্ডামি—সেই ডাকাতি আজ সত্যিই ক'র্ত্তে হবে? নাঃ—পার্ব্ব না! আমি পার্ব্ব না? কার বাড়ীতে ঢুকতে হবে,—কোন্ স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে হবে,—সে হয়তো আমাকে দেখেই কেঁদে উঠবে! না—না—পার্ব্ব না! আমি পালাই! এদের ঐ ছাদ ডিঙ্গে পালাই!

(রহমান, খলিফা, কেরামত আলীর প্রবেশ)

খলিফা। এই যে ঠাকুরজী—তোম্ তৈয়ার?

গুণ। হ্যাঁ—তা—তা—তৈয়ার বৈকি!

খলিফা। এইবার চলো। সাঁজ হয়েছে। লাঠি ওঠি সব ভেজ্ দিয়েছি—

কেরামৎ। তুমি কি ভয় পাচ্ছে ঠাকুরজী?

গুণ। একটু একটু ভয় পাচ্ছি বই কি মিয়া! কথনোতো এ কাজ করিনি।

খলিফা। আরে—কুছু ডর নেই। এই লেও—ছোরা লেও,—আউর এক্‌টা ভাল অস্তর দেবে! এই দেখো— (পিস্তল প্রদান)

[গুণধর শিহরিয়া উঠিল। পরে কম্পিত হস্তে পিস্তলটী লইয়া]

গুণ। পিস্তল! ওরে বাপ্‌রে—এতে মানুষ তখ্‌নি মরে যাবে!—আর এতো আমি কখনো ছুঁড়িনি!

খলিফা। আরে দরকার হবে তো ছুঁড়বে, নেহি তো খালি ভয় দেখাবে যখন, আওরাৎকে লিয়ে আসবে,—তখন দু'একবার মাটীর দিকে আওয়াজ কর্ব্বে! যখন ধরা পড়বার ঠিক সময় বুঝবে,—দু একজনাকে খাল করে—পাঁওমে লাগিয়ে পালাবে।

কেরা। আর আমাদের সাথে টেক্সি থাকবে দোখানা! যে বাড়ী লুটতে যাবো,—ঐ বাড়ীর কাছে গলীতে টেক্‌সি খাড়া থাকবে!

গুণ। কার বাড়ীতে, কাকে লুটতে যাচ্ছ,—তাতো এখনও বোল্‌ছো না!

খলিফা। সে কি এখন বোল্‌তে পারে? হামলোক সব দেখে শুনে ঠিক সন্ধান লিয়ে এসেছি। তুমি জানালা দিয়ে উপর ঘরে পহেলা চলিয়ে যাবে! সেথা আমাদের একজন আওরাৎ আছে,—উস্কা নাম মনসা বিবি! তুমি যেমন যাবে—আর ঐ মনসা তোমাকে মেয়েমানুষ দেখিয়ে দিয়ে, সদর দরজা খুলিয়ে দেবে। তুমি আওরাৎকে লিয়ে চলিয়ে আস্‌বে—আর দাঙ্গা উঙ্গা সব হাম্‌লোক কর্ব্বে।

গুণ। যদি ধরা পড়ি? তা হলে—

কেরা। পিস্তল ছুঁড়্‌লে যম শালা তোমার কাছে আসবে না! তুমি ডর পাচ্ছ কেন বাবু?

খলিফা। ছোঃ—তুমি এইসা পালোয়ান, এইসা মরদ্‌কা মাফিক্‌ তোমার চেহারা! তুমি এখন আওরাৎকা মাফিক্‌ ডর পাচ্ছ? ছোঃ!

কেরামৎ। আচ্ছা—তোম নেহি সেকো তো হামাদের সাথ্‌মে চলো। তুমি দলের সাথে বাহিরে থাক্‌বে—আমি, রহমান উপরে উঠিয়ে যাবে, আওরাৎকে লুট করে আন্‌বে।

ভগ। না না—তোমরা ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে হাত দিওনা। তোমাদের চেহারা দেখ্‌লে সে আঁৎকে উঠে তখুনি মরে যাবে। তোমরা—তোমরা—বাইরে থেকো। আমি—আমি ভেতোরে যাবো। আমি দেখ্‌বো—কে ভদ্রলোকের মেয়ে—। আমি—আমি—আমি তাকে ধরে নিয়ে আসবো,—প্রতিমার মতন মাথায় করে নিয়ে—এমন ছুটবো,—কেউ—কেউ সে মেয়েটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পার্ব্বেনা,—কেউ পার্ব্বেনা,—তাকে ছুঁতে পার্ব্বেনা! চল—চল সর্দ্দার! আমি পার্ব্ব—আমি পার্ব্ব—আমি পার্ব্ব!

খলিফা। বহুৎ আচ্ছা—লেও পিস্তল!

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মীর পূর্ব্বোক্ত কক্ষ

[পশ্চাৎদিকে জানালা খোলা]

[কাল রাত্রি। বাহিরে অন্ধকার]

[লক্ষ্মী ইজি-চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিল, মনসা আসিয়া ঢুকিল]

লক্ষ্মী। কি হ'ল মনসা? লীলা ফিরে এসেছেন?

মনসা। কি জানি মা,—সেই যে বিকেল বেলা হাওয়া খেতে বেরুলেন, আর তাঁর দেখা নেই। আমি তেনার আসতে দেরী দেখেই তো আশে পাশে চাদ্দিকে ঘুরে খুঁজে এলুম।

(ভণ্ডুলের প্রবেশ)

ভণ্ডুল। তুই মাগী বড্ড মিছে কথা কোস্। আনলি মনসা?

মনসা। মিছে কথা কি রকম? আমি ছোট মাকে খুঁজতে যাইনি?

ভণ্ডুল। তোমার ভারী দায় পড়েছে কিনা! তুমি দিনরাত তো নিজের মণ্ডা মণ্ডা লোক নিয়ে—এই এমন এমন করে মাথা নেড়ে হাত ঘুরিয়ে গল্প ক'রেই জান। এতক্ষণ তো তাদের কাছেই ছিলে। তুমি রাঙাদিদিকে খোঁজবার সাবকাশ পাবে কখন?

মনসা। দেখ দিকি বড়মা, এ ছোঁড়াটার ভারী আস্পদ্দা বেড়েছে! আমাকে যখন তখন এই রকম মুখ নাড়া দেয়!

লক্ষ্মী। ছিঃ ভণ্ডুলে! তোর মার বয়সি ও,—পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি

ক'র্ত্তে এসেছে,—ও রকম করে কি ওর সঙ্গে কথা কইতে হয়? সত্যিই তো,—আহা গরীব অনাথা—

ভণ্ডুল। ও গরীব? ও অনাথা? কক্ষনো নয়। গরীব অনাথা কি আমি দেখিনি মনে করেছ? ও তো তোমার চেয়েও বড়লোক! কি রকম ফরসা এতখানি পাড়ওলা কাপড় পরেছে! হাতে চুড়ী, কাণে একটা কি চক্‌চক্ ক'চ্ছে! কি রকম পান দোক্তা দর্‌জা খায়—

লছমী। দর্‌জা খায় কি রে?

ভণ্ডুল। খায়না? ও মাগী সব খায়। এক কৌটো দর্‌জা ওর হাতে দিনরাত আছে—দেখনা—

মনসা। জর্‌দার কথা ব'লছে—বুঝতে পাচ্ছনা মা? ডেঁপো ছেলে! কথার এখনো আড় ভাঙ্গেনি,—এ দিকে সব কথাটা কওয়া আছে সকল দিকে নজর আছে!

লছমী। তাইতো—কোথায় গেল লীলা? তোকে কিছু বলে গেছে রে ভণ্ডুলে?

ভণ্ডুল। তুমি সেই স্কুল বাড়ীর মেটিংএ বেরিয়ে গেলে না? রাঙাদিদি অনেকক্ষণ সুনী দিদির কাছে বসে কত গল্প ক'ল্লে! তারপর—তোমার আস্‌তে দেরী হ'চ্ছে দেখে—আমাকে ব'ল্লে—"ভণ্ডুলে! দিদি এলে বলিস্ আমি এই ময়দান থেকে এখুনি একটু ঘুরে আস্‌ছি—"

লছমী। একবার যা তো মা মনসা,—ভণ্ডুলে, তুইও একটু ওর সঙ্গে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে দেখ্ দেখি।

[মনসা ও ভণ্ডুলের প্রস্থান।

লছমী। মায়া! মায়া এমনি জিনিষ! এই একটা পরের ছেলে—কোথাকার কে—দু দিনের জন্য এসেছে—দুদিন পরে কোথায় চলে যাবে! এর

ওপোর এমন মায়া পড়েছে যে, মনে হ'চ্ছে—একে না দেখ্‌তে পেলে ভারী কষ্ট হবে! কিন্তু—না—না—এদের চেয়েও ঢের—ঢের বেশী মায়ার জিনিষ যে আমার আছে! সে আমার জন্মভূমি। আমার একাধারে পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, কন্যা,—সব!

(লীলার প্রবেশ)

লছমী। এই যে লীলা! লীলা! কোথায় ছিলে এতক্ষণ দিদিটী আমার?

লীলা। দিদি—দিদি [ক্রন্দন]

লছমী। কি, কি হয়েছে লীলা?

লীলা। দিদি তাঁর দেখা পেয়েছি।

লছমী। কার—কার? কানাইলালের!

লীলা। হ্যাঁ দিদি?

লছমী। কোথায়? কোথায়? কখন্? কি কথা হল? কি বল্লে? আবার কাঁদে! কোন অশুভ সংবাদ শুনেছিস্ নাকি?

লীলা। না দিদি—দেখা পেয়েছি—কিন্তু কোন কথা হয়নি।

লছমী। কি রকম?

লীলা। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখি—তিনি Victoria memorialএ কাছে, একেবারে ঠিক আমার সামনে উপস্থিত!

লছমী। তারপর।

লীলা। তারপর—তিনিও চেয়ে রইলেন, থতমত খেয়ে,—আমিও চেয়ে রইলুম অবাক হয়ে! কথা মুখ দিয়া আমারও বেরুলো না,—তিনিও কোন কথা কইলেন না।

লছমী। দুজনেই Nervous হয়ে গিয়েছিলে। পাঁচ-ছ বছর দেখা হয়নি, তিনি হয়তো বা তোমায় চিন্‌তে পারেন নি। তুমি তাকে ঠিক চিন্‌তে পেরেছ তো ?

লীলা। সে মুখ কি ভোলবার দিদি ?

লছমী। তিনি কোথায় গেলেন ?

লীলা। তা জানি না! রাস্তায় লোকের তো অভাব নেই। তাঁকে দেখেই আমি নীরব বিস্ময়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলুম,—বুকের ভিতর কি জানি—আনন্দে বা বিষাদে—ভয়ঙ্কর দুর দুর কর্ত্তে সুরু হল,—তার পর মুহূর্ত্তেই পাপ লজ্জা, কোথা থেকে এসে জোড় করে আমার চোখ দুটো নীচের দিকে নামিয়ে দিলে—পরক্ষণেই চোখ তুলে দেখি, অন্ধকার ;—তিনি চলে গেছেন—

[কাঁদিতে কাঁদিতে সোফায় বসিয়া পড়িল।
হাত হইতে একটা প্যাকেট পড়িয়া গেল]

লছমী। (সান্ত্বনা করিতে করিতে) তুমি স্ত্রীলোক—তুমি না হয় দেহ-মনের দুর্ব্বলতাবশে কথা কইতে পারনি,—কানাইলালও কি কথা কইতে সাহস কর্লেন না ? তবে কি তিনি তোমায় চিন্‌তে পারেন্ নি ?

লীলা। ঈশ্বর জানেন—তিনি চিন্‌তে পেরেছেন কিনা ! বিশ্বাস করো দিদি,—তিনি মুখে কথা কন্‌নি বটে,—কিন্তু তাঁর চোখ কথা ক'য়েছে, তাঁর প্রশস্ত ললাট কথা ক'য়েছে,—তাঁর সুন্দর মুখের ভাবে তাঁর প্রাণের ব্যাকুলতা—তাঁর হৃদয়ের সমস্ত কথা ব্যক্ত হয়েছে !

লছমী। (মেজে হইতে প্যাকেট তুলিয়া লইয়া)—এটাতে কি আছে লিলি ?

লীলা। একটা খদ্দরের জামা—নূতন রকমের Design !

(লছমী প্যাকেটটা টেবিলে রাখিতে গিয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল)

লছমী। (হঠাৎ উঠিয়া) লিলি—

লীলা। কি ?

লছমী। দেখ, দেখ,—কিসের বিজ্ঞাপন ? কি কাগজ দেখি ? "দৈনিক বার্ত্তাবহ"—"সোমবার ২৭শে ফাল্গুন সন ১৩৩৬" (লছমী পড়িতে লাগিল) "পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ! নারাণপুরের সুবিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় ভবশঙ্কর রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় অঞ্চল কুমার রায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী লীলাময়ী আজ প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ পিতার সহিত প্রবাসে গমন করিয়াছেন।—অত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে"—দেখ-দেখ লিলি—তুমি পড়—

(লীলা মনে মনে পড়িতে লাগিল, পরে বলিল)

লীলা। তুমি পড় দিদি—আমি আর পাচ্ছি না, আমার মাথা ঘুরছে !

লছমী। "উক্ত ১৯ শে এপ্রিল রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরমুহূর্ত্তে উইলবর্ণিত লীলাময়ীর প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ স্বর্গীয় ভবশঙ্কর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রায় শ্রীযুত অদ্ভুত-কুমার রায় বাহাদুরের অধিকারে যাইবে। লীলাময়ীর সঠিক সংবাদ অথবা তাঁহাকে যিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া উক্ত এটর্ণি তরুণ চৌধুরীর অফিসে ১৯শে এপ্রিলের রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে

আসিবেন,—তিনি তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার টাকা পারিতোষিক লাভ করিবেন !"

লীলা। একি সত্য—না মিথ্যা,—না কারও চাতুরী ?

লছমী। আর ও কথা ভাব্বার কোনো আবশ্যক নেই। আজ ১৯শে এপ্রিল ! এখন রাত কটা ? সাড়ে দশটা ! তা'হ'লে তো এখুনি যেতে হয়,—এখুনি—এখুনি—! তুমি কাপড়টা বদ্‌লাবে কি ? চট্‌পট্‌ উঠে পড়ো।

লীলা। একখানি ট্যাক্‌সি আনালে ভাল হয়না ? আমি নানারকম Excitementএ ভারী দুর্ব্বল বোধ ক'চ্ছি !

লছমী। আচ্ছা—আমি নিজেই ট্যাক্‌সি ডেকে আন্‌ছি,—তুমি ততক্ষণ কিছু খেয়ে নাও ! সেই সকালে ভাত খেয়েছ,—কিছু খাওগে যাও !

(উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান)

(মনসার প্রবেশ)

মনসা। বড়্‌কি ছুঁড়ীটা বেরুলো,—ভালই হোলো ! এই সময় রহমানের দল আসে তো ভারী সুবিধে ! নইলে—যদি এই ছুট্‌কী ছুঁড়ীও কোথায় বেরিয়ে যায় ? সে ত আরও ভাল,—রাস্তায় তাদের খপ্পরে তাহ'লে তো সহজেই পড়বে !

(নেপথ্যে জানালার পশ্চাৎ দিক হইতে শীসের শব্দ)

মনসা। এই যে—সব এসেছে ! বেশ হয়েছে ! দেখি,—(জানালার দিকে গিয়া হাত নাড়িয়া ইসারা করিয়া পরে চাপা গলায়) একটু সবুর—
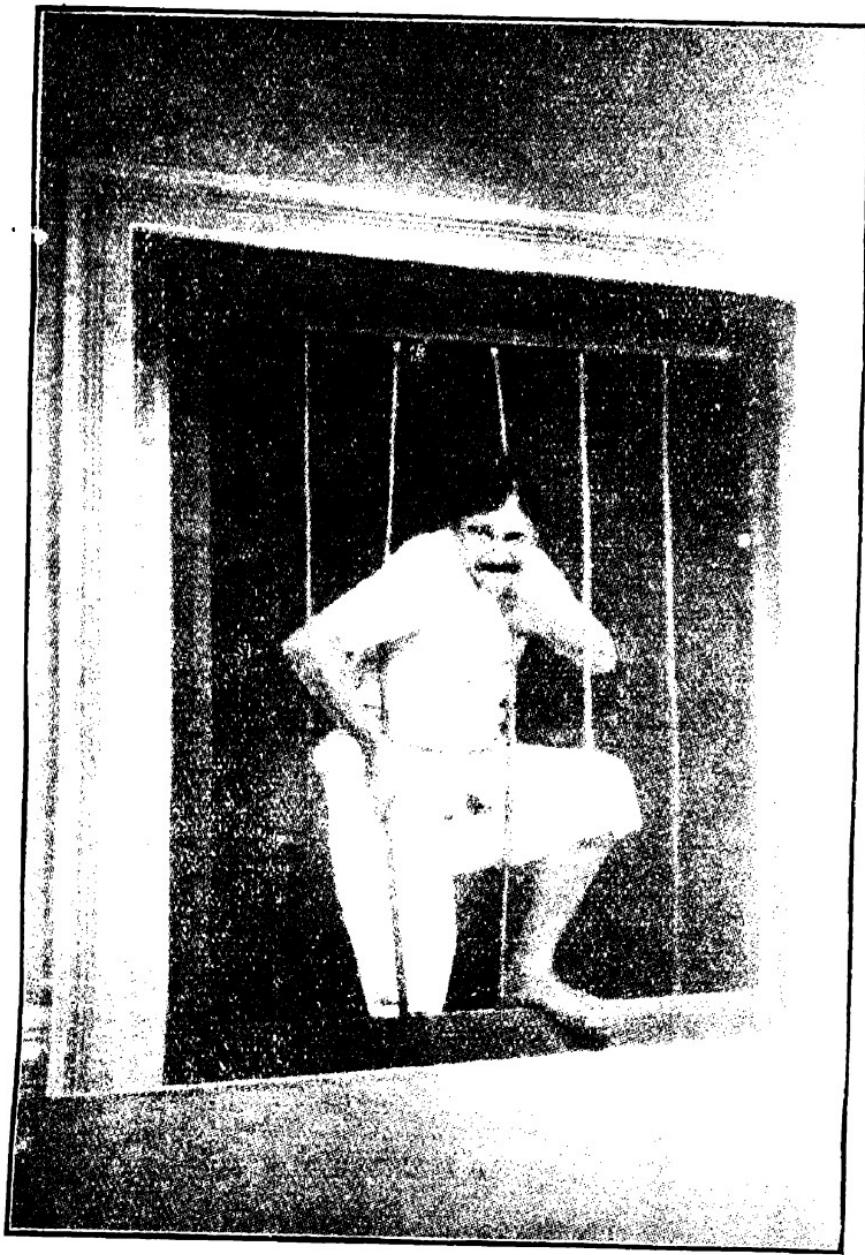
চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

লছমী বাঈয়ের বাসাবাটীর দ্বিতলের কক্ষে "গুণধরের" জানালার গরাদের ভিতর দিয়া প্রবেশ চেষ্টা।

(ভণ্ডুলের প্রবেশ)

ভণ্ডুল। এর মধ্যেই এসেছে ?

মনসা। এঁ্যা—এঁ্যা—কে ? কে ? না—না—চল্—চল্—ছোটমাঁর কাপড় কাচা হ'ল বুঝি ?

ভণ্ডুল। একটু দেরী আছে। শোন্না রে মাগী ! ওখানে জানালায় দাঁড়িয়ে অমন হাত পা চালাচ্ছিলি কেন ? তা'রা এল বুঝি ?

মনসা। আ মর্ ছোঁড়া ! কা'রা আবার আস্বে ?

ভণ্ডুল। যাদের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কোস্ !

মনসা। আ মর্ ছোঁড়া ! কখন্ আমায় কার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইতে দেখ্লি ?

ভণ্ডুল। মাগীমদ্দদের ফিস্ ফিস্ করে কথা কইবার কি সময় অসময় আছে রে ? ওরে মাগী—এই ভণ্ডুলের কথা শোন্ ! ও সব গোলমাল ছেড়ে দে,—ছেড়েদে ! নইলে, নিজে ভারী গণ্ডগোলে পড়বি !

মনসা। তুই চল্—চল্—তোকে পাকামি ক'র্ত্তে হবেনা !

[উভয়ের প্রস্থান।

(পশ্চাদ্দিকের জানালা দিয়া গুণধর উঠিল ও জানালার গরাদ প্রাণপণ শক্তিতে বাঁকাইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল)

গুণ। রাত্তির তেমন নিশুতি নয়। সবে সন্ধ্যে ! ওঃ ! বড্ড ভয়—ভয় ক'চ্ছে। বদ্মায়েস বেটারা সব নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাগ্যে এদিকটা একটু বনবাদাড়—আঁস্তাকুড়ের মত ! নইলে, বড় রাস্তা হ'লে পাঁচীল বেয়ে ওঠ্বার সময় ধরা পড়ে যেতুম ! এখন করা যায় কি ?

আমাকে প্রথম মহড়ায় দেখলেই তো মেয়েছেলেরা আঁৎকে উঠবে! তাইতো! কি করি? ঐ কে আসছে রে—(ইজিচেয়ারের পার্শ্বে আত্মগোপন করিল)

(ভণ্ডুলের প্রবেশ)

ভণ্ডুল। দেখি—মন্সা মাগী জান্লা দিয়ে কার সঙ্গে ইসারা—

গুণ। আরে—একি—ভণ্ডুলে?

ভণ্ডুল। এঁ্যা—গুণদা—গুণদা—

গুণ। (সস্নেহ আবেগে ভণ্ডুলকে জড়াইয়া ধরিল) ওরে আমার ভণ্ডুলে—ওরে আমার ভাইটী,—ওরে আমার মাণিক,—

ভণ্ডুল। গুণদা, গুণদা—আমার মা বাপ—আমার সব!

গুণ। আচ্ছা—আচ্ছা,—এর পর খুব আদর ক'র্ব্ব, এখন একটা মস্ত কাজ আছে—

ভণ্ডুল। কি কাজ? কি কাজ?

গুণ। এ বাড়ীতে মেয়েছেলে কেউ আছে জানিস্?

ভণ্ডুল। বড় দিদিমণি—ছোট দিদিমণি—

গুণ। তোর দিদি?

ভণ্ডুল। বড়দিদিমণিরা খোট্টার দেশে থাকে,—আর ছোটদিদিমণি—আমাদের গাঁয়ের জমিদার মশায়ের ভাইঝি—লীলা দিদি!

গুণ। কে? কে?

ভণ্ডুল। আরে—সেই যে,—জমিদার বাবুদের বড় বাবু,—যে খৃষ্টান হয়ে বেলাত গেছ্লো,—তার মেয়ে লীলা দিদি!

বঙ্গের সুখাবসান

নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।

কলিকাতা।

নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

মূল্য ১ এক টাকা।
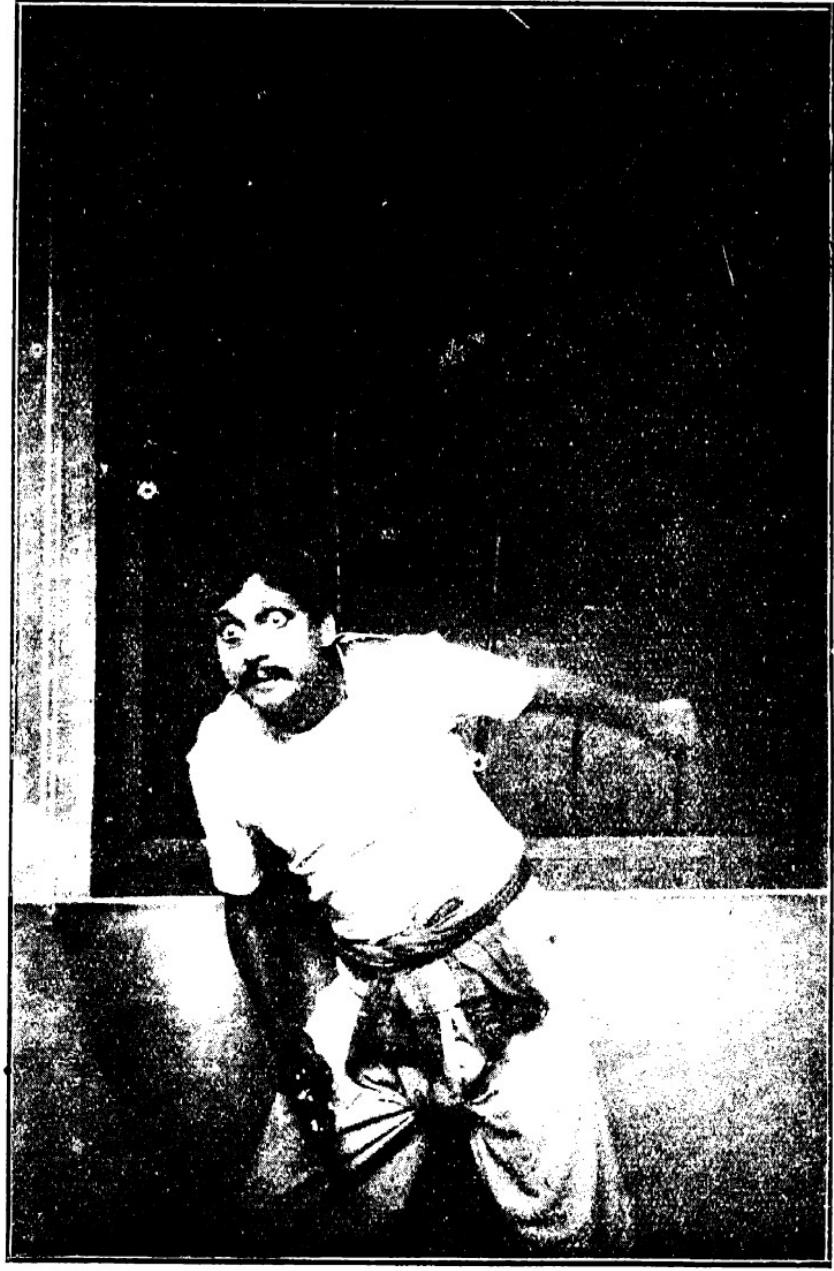
চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

লছমী বাঈয়ের কক্ষের অভ্যন্তরে "গুণধর"—(শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী)

"— আমাকে প্রথম মহড়ায় দেখ্‌লেই তো মেয়েছেলেরা আঁৎকে উঠ্‌বে !"

[১৬৪ পৃষ্ঠা

গুণ। এঁ্যা—লীলা—লীলা? সত্যি নাকি? সে বেঁচে আছে? কোথা —কোথা—? চল্—চল্—

ভণ্ডুল। কি ব্যাপার?

গুণ। বুঝ্তে পেরেছি—বুঝ্তে পেরেছি! জমিদার বেটা নিজের ভাইঝিকে সাবাড় করে, বিষয়টা সব ভোগ ক'র্ত্তে চায়! ভণ্ডুলে— ভণ্ডুলে! আজ ভারী দাঙ্গা ক'র্ব্ব।—এই ছোরা দেখছিস্? এই পিস্তল দেখছিস্? আজ ভারী দাঙ্গা ক'র্ব্ব—

ভণ্ডুল। আমারও সেই হেতিয়ার আছে—

গুণ। চল্—চল্—লীলার কাছে চল্—চুপি—চুপি! হ্যাঁ রে শোন্— এই জান্লার ধারে দাড়িয়েছিল এক বেটী,—কি তার নাম—কি তার নাম—ধুনো—ধুনো—

ভণ্ডুল। না—না—মন্সা—

গুণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মন্সা—মন্সা! সে বেটা কোথা? সে বেটী কোথা? বেটীকে আগে পাক্ড়াও করি—চল্—চল্! (অকস্মাৎ গুণধরের ত্রস্ত দৃষ্টি অন্দরে পড়িতেই) ভণ্ডুলে—ভণ্ডুলে—ও কে— ও কে রে? এঁ্যা—

ভণ্ডুল। দূর হোক্গে ছাই—মনে করেছিলুন বোল্বোনা! তা—ও যখন নিজেই এসে পড়েছে—

গুণ। এঁ্যা—সে কি? আমি স্বপ্ন দেখ্ছি নাকি?

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। আমিও দিনরাত স্বপ্ন দেখ্তে দেখ্তে স্বপ্ন যে সত্যিই ফলে গেল!

গুণ। কি—ব্যাপার কি ? এমন আশ্চর্য্য তো কখনো দেখিনি ! যাদের খুঁজি—যাদের জন্যে দিনরাত্তির প্রাণটা আমার কেঁদে কেঁদে ওঠে, আকুলি বিকুলি করে, সেই আমার ভণ্ডুলে—সেই তুই সুনী ! তোরা—তোরা দুজনেই এখানে ? জয় ভগবান—জয় ভগবান ! ওঃ ! কি আনন্দ—কি আমোদ আজ আমার !

সুনীতি। তুমি—তুমি এখানে—কোথা থেকে ?

ভণ্ডুল। ঐ জান্‌লা টপ্‌কে !

গুণ। ডাকাতি ক'র্ত্তে এসেছি—লীলাকে লুটতে এসেছি—

সুনীতি। এঁ্যা—সে কি ? (বসিয়া পড়িল)

গুণ। না-না—লীলাকে বাঁচাতে এসেছি ! সব বোল্‌বো—কোনো ভয় নেই। কোথায় লীলা—চল্—চল্ ভণ্ডুলে,—চল্—সুনী ! একি ? সুনী—তুই এমন হয়ে গেছিস্ ? নড়্‌তে পাচ্ছিস্ না ? তোর কি অসুখ করেছে ?

ভণ্ডুল। তোমাকে দেখতে না পেয়ে ও যেমন হেদিয়েছে,—আমিও তেম্‌নি হেদোচ্ছি ! ও মেয়েমানুষ—পট্‌কা ধাত,—টপ্ করে অসুখে পড়ে গেছে ! আর আমি শক্ত বেটাছেলে—ভাঙ্গিতো মচ্‌কাই না !

গুণ। আয়—আয়—সুনী ! আমার হাত ধরে আয়—

সুনীতি। নাঃ—চল আমি যাচ্ছি—

গুণ। ওরে—ওরে—গুণধর যখন ডাকাতি ক'র্ত্তে ভয় পায়না, তখন আর সে বদ্‌নামেরও ভয় করেনা। চল্ আস্তে আস্তে—

(হাত ধরিয়া লইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

পূর্ব্বোক্ত বাটীর পশ্চাদ্ভাগ।

(খলিফা, রহমান, কেরামত আলী ও গুণ্ডাগণ)

খলিফা। (উপর দিকে চাহিয়া শীস্ দিতে লাগিল ; পরে ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া) কেয়া হুয়া ! কুছ্ তো মালুম হোতা নেই ! ঠাকুরজি ক্যা করতা ?

কেরা। মন্সাকো ভি কুছ্ পাত্তা নেহি মিল্তা ! রাত—হাম জান্তা কি এগারা বাজ্ গিয়া ! [পুনরায় শীস্ দিল]

খলিফা। আচ্ছা মালুম নেহি হোতা কেরামত ! দেখো—হাম্ বুঝা কি—শালা বাভন হামলোক্‌কো সাথ দুস্‌মণি কিয়া ! আপ্‌না জাত-ভাইকে ওয়াস্তে হামলোক্‌কো মতলব সব ফাঁসায় দেনেকো মল্লা কিয়া !

রহ। হাঁ—হাঁ—সর্দ্দার ! হামলোক্ ভি ওহি সমঝাতা হায় ! ও শালা কোই টিক্‌টিকি হোগা !

খলিফা। তেরা টিক্‌টিকিকো বাপ্‌কো হাম্ জাহান্নাম্‌মে ভেজেগা ! কেরামৎ ! রহমন ! তোম্ দোনো আদ্‌মি উপর উঠ্ যাও ! এক আদ্‌মি কোই সুরৎসে ফটক্ খোল্ দেও,—আউর দুস্‌রা আদ্‌মি সবকো বাঁধ্‌নে লাগো !

কেরা। বহুত আচ্ছা—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

লছমী বাঈয়ের বাসাবাটীর পূর্ব্বোক্ত গৃহ

সুনীতি, লীলাময়ী, গুণধর ও ভণ্ডুল।

(একপার্শে মেজের উপর মনসাকে গুণধর বাঁধিয়া রাখিল)

গুণ। থাক্ বেটী—এইখানে বাঁধা থাক্। চেঁচাবি যদি—গলা টিপে তোকে পুত্‌নো-বধ করে ফেল্‌বো।

মনসা। দোহাই বাবা—আমি কিছু জানিনা বাবা—আমাকে মেরোনা বাবা—

লীলা। ওকে মেরোনা গুণ্‌দা! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুল্‌তে নেই—তুমি জানতো ?

সুনী। তুমি তো কখনো স্ত্রীলোককে ধম্‌কে কথা কওনা! তুমি ওর গায়ে হাত তুলবে ? ছিঃ—

গুণ। আরে দূর পাগ্‌লী! আমি হাত তুল্‌লে এতক্ষণ ও বেটীর গঙ্গাজলী হয়ে যেতো! বেটী! তুমি গুণ্ডোদের চর হয়ে আমার বোনেদের সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে এ বাড়ীতে চাক্‌রাণী সেজে আছ ?

ভণ্ডুল। দোবো নাকি গুণ্‌দা—বেটীকে হেতিয়ার চালিয়ে ?

লীলা। থাক্—থাক্—ভণ্ডুলে! ওর যথেষ্ট হয়েছে! গুণদা! ওর দোষ কি ভাই ? ও পয়সার লোভে এ কাজ ক'র্ত্তে এসেছে! বুঝ্‌তে পেরেছি,—এ সমস্ত আমার কাকামশায়ের ষড়যন্ত্র! এখন এ যাত্রা উপায় কি ? পুলিশে খবর পাঠালে হয়না ?

গুণ। রাস্তায় বেরুবার যে কোন উপায় নেই দিদি! চাদ্দিকে গুণ্ডোর

দল বাড়ী ঘেরাও করে দাড়িয়ে আছে। এ বাড়ী থেকে বেরুলেই সর্ব্বনাশ !

ভণ্ডুল। আমি হেতিয়ার নিয়ে ছুটে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে একেবারে ফাঁড়িতে যাইনা ?

গুণ। তুই পার্ব্বিরে ভণ্ডুল ?

ভণ্ডু। হ্যাঁ,—কেন পার্ব্বনা ?

[ভণ্ডুলের প্রস্থান।

লীলা। না—না—তুমি ছেলেমানুষ! একি ? ও যে সত্যিই চলে গেল,—ওকে বদ্‌মায়েস্‌রা যদি মারে-ধরে ? একবার টেলিফোঁ ক'র্ব্ব ?

(ইত্যবসরে জানালা ডিঙ্গাইয়া পরে পরে কেরামত ও রহমান গুণ্ডাদ্বয়ের ঘরের ভিতরে প্রবেশ)

কেরা। শালা বেইমান্—(গুণধরকে আক্রমণ করিল)

গুণ। লীলি—সুনী—শীগ্‌গির পালা—অন্য ঘরে যা—

কেরা। পাক্‌ড়াও ঐ বঢ়িহাঁ আওরাৎকো—দোনোকো—

(যে গুণ্ডা লীলাকে ধরিতে গেল,—তাহার মাথায় লাঠি মারিয়া গুণধর তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। গুণধর—কেরামত এবং অন্য গুণ্ডার সহিত লাঠিক্রীড়া করিতে করিতে বলিতে লাগিল)

গুণ। লীলি—সুনী! তোরা শীগ্‌গির অন্য ঘরে পালা—

(বিস্ময়-আতঙ্কে শিহরিয়া লীলি ও সুনী পলাইয়া গেল)

কেরা। শালাকো জান্‌সে মার্‌ ডালো—

গুণ। প্রমাই ফুরিয়ে থাকে—নিশ্চয় ম'র্ব্ব,—কিন্তু তোদের শেষ না করে ম'র্ব্বনা !

[গুণধর মাথায় আহত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কেরামত ও রহমান গুণ্ডাকে যেমন ভূতলে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিল, অমনি পশ্চাদ্দিক হইতে খলিফা আসিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল। দুইজনে ধস্তাধস্তি করিতে করিতে গুণধরের কোমর হইতে পিস্তলটা দূরে পড়িয়া গেল। ইত্যবসরে খলিফা তাহাকে ভূতলে চিৎ করিয়া ফেলিয়া ছুরি বাহির করিয়া তাহার বুকে বসাইবার উদ্যোগ করিল। গুণধর খলিফার ছোরা-শুদ্ধ হাতখানা ধরিয়া উপর দিকে রাখিল। এমন সময় আলুথালু বেশে সুনীতি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার সমস্ত অঙ্গ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ভীষণ কাঁপিতেছে। বিস্ফারিত দুই চক্ষু দিয়া অন্তরের ভার-চাপা প্রজ্বলিত অগ্নি—যেন বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রতি পদক্ষেপে পতন-বেগ হইতে নিজেকে কোন রকমে রক্ষা করিয়া,—সে পিস্তলটার কাছে গেল। পরে পিস্তলটা কুড়াইয়া লইয়া গুণধরের হাতে গুঁজিয়া দিল। গুণধর খলিফার দিকে পিস্তল লক্ষ্য করিতেই—খলিফার হাত হইতে ছোরা খসিয়া পড়িল। সে গুণধরকে আত্মসমর্পণ করিতেই—গুণধর তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া—তাহার বুকের উপর বসিয়া—তাহার ললাটের উপর পিস্তল লক্ষ্য করিয়া রহিল।]

চতুর্থ অঙ্ক— প্রথম দৃশ্য

লছমী বাঈয়ের বাসাবাটীর পূর্ব্বোক্ত গৃহ

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তরুণ চৌধুরীর অফিস।

[হতাশ ও বিষণ্ণভাবে কানাইলাল ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছে। দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটায় সবেমাত্র টং টং করিয়া এগারোটা বাজিল]

কানাই। আর কি ? আশা ভরসা সব শেষ ! ঐ এগারোটা বাজলো— আর ঘণ্টাখানেক পরেই বারোটা—

(নিরঞ্জনকৃষ্ণ ও নারাণপুরগ্রামবাসীগণের প্রবেশ)

কানাই। এই যে—এই যে ! পেলেনা ? কোথাও সন্ধান পেলেনা ?

নির। তোমার যেমন আজ্‌গুবি সখ্‌ ! মিছিমিছি নিজেও হায়রাণ হবে, আমাদেরও হায়রাণ ক'র্লে ! কদিন এই কজনে মিলে কলকেতায় পড়ে থেকে—যে যার কাজকর্ম্ম কামাই করে—বৌবাজার, ধর্ম্মতলা, ফিরিঙ্গিপাড়া, ইংরেজ কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে—

গ্রাঃ-গণ। এদেশে থাক্‌লে নিশ্চয়ই আমরা খুঁজে ব'ার কর্ত্তুম।

নির। তার আশা ছেড়ে দাও ভায়া ! বড়বাবুর সে মেয়ে কি আর বেঁচে আছে ? থাক্‌লে—তোমার দেওয়া বিজ্ঞাপন কি একদিনও তার চোখে পোড়তো না ?

কানাই। তোমরা আমাকে পাগলই বল, আর যাই বল,—আমি এখনও ব'লছি,—সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে এবং এই সহরেই কোথায়

আছে! বিষয় তার অদৃষ্টে নেই,—তা না থাক্,—তবু আমি তাকে খুঁজে বা'র ক'র্ব্বই!

নির। সে যাহোক পরে কোরো। তোমার মামা, নন্দকিশোর, জমীদার মশাই,—এঁরা সব কোথায়?

কানাই। মামা পাশের ঘরে আছেন,—এঁরা সব এখনও হাজির হননি।

[প্রস্থান।

প্রাঃ-গণ। চল নিরঞ্জন দাদা—আমরা যাই!

নির। দাঁড়ানা—শেষটুকু দেখে যাই! জলে কি রকম জল বাঁধে দেখ্না রে ছোঁড়ারা! ওই সব আসছে না?

(তরুণ চৌধুরী, কানাইলাল, অদ্ভুতকুমার, নন্দকিশোর, পরেশ ঠাকুর ও অদ্ভুতকুমারের পারিষদগণের প্রবেশ)

অদ্ভুত। কটা বাজ্‌ল?

তরুণ। এগারোটা—

অদ্ভুত। আমার ঘড়ীতে তো প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে! আপনার ঘড়ীতে সবে মাত্র এগারোটা,—কি—রকমটা কি?

তরুণ। আপনার ঘড়ি আহ্লাদে এখন Raceএর ঘোড়ার মতন দৌড়ুচ্ছে,—কি বলেন? তাই নয়?

অদ্ভুত। হা হা হা—বেড়ে বলেছেন—বেড়ে বলেছেন! উকীল মানুষ কিনা,—বড় রসিক—বড় রসিক! কি বল হে নন্দকিশোর? হা—হা—হা—

নন্দ। Solicitors are money-eaters—সুতরাং always merry-

chatters—very witters! ভারি রসিক—হরদম্ দেল্‌খোস্!
হা—হা—হা—

অদ্ভুত। (গ্রামবাসীগণের প্রতি) এই যে—তোমরা সব এসেছ! বেশ করেছ—বেশ করেছ—ভালই হয়েছে! শত্রুমিত্র সব রকম লোকই থাকা ভাল! অত বড় বিষয়টা দখল হ'চ্ছে,—শেষে কেউ না বলে—ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে!

নির। আর বল্লেই বা! আপনার ও ঢাল তৈরী করবার চামড়ায় তো দাগ ব সবে না!

অদ্ভুত। তা যাই বল,—আমি কিন্তু তোমাদের জলযোগ না করিয়ে ছাড়বো না। যেও—যেও—সব দলবদ্ধ হয়ে কাল সকালে আমার দর্জ্জীপাড়ার বাড়ীতে যেও! সকালে হরিসংকীর্ত্তন হবে—ভুলো! দুটো চারটে হরির লুট খেয়ে এস!

নির। তা খাব বই কি? আপনি এত বড় বিষয়টা লুট ক'ল্লেন,—আমরা হরির লুট খাবনা? হরির লুটও খাব—হরিবোলও দোবো!

অদ্ভুত। কানাই বাবাজীর কি শরীরটা বড়ই অসুস্থ বোধ হ'চ্ছে?

তরুণ। রায় বাহাদুর! আমার মিনতি—ওর সঙ্গে আপনি বাক্যালাপ ক'র্ব্বেন না। ছেলেমানুষ—দুঃখে শোকে বেচারা নিতান্ত কাতর হয়ে রয়েছে। বুঝতে পাচ্ছি—ওর মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—

নন্দ। Why? what is the reason? কেন? কোন্ অজুহাতে? যিস্‌কা ফাটে—উস্‌কা ফাটে—ধোবীকো ক্যা?

কানাই। খবরদার—মুখ সামলে কথা ক—হারামজাদা—পাজী—শুয়ার!

নির। ছিঃ—কানাই ভায়া! লেখাপড়া শিখে তুমি এত অধৈর্য্য হ'চ্ছ?

ছিঃ—ওদের কথায় কাণ দিয়ে অনর্থক মাথা গরম করে কোন দরকার নেই !

করুণ। কানাই ! যা বাবা—তুই পাশের ঘরে এঁদের নিয়ে বিশ্রাম করগে। রায় বাহাদুর ! আপনি একটু বিশ্রাম ক'র্বেন আসুন,—এখনও আধ ঘণ্টা দেরী আছে। ঠিক সময় আপনাকে কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

নন্দ। রায় বাহাদুর ! Half-an-hour more ! আর আধ ঘণ্টা সময় আছে,—আমার তা হ'লে থাকবার আর দরকার কি ? আমি দেখিগে—বাড়ীতে খেম্‌টাউলীর দল গেল কিনা ! আর যাবার মুখে খবরটা নিয়ে যাব—এখানে কতদূর কি হ'ল ?

অদ্ভুত। এঁ্যা—এত রাত্রে খ্যাম্‌টাউলী আস্‌বে কোথা থেকে ?

নন্দ। What do you say—my Lord—রায় বাহাদুর ? আপনি হবেন আজ রায়বংশের একছত্র সম্রাট্,—Emperor of গঙ্গামণ্ডল-গোছের জমিদারী। আজ আপনার Coronation—অভিষেক হ'চ্ছে। সেইজন্যে উৎসব ক'র্ত্তে একদল খ্যাম্‌টাউলী আন্‌তে লোক পাঠিয়েছি। আজ আপনার লক্ষ্মীলাভ হবে ! আপনিও মটুকটা মাথায় দিয়ে গদীতে বস্‌বেন,—আর তারাও অম্‌নি ঘুমুর পায়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেরুবে,—"রাম রহিম না জুদা করো ভাই,—এত্তা জঞ্জাল !"

অদ্ভুত। আরে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—ও কাজ ক'র্ত্তে আছে ? হ্যা—হ্যা—হ্যা—নন্দকিশোরটা আচ্ছা ছেলেমানুষ ! হ্যা—হ্যা—হ্যা—কি বল হে পরেশ ঠাকুর ?

পরেশ। না—না—বড় সদাশয় লোক উনি,—আপনার পরম হিতৈষী !

নির। একেবারে বিশ্বেমিত্তির ঋষি ! রাজা হরিশ্চন্দ্রকে শুয়োর চরিয়ে ছাড়বেন ! কাজের হদ্দ ক'ল্লে বাবা—কি বল হে ?

(কাগজপত্রাদি লইয়া তরুণ চৌধুরী ও কানাইলালের প্রবেশ)

তরুণ। আসুন রায় বাহাদুর—সব বুঝিয়ে দিই ! যা—যা—বাবা কানাইলাল ! তুই যা—বারোটা বাজ্‌তে দেরী নেই। আমি বিষয়-আশয় ওঁকে বুঝিয়ে পড়িয়ে দিতে সুরু করি। আসুন রায়বাহাদুর—অফিসঘরে !

কানাই। হা জগদীশ্বর ! একি তোমার বিচিত্র লীলা ?

(প্রস্থানোদ্যত)

(লছমী বাঈয়ের প্রবেশ)

লছমী। জগদীশ্বরের বিচিত্র লীলা না হ'লে কি লীলা বেঁচে থাকে ?

সকলে। এ্যাঁ—সে কি ?

কানাই। কে—কে—কে মা তুমি ? কে তুমি দেবী ?

লছমী। ব্যস্ত হবেন না। ব'ল্‌ছি—কে আমি ! আগে শুনি—আপনিই কি কানাই বাবু ?

কানাই। হ্যাঁ—মা—হ্যাঁ—আমিই হতভাগ্য কানাইলাল মুখোপাধ্যায়।

লছমী। আর আপনার মামা—তরুণ চৌধুরী মশাই ?

তরুণ। আমি। আপনি কে ? এত রাত্রে কোথা থেকে আস্‌ছেন ?

লছমী। "দৈনিক বার্ত্তাবহে" যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

কানাই। লীলা—লীলা—লীলার জন্য উনি অনেকদিন থেকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। সে লীলা কি বেঁচে আছে মা?

লছমী। আছে।

সকলে। আছে?

লছমী। হ্যাঁ—আছে;—আমার বাসাতেই আছে।

অদ্ভুত। মিথ্যা কথা। অসম্ভব!

নন্দ। Get out you begger—ভাগো হিঁয়াসে—

কানাই। চুপ র‍্যও হারামজাদ—

(ধাক্কা মারিয়া নন্দকিশোরকে ভূতলে ফেলিয়া দিল)

অদ্ভুত। একি—একি—কানাই—

নন্দ। You see—you see—my Lord! এই সাম্‌নে Highcourt of Judicature—কাল হাম নালিশ কর্‌দেগা—Attempt to murder—Defamation—মানহানির নালিশ! ফের্ জেল দেগা—

লছমী। ছিঃ কানাইবাবু! এখন ঝগড়াবিবাদের সময় নয়। আসুন আমার সঙ্গে,—লীলাকে নিয়ে আস্‌বেন!

তরুণ। আপনি কি—

লছমী। ভিখনজি দামোদরের কন্যা—নাম লছমীবাঈ!

কানই। আপনি? আপনি? নারী শিল্পসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী—পুণ্যবতী লছমীবাঈ,—আপনিই তিনি? লীলা আপনার আশ্রয়ে?

তরুণ। তা হ'লে তাকে সঙ্গে করেই আন্‌লেন না কেন?

লছমী। দুজনে আস্‌বো ভেবেছিলুম। ট্যাক্‌সি পেতে দেরী হ'ল,—এদিকে রাত্রি এগারোটা বাজে দেখে—আমি বিষয়-হস্তান্তর-ব্যাপারটা

রোধ কর্ব্বার জন্যে তাড়াতাড়ি এসেছি। এইবার চলুন তরুণ বাবু—দয়া করে আমার বাসায়!

অদ্ভুত। আর যদি সে লীলা না হয়? যদি জাল লীলা হয়—তাহ'লে—

লছমী। তা হ'লে যেমন হ'চ্ছিল—সেই রকমই হবে।

তরুণ। লীলা সত্যি কি জাল—চলুন—আপনি স্বচক্ষে দেখবেন চলুন।

নন্দ। আপ মৎ ঘাব্ড়াইয়ে জনাব! I can swear,—সেখানে—সেখানে কেন? এ দুনিয়ায় লীলা নেই।

লছমী। কানইবাবু—তরুণবাবু! আর অনর্থক বিলম্ব করে ফল কি? ওঁরা না যান্—আপনি—আপনি Attorney,—আর কানাইবাবু আমি সাক্ষ্যি—আর আর—

নির ও গ্রাঃগণ। আমরাও সাক্ষ্যি—

কানাই। চল—চল মামা—বারোটা বাজে। যার বিষয়—তাকে ডেকে এনে—তার হাতে তুমিই তুলে দাও মামা! অনেক সন্ধান করেছ,—অনেক উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ক' বছর যাপন করেছ,—এতদিনে তার সুফল হ'ল। জয় জগদীশ্বর! আসুন—

[লছমী, কানাই, তরুণ, নিরঞ্জন ও গ্রামবাসিগণের প্রস্থান।

অদ্ভুত। এঁ্যা—কি হ'ল? চাকা ঘুরে গেল নাকি?

নন্দ। Dont' worry! ও লীলা জাল—আমি Prove কর্ দেগা।

পরেশ। আর পুরুভ্ কর্ দেগা! আমি এই তরুপ্ করে সটান নারাণ-পুর—হাঁটা পথে!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে মোটরের হর্ণ্ শব্দ)

তরুণ। (নেপথ্যে) রায় বাহাদুর!

অদ্ভুত। হ্যাঁ যাই ! চল দেখি—ব্যাপারটা কি ! আরে ছ্যাঃ নন্দকিশোর ! তুমি একটা বুনো শোর !

নন্দ। ব্যস্—No more ! ঘাবড়াইয়ে মাৎ জনাব !

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লছমীর বাসাবাটীর পূর্ব্বোক্ত কক্ষ

[হস্তপদ রজ্জুবদ্ধাবস্থায় খলিফা শায়িত। মনসাও সেইভাবে বন্দিনী হইয়া রহিয়াছে। একপার্শ্বে কেরামৎ ও গুণ্ডাগণ রক্তাক্ত কলেবরে বন্ধনাবস্থায় মূর্চ্ছিত। পিস্তলহস্তে খলিফাকে লক্ষ্য করিয়া গুণধর দণ্ডায়মান। সুনীতি গুণধরের মাথার ক্ষত ধৌত করিয়া দিতেছে। লীলা গুণধরের নিকট দণ্ডায়মান]

খলিফা। ঠাকুরজি ! মাপ কিজিয়ে। আর এইস' কাম হামি জনমে কখনো কর্ব্বনা। হামকো জানমে মৎ মারো।

গুণ। তোকে—তোকে খুন কর্ব্বনা। খুন ক'ল্লে—ফাঁসি যেতে হবে—সেই জন্যে তোকে খুন কর্ব্বনা। কিন্তু তোকে একটা ভীষণ শাস্তি নিজের হাতে না দিলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবেনা। কি শাস্তি দিই ? তোর পা দুটো খোঁড়া করে দিই।

খলিফা। মাপ—মাপ কিজিয়ে—

সুনীতি। আহা—বড় কাতর হয়েছে। দাও—ওকে ছেড়ে দাও !

গুন। হা—হা—ছেড়ে দোবো কিরে পাগ্‌লী ?

লীলা। না,—ছেড়ে দিতে বলিনা। পুলিশে দেওয়াই ঠিক! ভণ্ডুলে চাকর সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ডাক্‌তে গেছে—

গুণ। পুলিশে তো তোমরা দেবে! আমি কিছু সাজা দোবোনা—ওকে, আর এই হারামজাদীকে? দেখ—পিস্তলে কাজ নেই—এই ছুরি দিয়ে—এই দুই বেটাবেটীর নাককাণ কেটে দিই!

খলি ও মনসা। মাপ করো—মাপ করো—　　(ক্রন্দন)

সুনীতি। তুমি ত এমন ছিলে না গুণদা? যত বড়ই শত্রু হোক্‌—কেউ কেঁদে মাপ চাইলে—তুমি তো চিরদিন তার সকল অপরাধ ভুলে তাকে মাপ করেছ?

গুণ। তখন বোকা ছিলুম,—জানোয়ার ছিলুম,—তখন দুনিয়া চিন্‌তে পারিনি রে সুনী—তাই চিরদিন পরের দুঃখকান্নায় কেঁদেছি—দয়া করেছি—মাপ করেছি! এখন চোখ খুলেছে,—এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, এই পৃথিবীতে দয়াধর্ম্মের পুরস্কার নেই! এ পৃথিবীতে ভাল লোক হ'তে নেই! এ পৃথিবীর মানুষ সব শয়তান,—সব নেমক-হারাম,—সবাই অধর্ম্মে!

লীলা। হোক্‌—তা বলে তুমি শয়তান হবে কেন ভাই? একজন বড় দরের পণ্ডিত বলেছেন,—"তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন?" জানি—এ পৃথিবীতে তোমার ওপোর অনেক অত্যাচার হয়েছে! জানি, তুমি অকারণে অনেক নির্য্যাতন অপমান বদ্‌নাম সহ্য করেছ,—অনেকে তোমার সঙ্গে কৃতঘ্নতা করেছে! তা ক'ল্লেই বা! ধর্ম্মের সুফল—একদিন না একদিন পাবেই ভাই!

গুণ। যাক্‌—লীলা! অনেকদিন তোকে দেখিনি—অনেক দিন তোর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিনি! তোর কথায় আমি ওদের ছেড়ে দিলুম!

লীলা। তুমি আমার জীবনরক্ষক—তুমি আমার পিতৃতুল্য! তোমায় কোটী কোটী নমস্কার—

কানাই। (নেপথ্যে) লীলা—লীলা—

লীলা। এঁ্যা—কে? কে লীলা বলে ডাক্‌লে?

গুণ। এ যে কানাই মাষ্টারের গলা!

সুনীতি। হঁ্যা—তিনিই।

লীলা। কানাই? কানাইলাল? কানাইলাল এসেছে?

(ভণ্ডুলের প্রবেশ)

ভণ্ডুল। রাঙ্গাদিদি—গুণ্‌দা—শীগ্‌গির চলো! কানাইদা এসেছে—তরুণ বাবু এসেছে—জমিদার টমিদার কত লোক এসেছে! এস—এস—শীগ্‌গির এস—

লীলা। এঁ্যা—এসেছে? কই?

[লীলা ও ভণ্ডুলের প্রস্থান।

গুণ। এখানেও কানাই মাষ্টার? আবার সেই গাঁয়ের লোক? এই সুনী আর আমি? আবার আমাদের মাঝখানে কানাই মাষ্টার? আবার বদ্‌নাম? উঃ—না—বর্‌দাস্ত হবেনা। সুনী! আমি চল্লুম—

[প্রস্থানোদ্যত]

সুনীতি। আর আমি? যে কদিন পোড়া দেহে প্রাণটা আছে—এই তোমার আমার বদনাম্‌ শুন্‌তে শুন্‌তে সেই প্রাণটা আমার ত্যাগ ক'র্ত্তে হবে!

গুণ। তাহ'লে কি ক'র্ব্বি?

সুনীতি। আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও। আমি কিছুতেই ওর কাছে এ মুখ দেখাবো না। আমি রুগ্ন—ম'র্ত্তে বসেছি! যদি না নিয়ে যাও,—আমি আত্মহত্যা ক'র্ব্ব!

গুণ। আচ্ছা—তাই চল্—তাই চল্। যেখানে দুচক্ষু যায়,—চল্—দুজনে চলে যাই! কিন্তু তুই যে বড় দুর্ব্বল,—কাঁপছিস্ যে! চ'লতে পার্ব্বি? ঐ এলো—ঐ সব আস্ছে—চল্! তোকে কোলে করে নিয়ে লুকিয়ে পালাই চল—

[গুণধর সুনীতিকে টানিতে যাইতেই দেখিল সুনীতি কাঁপিতেছে ও ভয়ঙ্কর কাসিতেছে। গুণধর কাছে যাইতেই সুনীতি তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল]

গুণ। এ কি সুনী—(সুনীতি রক্ত বমন করিল) ইস্—এ যে রক্ত!

[গুণধর ইজি চেয়ারে সুনীতিকে শোয়াইয়া দিল। সুনীতি অচেতন হইয়া পড়িল]

গুণ সুনী! সুনী! এ কি? সুনী!

তৃতীয় দৃশ্য

(কানাই, লীলা, লক্ষ্মী, তরুণ চৌধুরী, অদ্ভুতকুমার, নন্দকিশোর, নিরঞ্জন ও গ্রামবাসিগণের প্রবেশ)

কানাই। লীলা—লীলা—আমি জানতুম—তুমি বেঁচে আছ!

লীলা। কিন্তু কানাইবাবু—আমার বেঁচে থাকায় তো সুখ নেই! বরং আজ যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতেন—

তরুণ। লীলা মা! ও সব কথার এখন সময় নয়। এই নাও—তোমার পিতামহের উইল! এখনও বারোটা বাজেনি! রায় বাহাদুর! আপনি কিছু ব'ল্তে চান?

(ভণ্ডুল, ইন্‌স্‌পেক্টর্‌, পাহারওয়ালা, রহমানের দলের লোক
ও প্রতিবেশিগণের প্রবেশ)

ইন্‌স্‌। ওঁর বল্‌বার এখানে বিশেষ কিছু নেই! আমরা ওঁকে আর ওঁর সাঙ্গপাঙ্গদের arrest ক'র্ত্তে এসেছি! জমাদার! এই লেড়্‌কাকো সাথ যাও,—বদমায়েস লোক কাঁহা বান্ধা হ্যায়,—থানামে সব্‌ কইকো লে যাও!

[জমাদার ও ভণ্ডুলের প্রস্থান।

তরুণ। ব্যাপার কি?

ইন্‌স্‌। এক কথায় বুঝিয়ে দিই মিঃ চৌধুরী! এই রায় বাহাদুর, আর এই নন্দকিশোর বাবু—যুক্তি করে গুণ্ডার সর্দ্দার খলিফাকে লাগিয়ে লীলাময়ীকে এই সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় কন্যা লছমী বাঈয়ের বাড়ী থেকে চুরি কর্ব্বার মতলব করেছিলেন।

অদ্ভুত। এঁ্যা—সে কি? কে এমন কথা ব'ল্লে?

ইন্‌স্‌। ব'ল্লে—এই খলিফার দলের লোক! এ রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিল! এই বদ্‌মাস্‌! সব সাচ্‌ বোলেগা?

খলিফা। হাঁ—খোদাবন্দ্‌—একদম্‌ ঝুট নেহি বোলেগা!

ইন্‌স্‌। বাস্‌—রায়বাহাদুর—নন্দকিশোর! এইবার দয়া করে হাতকড়ি গহনা প'র্ব্বেন কি?

অদ্ভুত। এঁ্যা—সে কি—সে কি? অ তরুণবাবু! আমি—আমি—আমি তো কিছুই জানি না—

ইন্‌স্‌। এখন ও কথা বল্লে চ'ল্‌বে কেন রায়বাহাদুর? এত বড় একটা কাণ্ড ক'ল্লেন,—এতকাল ধরে এত কীর্ত্তি করে আস্‌ছেন,—একটা

শুধু ছোটো-খাটো "জানিনা" ব'ল্লেই কি আপনার নিজের হাতে জ্বালানো আগুন একেবারে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ?

অদ্ভুত। অ্যাঁ—তা—তা—তরুণবাবু—আমি—আমি—আমি—এ সব আমার মতলব নয়। এই সব নন্দকিশোর—নন্দকিশোর—

নন্দ। এইসা বুরা বাৎ মৎ বোল্‌না জনাব ! ছিঃ—ছিঃ—রায়বাহাদুর ! I am innocent—সাচ্চা আদ্‌মি—আমার ঘাড়ে দোষ চাপালে চ'ল্‌বে কেন ? Mr. Inspector ! my Lord সাহেব ! আপ্ হুকুম দেই তো—I can be approver ! আমি আদালতে সব প্রকাশ করে দিতে প্রস্তুত হ্যায়।

অদ্ভুত। এঁ্যা—লীলা—লীলা—তোর মনে এই ছিল মা ?

লীলা। সত্যিই আমার মরাই উচিত ছিল কাকাবাবু ! কিন্তু কি ক'র্ব্ব—অখণ্ড প্রমাই নিয়ে এসেছি। কই মাছের প্রাণ—কিছুতেই বেরুলো না। তরুণ মামা—তরুণ মামা—কোন রকমে কি কাকাবাবুকে...... ......ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু—

ইন্‌স্। Impossible—অসম্ভব ! চলুন রায়বাহাদুর—চলুন নন্দকিশোর বাবু—

[অদ্ভুতকুমার ও নন্দকিশোরকে বাঁধিয়া প্রস্থানোদ্যত।

লীলা। (ছুটিয়া গিয়া ইন্‌স্‌পেক্‌টারের পদতলে পড়িয়া) দয়া করুন—দয়া করুন—

ইন্‌স্। পাপীর প্রায়শ্চিত্ত না হ'লে সে যে পাপমুক্ত হয় না মা !

[আসামীগণকে লইয়া প্রস্থান।

লীলা। চাই না—চাই না আমার বিষয় ! কানাইবাবু ! তরুণ মামা ! কাকাবাবুকে রক্ষা করুন !

(ভূতলে বসিয়া ক্রন্দন)

কানাই। ছিঃ লীলা—তুমি এমন অবুঝ হ'চ্ছ কেন? ইন্‌স্‌পেক্‌টার বাবু ঠিক বলেছেন,—পাপের শাস্তি যদি না হয়, তা হলে পৃথিবীতে পাপ যে ভীষণ হয়ে উঠ্‌বে! ওঁর জন্য দুঃখ করা—কাঁদা তোমার উচিত নয়!

লীলা। তরুণ মামা! কাকাবাবুর জন্যে অন্ততঃ Bailএর চেষ্টা—

তরুণ। সেই কথাই আমি ভাব্‌ছি লীলা! কানাই! তোরা সব এইখানেই থাক্—আমি একবার এই রাত্রেই Bailএর চেষ্টা করি।

[তরুণ চৌধুরীর প্রস্থান।

(ভণ্ডুলের প্রবেশ)

ভণ্ডুল। ওগো—তোমরা সব এখনি এসো—সুনীদি কেমন ক'চ্ছে। গুণ্‌দা তার কাছে বসে কাঁদ্‌ছে।

কানাই। গুণ্‌দা এখানে?

লীলা। সেই তো এত কাণ্ড ক'ল্লে! আজ তারই দয়ায় তো আমরা জীবন রক্ষা ক'র্ত্তে পাল্লুম।

ভণ্ডুল। উঃ—কি রকম লাঠি খেল্‌লে গুণ্‌দা?

কানাই। গুণ্‌দা এখানে কি করে এলো?

লীলা। গুণ্ডাদের দলে কি রকম করে গিয়ে শোনে যে তা'রা আমাদের বাড়ী লুট ক'র্ত্তে আস্‌ছে। গুণ্‌দাই আগে সন্ধান পেয়েছিল—কাকাবাবু আর নন্দকিশোর বাবু—আমাদের খুন কর্ব্বার ষড়যন্ত্র ক'চ্ছেন—

ভণ্ডুল। ওগো—কথা পরে কোয়ো—এখন শীগ্‌গীর এস!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লছমীর পূর্ব্বোক্ত কক্ষ

[ইজি চেয়ারে সুনীতি শায়িতা,—গুণধর তাহার পার্শ্বে ভূতলে অধোমুখে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। অকস্মাৎ সুনীতি আবার ভয়ঙ্কর কাসিয়া মুখ দিয়া রক্ত তুলিল। গুণধর গামছা দিয়া মুছিয়া দিল]

গুণ। উঃ সুনী ! মুখ দিয়ে তোর ভয়ানক রক্ত উঠ্‌ছে যে রে !

সুনী। ও রক্ত নয়—গুণ্‌দা—ও আমার পারে যাবার নেমন্তন্নের চিঠি ! তুমি জান তো গুণ্‌দা,—সকল শুভকাজের নেমন্তন্নের চিঠি ছাপা হয় লাল কালিতে ! এ আমার নেমন্তন্নের চিঠি এসেছে !

গুণ। কি ব'ল্‌ছিস্—সুনী ? (চোখ মুছিল)

সুনী। কাঁদছ কেন গুণ্‌দা ? আমি চলে যাব বলে ?

গুণ। না বোন্—সে জন্যে নয় ! যদি তুই আজ সত্যিই চলে যাস্ সুনী, যদি সত্যিই তোকে আট্‌কাতে না পারি ভাই,—সে জন্যেও দুঃখ ক'র্ব্ব না। কেননা—এখান ছেড়ে তুই যেখানে যাবি,—শুনেছি, সেখানে কোনো হিংসে নেই,—কোনো অত্যাচার নেই—কোন অশান্তি নেই ! এত দুঃখের পর যদি তুই শান্তি পাস্,—তবে যা বোন্—সেই শান্তিধামে—

সুনী। আমার কাছে এসে বোসো—আমি তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে আস্তে আস্তে চলে যাই (গুণধর বসিল। সুনী নিজের হাত গুণধরের

হাতের মধ্যে তুলিয়া দিল) গুণ্‌দা ! আজ আর আমার কোনো লজ্জা নেই, কোনো ভয় নেই ! কিন্তু তুমি—তুমি যখন গাঁয়ে ফিরে যাবে—যখন তোমায় সকলে আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বে,—তখন—তখন তুমি তাদের কি ব'লবে ?

গুণ। ঠাকুর ভাসান দিয়ে যখন লোকে ঘরে ফিরে যায়—তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে ? চোখের কোণে জল দেখে ও কি তাদের কিছু বুঝতে বাকী থাকে রে ?

(সুনীতির হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ নীচু করিল)

সুনী। আমি তো থাকবো না গুণদা ! আমার অসাক্ষাতে যদি লোকে আমার নিন্দা করে,—তাদের বোলো—(স্মীতমুখে) দেবতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে পূজা ক'র্লে যদি—

সুনীতি হঠাৎ থামিয়া গেল ও দরজার দিকে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কানাই মাত্র দ্বার ঠেলিয়া মুখ বাড়াইয়াছে—

গুণ। চুপ ক'র্লি কেন সুনী ? বল্—

[সুনীতি ইঙ্গিতে দ্বারের দিকে দেখাইয়া দিল। গুণধর সেইদিকে ফিরিতেই কানাইকে দেখিতে পাইল]

সুনী। (চীৎকার করিয়া উঠিল) গুণ্‌দা ! আবার বুঝি আমাদের—না—না—আমি তা সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্ব না—আমায় বাঁচাও তুমি !

গুণ। ভয় কি সুনী ? চুপ কর্ ! (কানাইকে) আমি জানি—কেন তুমি এসেছ !

কানাই। ছিঃ—ছিঃ—গুণ্‌দা !

[কানাই একটু অগ্রসর হইল। আস্তে আস্তে লছমী ও লীলা, পরে ভগুল ঘরে প্রবেশ করিল।

সুনী। কানাই দা! তোমরা কেন গুণ্‌দাকে মিথ্যে অপমান ক'র্চ্ছ?

কানাই। অপমান নয় সুনীতি! গুণ্‌দাকে যে আমরা কত ভালবাসি তা তুমি জাননা; সেই গুণ্‌দার অধঃপতনে——

গুণ। আমার—কি?

ভগুল। লোক্‌কে বলবার অবসর দিলে লোকে কেন ব'ল্‌বেনা?

সুনী। সে দোষ আমার ভাই ভগুলে—সে দোষ আমার!

গুণ। থাক্ সুনী—আমাদের কাজের কোন কৈফিয়ৎ আমরা দোবো না! কানাই মাষ্টার! তোমার আইনে যদি আমরা দোষী,—আমরা তার প্রতিবাদ ক'র্ব্বনা! এখন দয়া করে এখান থেকে চলে যাও! সুনীর বড় অসুখ,—ওর অসুখ আরও বাড়্‌বে!

সুনী। কিন্তু কৈফিয়ৎ আমায় দিতে হবে,—আমার নিজের জন্যে নয় গুণ্‌দা—তোমার জন্যে! আমার যা শাস্তি হবার হয়েছে,—কিন্তু তুমি কেন নির্দ্দোষী হয়ে শাস্তিভোগ ক'র্ব্বে? লছমী দিদি!

লছমী। কি দিদি?

(লছমী কাছে আসিল)

সুনী। দিদি! ভালবাসা কি পাপ?

লছমী। ভালবাসা পাপ—কে বলে? এ যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান এ পৃথিবীতে! যে ভালবাসা স্রষ্টার পবিত্র সৃষ্টিকে গৌরবান্বিত করে, সে পাপ হবে কেন বোন্? তবে, যে ভালবাসা লক্ষ্যভ্রষ্ট,—অচিন্ পথে নিয়ে যায়,—সে লালসা,—সে পাপ,—কারণ, সে অতৃপ্ত—সে লক্ষ্যহীন!

সুনী। তবে আমি পাপ করিনি। আমার প্রেম লক্ষ্যহীন নয়, অতৃপ্ত নয়। ধ্রুবতারার মত সে আমার—সে আমার গতিকে লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে গেছে! সে অবিনশ্বর—সে শাশ্বত!

লছমী। কি ব'ল্‌ছ বোন্‌?

সুনী। (উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিয়া) প্রাণের ভেতর একখানি দেবমূর্ত্তি আমি এঁকে রেখেছি,—দেবতার মত ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে পূজা ক'র্ব্ব ব'লে;—অতি নীরবে—অতি গোপনে! কিন্তু আর গোপন নয়! আজ আমি মরণের তীরে দাঁড়িয়ে—মৃত্যুপথের শেষ সীমানায় এসে, পৃথিবীর সব অবজ্ঞা উপেক্ষাকে বিদ্রূপ করে মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি,—এই সরল, উদার, মহৎ গুণধরই আমার দেবতা,—যাঁর ধ্যান করে আমি—

(সকলে যেন চমকিত হইয়া অস্ফুটস্বরে বিস্ময়-ভাবোচিত শব্দ করিল। সুনীতি ক্লান্ত হইয়া পড়িল)

লছমী। সুনী! বোন্‌! কি ব'ল্‌ছ?

সুনী। ব'ল্‌ছি ঠিক দিদি! আমি হিন্দুর ঘরের বিধবা! যদি বিবাহিত স্বামী ছাড়া অন্য কা'কেও ভালবাস্‌লে হিন্দুস্ত্রীর পাপ হয়,—তবে আমি পাপী! আর সে পাপের ভোগে যদি কল্পান্তকাল আমায় নরক ভোগ ক'র্ত্তে হয়,—তবুও আমি অস্বীকার ক'র্ত্তে পার্ব্বনা যে, আমি গুণধরকে ভালবেসেছি—ভালবাসি! আর—এ জন্মে তো হ'লনা দিদি! যদি পরজন্মে মানুষ হয়ে জন্মাই—তবে যেন আমি এই গুণধরকেই আবার আমার আশ্রয়দাতা—আমার করুণাময় দেবতারূপে পেয়ে ধন্য হই!

(সুনীতি হাঁপাইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে ডাকিল—)

সুনী। গুণদা—কাছে এস—

(গুণধর সুনীতির কাছে যাইল। লছমী উঠিয়া আসিল)

আঃ—এই আমার সান্ত্বনা—

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল ও রক্তবমন করিতে লাগিল। গুণধর মুছাইয়া দিল—
আর নিরংকভাবে সকলের দিকে চাহিয়া দেখিল—সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট।

এস—আরও কাছে এস ! তুমি বল যে তুমি আমায় ভা——

[কথা শেষ না হইতেই একটা ভীষণ কাশির বেগ আসিল এবং পরমুহূর্ত্তেই
সুনীতির অন্তিমের নিঃশ্বাসটুকু বাতাসে মিলাইয়া গেলো]

গুণ। (আর্ত্তকণ্ঠে) সুনী—সুনী—

সকলে। (চঞ্চল হইয়া) কি হ'ল—কি হ'ল ?

কানাই। এঁ্যা—সুনী নেই ?

[বলিয়া অগ্রসর হইতেই ক্ষিপ্তবৎ গুণধর কঠোর দৃষ্টিতে কানাইয়ের
দিকে অগ্রসর হইয়া—কঠোর-স্বরে বলিল—]

গুণ। তুমি স্ত্রীঘাতক !

[গুণধর তাড়াতাড়ি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সমস্ত
অঙ্গ ঢেউএর মত দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। ঘরে
প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা]

(ভণ্ডুল ধীরে ধীরে গুণধরের কাছে আসিয়া তাহাকে ডাকিল)

ভণ্ডুল। গুণদা—গুণদা—

(ভণ্ডুল গুণধরকে জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল —)

গুণদা—আমায় মাপ করো—তোমার পায় পড়ি গুণদা! অমন ক'রে থেকনা—আমার সঙ্গে কথা কও!

[গুণধরের পায়ে ধরিয়া—সহসা আকুল হইয়া—কাঁদিয়া উঠিল]

আমায় তেমনি আদর কর—গুণদা—

(গুণধর অন্তর-যুদ্ধে-নিরত কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল)

ভণ্ডুল। (গুণধরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) আমার দিকে চেয়ে দেখ—

[প্রাণপণ শক্তিতেও গুণধর নিজের অশ্রু-রোধ করিতে পারিল না]

গুণ। (ভণ্ডুলেকে বুকে টানিয়া লইয়া) ওরে—ভণ্ডুলে—ও রে—ওরে—

লছমী। গুণধর বাবু! এত তরল আপনি? আপনি সংযম হারালে চ'ল্‌বে কেন? মনে ভেবে দেখুন ত—কত কাজ পড়ে রয়েছে আমাদের সাম্‌নে?

গুণ। আমি সব বুঝেছি—কিন্তু সুনী আমার কি করে গেল জান? আমি যে সুনীকে চিরদিন আমার বোনের মতন দেখতুম—ঠিক মার পেটের ছোট বোনেরই মত! কিন্তু—তার মনে এ দুর্ব্বলতা এলো কোথা থেকে?

কানাই। মাপ করো গুণদা—ছোট ভায়ের ভুলভ্রান্তি তুমি মাপ কর ভাই। চল—গাঁয়ে ফিরে গিয়ে দু'ভায়ে কোমর বেঁধে এই রকম অত্যাচারে এখনও যে সব হাজার হাজার মেয়ে পু'ড়ে মরছে, তার প্রতিকারের চেষ্টা করিগে।

গুণ। আমি ত স্থনীর কাছে সেই কথাই দিয়েছি! কিন্তু তুমি—তুমি আর গাঁয়ে ফিরে গিয়ে কি কাজ ক'র্ব্বে?

কানাই। কেন—যেমন কাজ এতদিন ক'র্ত্তুম!

গুণ। (হাসিয়া) তোমার এতদিনের মনের সাধ পূর্ণ হয়েছে—লীলাকে পেয়েছ! তার অত টাকার বিষয়,—এখন তোমরা কত বড়লোক! যখন বিয়ে থা করে সুখে ঘরকন্না পেতে ব'স্‌বে—তখন কি এ সব চাষাভূষোদের কাজে মনে লাগ্‌বে?

লছমী। ঠিক বলেছেন গুণধর বাবু! কিছু মনে ক'রবেন না কানাইবাবু! আপনার দেশসেবা ছিল, অবসরের চিত্তবিনোদন! লীলার মৃত্যু-সংবাদে দুঃখে শোকে অধীর হয়ে—আপনার অস্থির মনকে শান্ত ক'র্ত্তে আপনি দেশের সেবায় মেতে উঠেছিলেন। কিন্তু দেশের কাজ ত খেয়ালীর খেয়াল নয়। এ কাজে চাই একাগ্রতা—দৃঢ়তা!

লীলা। ঠিক বলেছ দিদি—ঠিক বলেছ গুণ্‌দা! কানাইবাবু! আমি যাতে সুখী হব,—চিরজীবন প্রাণে শান্তি পাব—তুমি তাই ক'র্ত্তে প্রস্তুত?

কানাই। নিশ্চয়ই প্রস্তুত। কি ক'র্ত্তে হবে লীলা—বল। তুমি জান, আমি তোমায় কত ভালবাসি? তোমার জন্য আমি সব ক'র্ব্ব লীলা!

লীলা। সেই ভালবাসার দাবীতেই আমি তোমায় ব'ল্‌ছি—তুমিও সত্য কথা ব'ল্‌বে?

কানাই। ব'ল্‌ব লীলা!

লীলা। এস—আমরা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। ঐহিক সুখ বিসর্জ্জন দিই—দৈহিক সুখ বিষবৎ পরিত্যাগ করি। তুমি ঐ দেবতুল্য গুণদার মত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর,—আর আমিও ঐ দেবী-তুল্যা ভগ্নী লছমী বাঈয়ের মত ব্রহ্মচারিণী হয়ে—ভাইভগ্নীর মত

সকলের সঙ্গে এক হয়ে—দেশের, দশের ও গ্রামের উন্নতির জন্য আমাদের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করি! পার্ব্বে?

কানাই। পার্ব্ব কি না জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছ লীলা? এ বাণী—এ আহ্বান—আজ আমি তোমার মুখে প্রথম শুনলুম না লীলা! বহু পূর্ব্বে—আমার কাণে এ ডাকের প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে,—যেন কোন্ অশরীরী ভাষায়, বঙ্গমাতার করুণ ক্রন্দন, নিদ্রিত সন্তানদের আহ্বান করে ব'ল্‌ছে—জাগো বঙ্গসন্তান! ভিখারিণী মাতার অশ্রু মুছিয়ে দাও!

লছমী। আসুন—যদি ডাক পৌঁছেছে আপনাদের কাণে, তবে জেগে উঠুন—কাজে ছুটুন—দেশের ডাকে সাড়া দিন! এ আমার নিজের ডাক নয়—এ কোনো ব্যক্তিবিশেষের ডাক নয়,—এ ডাক—

সকলে। **দেশের ডাক!**

যবনিকা

গ্রন্থকার প্রণীত—অন্যান্য গ্রন্থ

শঙ্খধ্বনি—মর্ম্মস্পর্শী বিয়োগান্ত নাটক, নাট্যমন্দিরে অভিনীত,—নাট্যজগতে—সাহিত্যজগতে যে রীতিমত যুগান্তর আনিয়াছে—তাহা নাট্যানুরাগী—সাহিত্যানুরাগী সুধীগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। "শঙ্খ-ধ্বনি" নাটক—উৎকৃষ্ট এ্যান্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য এক টাকা।

INDIAN PLAY APPRECIATED

Liberty—24-11-29.

"Mr. R. S. Scholefield, Manager of Reuters, has addressed the following to Mr. Bhupendra Nath Banerjee, the author of "SANKHA DHWANI", which is having a very successful run at the Natyamandir :—

"May I say how much I enjoyed my visit to your play "SANKHA DHWANI ?" The settings were most attractive and appropriate, and the acting of Mr. S. K. Bhaduri, in the part of "Ketanlal" bore very favourable comparison with the finest acting I have seen in European capitals. You yourself must be congratulated on a very successful adaptation of the theme of "The Bells", in which Sir Henry Irving scored so much fame."

শাঁখের করাত—হাস্যরসের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—রঙ্গচাতুর্য্যপূর্ণ প্রমোদ-নাটিকা—আর্ট থিয়েটারে অভিনীত। শাঁখের করাত, ভাল এ্যান্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা—মূল্য ॥০ আনা।

বাঙ্গালী—মর্ম্মস্পর্শী সামাজিক নাটক,—মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।—আদর্শ বাঙ্গালী "দেশবন্ধুর" নানা ভাবের মূর্ত্তিতে সুশোভিত। পরিচয় নিষ্প্রয়োজন—মূল্য ১৲ টাকা।

পেলারামের স্বদেশিতা—যাহা উপর্য্যুপরি চৌদ্দ রাত্রি অভিনয়ের পর—আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট-অনুমত্যনুসারে অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

থিয়েটারের গুপ্তকথা—পড়িয়াছেন কি? যিনিই পড়িয়াছেন,—তিনিই মজিয়াছেন! যিনি না পড়িয়াছেন, তিনিই ঠকিয়াছেন! প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই,—চমৎকার কাগজ, সুন্দর ছাপা, মূল্য ১৲ টাকা।

বঙ্গের সুখাবসান

নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।

কলিকাতা।

নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

পুরুষগণ।

লাক্ষ্মণ্যসেন	...	...	বঙ্গাধিপতি।
বিরাটসেন	..	..	লাক্ষ্মণ্যসেনের ভ্রাতস্পুত্র।
মহেন্দ্র	...	..	লাক্ষ্মণ্যসেনের মন্ত্রী।
হরিপ্রসাদ	..	..	মহেন্দ্রের জামাতাও বিরাটসেনের বন্ধু।
আনন্দময়	..	...	বিরাটসেনের বন্ধু।
গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য		...	লাক্ষ্মণ্যসেনের গুরু।
গোপাল	...	...	মহেন্দ্রের অনুগৃহীত ব্যক্তি।
বক্তিয়ার খিলিজি		...	মুসলমান সেনাপতি।
মোরাদ খিলিজি		..	বক্তিয়ার খিলিজির ভ্রাতস্পুত্র।
গয়ারাম	..	..	কৃষক।
নিধিরাম	..	..	গয়ারামের পুত্র।

সভাসদ্‌গণ, ভৃত্য, সৈনিক, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ব্রহ্মময়ী	..	...	লাক্ষ্মণ্যসেনের স্ত্রী।
সৌদামিনী	..	..	মহেন্দ্রের স্ত্রী।
মহীকুমারী	..	..	হরিপ্রসাদের স্ত্রী।
অভয়া	..	..	হরিপ্রসাদের মাতা।

পরিচারিকা।